রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নবুওয়ত ও রেসালতের অবগুণ্ঠনে বিরাজমান ছিল। এখন খতমে নবুওয়ত এর পরবর্তীকালে প্রত্যেক যুগে যুগে 'বেলায়তে ওজমা'র অবগুণ্ঠনে ছদ্মবেশ ধারণ করে কারিশমা, প্রেম ও মোহিনী শক্তি প্রদর্শন করে যাচ্ছে। আর স্বীয় প্রেমময় সাম্রাজ্যকে নিজের সেই মোহিনী শক্তি দ্বারা সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে যাচ্ছেন। আর স্বীয় প্রেমময় বাগান সমূহকে নিজেই সেই ঔজ্জ্বল্য দ্বারা সাজিয়ে দিচ্ছেন। স্বীয় বিপর্যস্ত উম্মত ও ধ্বংস প্রায় হাল-জজ্বায় ইহার (নুরে মোহাম্মদ) বদৌলতে হাল-জজ্বার সৃষ্টি হচ্ছে।

পংক্তি

কোন কিছু এমন নাই যে, যা এককভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে- প্রতিটি অংশে ও কালে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিদ্যমান রয়েছেন।

হ্যাঁ, এই শরাফতওয়ালা নুরের স্থানান্তর ও বিদ্যমানতার অবস্থার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। যার কারণে আম্বিয়া ইজাম (আলাইহিস্সালাম) এঁর স্তর ও আউলিয়া কেরামদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) স্তরের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর এই নুর শরীফ আলমে মেছালে (স্বরূপ জগত) কখনও সূর্যের আকৃতিতে চমকায়, আবার কখনও চন্দ্রালোকের আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়। আবার কখনও নক্ষত্রের আকৃতিতে দেখা যায়। আবার কখনও ইহা প্রদীপের মত দেখায়। তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর জ্যেতির উপমা যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জল নক্ষত্র সদৃশ" (সূরা নুরঃ ৩৫)।

হে ভাইয়েরা, যখন তোমাদের ইহা জানা হয়ে গেল, তখন তোমরা অন্তরের কান লাগিয়ে শুন, আলেমগণ (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) এই কথার উপর একমত যে, যদি বস্তুর আলো নিজস্ব হয়, তখন ইহাকে ضياء (আলো) বলে। আর যদি নিজস্ব না হয় তখন ইহাকে নুর বলে। আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউনুস শরীফে ইরশাদ করেন, "তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন" (সূরা ইউনুসঃ ০৫)। অর্থাৎ তিনি খোদাতায়ালা; যিনি স্বীয় পরিপূর্ণ কুদরত দ্বারা সূর্যকে আলোক বিতরণকারী বা তেজস্কর এবং চাঁদকে আলোকময় করেছেন। অতএব, সূর্য নিজেই নিজের আলোক দ্বারা আলোকিত এবং অন্যকে আলোকিতকারী। আর চন্দ্র যদিও অপরকে আলোকিত করে কিন্ত ইহার নিজস্ব কোন আলো নেই । বরং ইহা সূর্যের আলো থেকে আলো গ্রহণ করে।

কবিতাংশ

চাঁদের আলো সূর্য থেকে প্রাপ্ত।

পংক্তি

চন্দ্রকে বানিয়েছেন নুর এবং সূর্যকে বানিয়েছেন ضياء (তেজস্কর)

সূরা ইউনুস থেকে প্রমাণিত দেখে নাও।

আবার অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সূর্যকে প্রদীপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাই সূরা নুহে তিনি ইরশাদ করেন, "এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে" (সূরা নূহ: ১৬)। অর্থাৎ এবং চন্দ্রকে সেগুলোর মধ্যে করে দিয়েছেন আলোকরূপে এবং সূর্যকে পৃথিবীবাসীদের জন্য করে দিয়েছেন প্রদীপ। যেইভাবে প্রদীপ তার চতুর্পাশ থেকে অন্ধকার দূরীভূত করে, সূর্য রাতের অন্ধকারও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়। আর হযরত রাসূল মাকবুলকেও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খোদাতায়ালা একটি আয়াতে প্রদীপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি সূরা আহযাবে ইরশাদ করেন- "হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি স্বাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদ দাতা ও সর্তককারীরূপে। আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে" (সূরা আহযাব: ৪৫-৪৬)। অর্থাৎ হে পয়গাম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিশ্চয় আমি আপনাকে উম্মতের স্বীকার ও অস্বীকার করার বিষয়ে স্বাক্ষী স্বরূপ, আমার রহমতের সুসংবাদ প্রদানকারীরূপে ও আমার আযাব (শাস্তি) থেকে সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। তাঁর হুকুমে বা তাঁর তাওফীকে তাওহীদের দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রদীপরূপে এই জন্য আখ্যায়িত করা হল যে, প্রদীপের আলো অন্ধকার দূরীভূত করে। আর হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নুর মোবারক কুফরির অন্ধকারকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে দিলেন।

পংক্তি

আল্লাহ্‌র নুর দ্বারা উজ্জ্বল ঐ প্রদীপ,
তাঁর নুর দ্বারা পৃথিবীর বাগান ঈর্ষান্বিত।

কবিতাংশ

শরীর ও অন্তরের প্রদীপকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর প্রদীপ ও চোখ মনে কর,

কেননা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র চেহরার রশ্মি থেকে
দ্বীনের (ধর্ম) প্রদীপ সমুজ্জ্বল।
যদি পৃথিবীতে উক্ত চেহারাবৎ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর
চেহারা মোবারক) প্রদীপ দ্বারা আলোকিত না হত,
তাহলে কুফরির অন্ধকার হতে কখনো কেউ মুক্তি পেত না।

দ্বিতীয়টি হল এই যে, যা কিছু ঘরের মধ্যে হারিয়ে যায়, তা প্রদীপের আলো দ্বারা খুঁজে নেওয়া যায়। অনুরূপভাবে যেই হাকিক্বত মানুষদের থেকে গোপন ছিল, ঐ রেসালতের প্রদীপের নুর দ্বারা মা'রিফাতের নুর হাসিলকারীদের জন্য তা আলোকিত হয়ে গেল।

পংক্তি

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাধ্যমে প্রাণসমূহ (জীব জগত)
পরিচিতি লাভ করল,
পৃথিবীর প্রবাহিত নদ-নদী গুলো আলোকিত হল।
তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন তালাবদ্ধ গুপ্ত রহস্যের চাবি স্বরূপ,
তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেমিকদের অন্তরের মূলধন।

তৃতীয়টি হল এই যে, প্রদীপ ঘরবাসীদের জন্য নিরাপদ, নিরাপত্তা এবং আরামের কারণ হয়ে থাকে এবং চোরদের জন্য লজ্জা ও শাস্তির কারণ হয়ে থাকে। আর হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও প্রেমিকদের জন্য নিরাপত্তা ও সম্মানের কারণ এবং অস্বীকারকারীদের জন্য অনুতাপ ও লজ্জার কারণ। পূর্বোক্ত আয়াতে منيرا (মুনিরা) শব্দটি سراجا (সিরাজা) শব্দের তাকিদের (দৃঢ়তা অর্থে) জন্য আনা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদীপ এবং অন্য কোন প্রদীপের মত নয়। কেননা কোন কোন প্রদীপ কখনও নিভে যায় এবং কখনও জ্বলে উঠে। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল এবং প্রদীপ বাতাসে জ্বলমল করে। আর কেউ তাঁর এই নুরকে পরাভূত করতে পারে না। আল্লাহ ইরশাদ করেন "তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র জ্যেতি নির্বাপিত করতে চায়। কাফিররা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চান না।" (সূরা সফঃ ৮)।

পংক্তি

যেই প্রদীপকে স্বীয় নুর দ্বারা খোদা তায়ালা আলোকিত করেছেন,
কারো কি শক্তি আছে স্বীয় ফুৎকারে তা নিভিয়ে দেয়?

আর প্রদীপ রাতকে আলোকিত করে, দিনকে নয়। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়ার অন্ধকারের রাত্রিকে ইসলামের দাওয়াতের নুর দ্বারা আলোকিত করে দিয়েছেন।

মসনবী

সূর্য দৃশ্যমান বস্তু সমূহকে পূর্ণতা দান করেছে,
সেজন্য দিনের বেলায় বাজার বসে।
যাতে নগদ টাকা পয়সার লেনদেন দৃশ্যমান হয়,
লোকদের থেকে প্রতারণা ও তালবাহানা দূরীভূত হয়।
যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নুর উচ্চতায় পৌঁছল,
তখন মুমীনদের কাছে সুনিশ্চিতভাবে খোদার অনুগ্রহ আগমন করল।
কাফেরদের কাছে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমনকে কঠিন
পরিস্থিতির মুখোমুখি করে দিয়েছিল,
কেননা তারা (কাফিরগণ) কুফরির পোশাক পরিধান করেছিল।
টাকা পরীক্ষকের শত্রু হল অন্তর,
আর দরবেশদের (অলিগণ) শত্রু কুকুরের মত।
কাফিরদের সাথে নবীগণ (আলাইহিমুস্সালাম) যুদ্ধ করতে থাকেন,
আর ফেরেশতাগণ বলতে থাকেন হে প্রভূ! আপনি শান্তি বর্ষিত করুন।
আল্লাহ সবাইকে এই নুর দান করেন,
কিন্তু কাফিরদের কাছ থেকে এই নুর দূরে রাখেন।
পৃথিবীতে নুরের (আলো) শত্রু হল চোর,
আর কাফিরদের চোখ সত্যের আলো থেকে অন্ধ।

এখন আহমদী সৌন্দর্য্যের প্রেমিকগণ ও হযরত গাউছে পাক (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর আশেকগণকে খেয়াল রাখতে হবে যে, আমাদের হযরত গাউছে পানাহ সাহায্যকারী কুতুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর সম্মানিত পিতা রাতের স্বপ্নে সমগ্র জাহানকে উজ্জ্বলকারী যে প্রদীপ দেখেছিলেন, এই কথার দিকে ইঙ্গিতবহ যে, গাউছিয়তের প্রদীপ সত্তাগত নুর দ্বারা আলোকিত। পৃথিবীর পথভ্রষ্টতার রাত্রিসম অন্ধকার তখন দূরীভূত হবে, যখনি তাঁর হেদায়তের নুর ও ইরশাদ দ্বারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা ও পাপকে হেদায়ত ও মা'রেফতের রাজপথে আরোহণ করাবে। আর বিচ্ছেদে বিহবল ও ব্যাথাতুর মরুপ্রান্তর সদৃশ্য রাতকে স্বীয় মিলনের নুর দ্বারা সম্পূর্ণ আলোকিত করে দিবে। আর পৃথিবীর সূর্যের মত পথভ্রষ্টতার অন্ধকারকে স্বীয় হেদায়তের নুর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিবে।

হ্যাঁ, এতটুকু যে, সূর্য হল আসমানের প্রদীপ। আর আমাদের আশ্রয়স্থল হযরত গাউছে পাক হলেন আরশের প্রদীপ এবং যমীন ও কালের প্রদীপ। সূর্য হল দুনিয়ার প্রদীপ। আর তিনি ধর্মের প্রদীপ। উহা (সূর্য) পানি ও মৃত্তিকার জন্য প্রদীপ। তিনি প্রাণ ও অন্তরের প্রদীপ। সূর্যের আলো পরিস্ফুটিত হলে লোকেরা চেতনাহীন স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হয়। আর তাঁর (গাউছে পাক) ইরশাদ ও হেদায়তের আলো পরিস্ফুটিত হলে বিরহ ও বিচ্ছেদের স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হয়ে সুমিষ্ট পানীয় পান দ্বারা তৃপ্তি নিবারণ হয়।

কবিতাংশ

হে সুমহান আরশের সূর্য গাউছে মাইজভাণ্ডার!
জীবরাঈল (আ.) ফেরেশতাগণ সমেত সওয়ার হয়ে আপন দ্বারে আগমন করেছেন।
আপনার স্মরণই মর্ম পীড়ার জন্য প্রশান্তি, তুমি মনে কর,
ইশকের পীড়ায় ব্যথিত হৃদয়ের প্রতি আপনিই সহানুভুতিশীল।

হে আহমদী সৌন্দর্য্যের প্রেমিক ভাইগণ! হে গাউছে পাকের প্রেমে মাতাল! হে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর প্রেমিকদের আস্তানার পাগলগণ! হে প্রেমাস্পদ রাজ্যের সুলতানের প্রেমের জালে বন্দী! আমি হাজার হাজার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। হযরতের কাছে লাখ লাখ প্রশংসা ও গুণকীর্তন করি; যিনি আমাদের মত হীন ব্যক্তিদের সীমাহীন অনুগ্রহ ও দয়ার দৃষ্টিতে স্বীয় মহান দরবারের কুকুরদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং স্বীয় মহান দরবার থেকে অফুরন্ত দৌলত প্রদান করে আমাদেরকে পরিপূর্ণ তৃপ্ত করেছেন।

গজল

হে অন্তর! তুমি গাউছে পাক মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) দরবারের
কুকুর হয়ে যাও, কেননা যদি আমাদের তাঁর শরাফতের নিসবত হাসিল হয়
তাহলে খোদার নৈকট্য অর্জিত হবে।
যদি খোদার নৈকট্য চাও তাহলে তাঁর ইশকের বীণা বাজাও,
তাঁর ইশকের মাধ্যমে তোমার এই অন্তর খোদার ইশকে পূর্ণতা লাভ করবে।
তুমি তাঁর সামান্য শুভ দৃষ্টিকে প্রতি মুহূর্তের শুভ দৃষ্টি মনে কর,
তাঁর সামান্যতম শুভ দৃষ্টি দ্বারা তুমি খোদার সাথে মিলন লাভ করবে।
ধর্ম ও মনো-প্রাণ তাঁর নামে চালনা কর এবং লজ্জা ফেলে দাও,
তাঁর ইশক দ্বারা তোমার অন্তরকে সিক্ত কর।
তাঁর গলির মাটি চুম্বন কর এবং পাশে ছড়িয়ে দাও,
কেননা পৃথিবীতে তাঁর গলির মাটির মাহাত্ম্য সূর্য থেকেও বেশি।
তাঁর পাক দরবারে সসম্মানে কেন মাথা নত হয়?

কেননা তাঁর নেয়ামতসমূহ উভয়ে জগতকে ফয়জে অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে।
তাঁর দয়া ব্যতিত কেউ যদি তাঁকে মনে মনে অস্বীকার করল,
তাহলে তার সমস্ত ইবাদত নষ্ট হয়ে গেল এবং সমস্ত আমল বাতিল হয়ে গেল।
তাঁর দরবারে যে মকবুল (গৃহিত) হল, নিশ্চিতভাবে সে আল্লাহর দরবারে মকবুল হল,
তাঁর দরবারে গৃহিত হওয়া প্রত্যেক ভাগ্যবান বান্দার জন্য নির্ভরযোগ্য দলীল।

হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার জন্যই প্রশংসা ও গুণকীর্তন। যখন দুনিয়ার মধ্যে আপনি এমন অনুগ্রহ করে নিঃসহায়দের বিরহ ও বিচ্ছেদের আঙ্গিনাকে স্বীয় সুসজ্জিত পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের আলো দ্বারা পরিপূর্ণ ও আলোকিত করেছেন। আমাদের দৃঢ় আশা রয়েছে যে, ক্বিয়ামতের দিনও পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের প্রজ্জ্বলিত শিখাকে আলোকিত করে অবশ্যই আমাদের বিরহ ও বিচ্ছেদের অন্ধকারকে ভালবাসা দ্বারা আলোকিত করে দিবেন।

কবিতা

পৃথিবীতে তাঁর চেহারা সমুজ্জ্বল ও আলোক উদ্ভাসিত,
দীর্ঘ রাত যেন দিনে পরিণত হল।
তাঁর জামালিয়তের প্রদীপের উপর লোকেরা ঝাপিয়ে পড়ল,
পতঙ্গের মত আমাদের প্রাণ দগ্ধ হল।

আর মুতলাক হাকিকত (সাধারণ হাকিকত) মোমবাতি ও প্রদীপের আকৃতিতে হয়ে থাকে, কিন্তু সূর্যের আকৃতিতে নয়। সূর্য যদিও প্রদীপ থেকে বেশি উজ্জ্বল, কিন্তু ব্যপার হল একটি সূর্য থেকে অপর সূর্য সৃষ্টি হয় না। কিন্তু একটি প্রদীপ থেকে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ আলোকিত হয়। তাই ইহা ঐদিকে ইঙ্গিতবহ যে, গাউছিয়তের প্রদীপ দ্বারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুমিনদের ক্বলবের প্রদীপ আলোকিত হতে থাকবে এবং ফয়েজ জারি থাকবে। কেননা মানবজাতির মধ্যে তিনি (গাউছে পাক) ফরদে কামেল (ইনসানে কামেল)।

পংক্তি

ফয়জের প্রদীপ দ্বারা তিনি জগতকে আলোকিত করেছেন,
তাঁর থেকে আদম জাতি ক্বিয়ামত পর্যন্ত গর্বিত হল।
তাঁর হিম্মতের (উদ্যম) প্রভাব যুক্ত এক মুষ্টি মাটিকে পরশমণি হিসেবে গ্রহণ কর,
তাহলে তুমি গাউছে আজমের মাটির উসিলায় প্রকৃত পরশমণিতে পরিণত হবে।

আর হাকিকতে মুতলাকা (সাধারণ হাকিকত) প্রদীপের আকৃতির সদৃশ হওয়ার মধ্যে মকাম ফিল্লাহ (ফিল্লাহ স্তর) ও বাকা বিল্লাহ এর দিকে ইঙ্গিতবহ। অর্থাৎ প্রদীপ যেমন কোন মাধ্যম ছাড়া আলোকিত হয় এবং নুর অন্য কোন বস্তু থেকে কিছু গ্রহণ করে না। অনুরূপভাবে ফানা ফিল্লাহ ও বাকা বিল্লাহ স্তরের

আউলিয়াগণের সমস্ত নড়াচড়া, অবস্থান সবকিছুতে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণ সমূহের তজল্লী প্রকাশ হয়।

কবিতাংশ

সূর্যের আলো দ্বারা আমরা সর্বদা আলোকিত,
আমরা অন্য কারো প্রদীপের আলো ধার করি না।
জগতের ইশকের শরাব পরিবেশনকারী হলেন আমাদের গাউছে মাইজভাণ্ডার,
আপনার বান্দা মকবুলকে (গ্রন্থকার) আপনার অনুগ্রহে এক পেয়ালা ইশকের
শরাব পান করান।

হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ ইরশাদ করেন, "মানুষ আমার গোপন রহস্য এবং আমি মানুষের গোপন রহস্য।" এই হাদিসটি পূর্বোক্ত কথার দিকে ইঙ্গিতবহ। নফল ইবাদতের মাধ্যেমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের বিষয়ে হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ ইরশাদ করেন- "বান্দা যখন অতিরিক্ত সৎকার্য দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে, আমি তাঁর বন্ধু হয়ে যাই। যখন আমি তাঁর বন্ধু হয়ে যাই; তখন আমি তাঁর কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে। আমি তাঁর চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে। আমি তাঁর হাত হয়ে যাই; যা দ্বারা সে ধরে। আমি তাঁর পা হয়ে যাই; যা দ্বারা সে চলে।" অপর এক বর্ণনায় আছে, "আমার দ্বারা সে শুনে, আমার দ্বারা সে দেখে, আমার দ্বারা সে ধরে এবং আমার দ্বারাই জ্ঞান দান ও অর্জন করে।" এই হাদিসটি পূর্বোক্ত আউলিয়া কেরামদের শান সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করছে। এইরূপ অলি প্রকৃতপক্ষে খোদা তায়ালার ভাষ্যকার এবং তাঁদের ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌রই ইচ্ছা।

পংক্তি

তাঁর কালাম (বাণী) খোদারই কালাম,
যদিও প্রকাশ্যভাবে তা আল্লাহ্‌র বান্দার কথা মনে হয়,
তাঁর সাহচর্য লাভ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সাথে বৈঠকের রহস্য নিহিত।

পংক্তি

যদি তুমি আল্লাহ্‌র সাথে বসতে চাও,
তাহলে আউলিয়াদের ছোহবতে বসে যাও।
তাঁদের প্রকাশ্য অবয়ব ইহ ও পরকালে খোদার গুপ্ত রহস্য ও আল্লাহ্‌র ছায়া।

কবিতা

নবীগণ (আলাইহিম ওয়াসাল্লাম) ও আউলিয়াগণ (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) হক
তায়ালার গুপ্ত রহস্য,

আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীতে তাঁরা সাধারণভাবে বিলীন।
তাঁরা হলেন খোদার ছায়া,
যদিও তাঁরা বাহ্যিক আকৃতিতে মানব ছিলেন।

রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন "যে আমাকে দেখল, প্রকৃত পক্ষে সে সত্য দেখল।" যাহের আলেমগণ উক্ত হাদিসটির অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে (রাসুল) দেখল, নিশ্চয় সে হক (সত্য) দেখল। অর্থাৎ আমাকে তার দেখা সঠিক, ভুল বা ভ্রম নয়। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আমাকে দেখেছে, অন্যকে নয়। কেননা শয়তান আমার (রাসূল) আকৃতি ধারণ করতে পারে না। হ্যাঁ, ইহাও উক্ত হাদিসের একটি অর্থ। যাহের আলেমদের পিপাসা উক্ত অর্থ দ্বারা নিবারিত হয়। কিন্তু হাকিকত পরিচয় জ্ঞানী লোকেরা এই হাদিস থেকে অন্য একটি অর্থ বুঝে থাকেন। জানা উচিত যে, আভিধানিক অর্থে যে সমস্ত বস্তুর হাকিকত (অস্তিত্ব) সাব্যস্ত ও বিদ্যমান উহাকে হক বলা হয়। আর আরবী ভাষায় হক শব্দটি বাতিল শব্দের বিপরীত অর্থে বলা হয়। হকপন্থী মুহাক্কিকগণের মশরব (চলনভঙ্গি) অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালার হাকিকতে মুতলাকা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব সাধারণভাবে স্থায়ী বিদ্যমানতায় পৌঁছেনি। ঐ পবিত্র সত্তার অস্তিত্ব ও প্রকাশ ব্যতিত অন্য সব বস্তুর অস্তিত্ব ও প্রকাশ বাতিল এবং সত্য নয়। আর আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম সমূহে "হক" গুণবাচক নামটির অর্থ এটাই। অতএব, পৃথিবীর অস্তিত্ব; যা মূলত অস্তিত্বহীন, তা বিদ্যমান সত্তা হিসেবে "হক" বলা রূপক অর্থে। পরিষ্কার সূক্ষ্ম প্রান্তরের মরিচিকার মত; যা দূর থেকে পানির মত দেখা যায়। তৃষ্ণার্ত পানি তালাশকারী ব্যক্তি নিজেকে ধোঁকায় ফেলে, যখন সে ইহার (মরিচিকা) নিকটবর্তী হয়, তখন ইহার (মরিচিকা) অস্তিত্ব অকাট্যভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না।

অনুরূপভাবে, দূরবর্তী অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্ববান হিসেবে ধারণা করা হয়, যাকে সে পৃথিবীর অস্তিত্ববাচক বস্তু বলে ধরে নেয়। যখন খোদা পথচারী (সালেক) অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ফানা-এর স্তর সমূহ সততা ও একনিষ্ঠতার পদক্ষেপে অতিক্রম করে "বাক্বা"- স্তরে পৌঁছে যান এবং 'ইলমে ইয়াকীন'-এর অতল গহবর থেকে "হক্কুল ইয়াকীন"- এর শীর্ষ বিন্দুতে আরোহণ করেন, তখন পৃথিবীর অস্তিত্ব; যেটি মূলত অস্তিত্বহীন; যা অস্তিত্বের বহিরাবরণ-ইহা সালেক (খোদা পথচারী)- এর কল্পনার দৃষ্টি থেকে চলে যায়। প্রকৃতপক্ষে খোদার অস্তিত্ব; মূলত যাঁর অস্তিত্ব রয়েছে; যিনি অদৃশ্য, তখন তাঁর অস্তিত্ব সালেকের দৃষ্টি গোচর হয়। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু সালেকের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও দর্শন ব্যতীত অন্য কিছু তার দৃষ্টিগোচর হয় না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন "এবং বলুন, সত্য এসেছে

এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই"(সূরা বনী ইসরাঈল: ৮১)। অর্থাৎ যেই সময়, আল্লাহ্‌র তজল্লী প্রকাশিত হয়, আল্লাহ ছাড়া কল্পিত বস্তুর অস্তিত্ব মূলত: মিথ্যা; তা বিলুপ্ত হয়। বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সামনে পৃথিবীর অস্তিত্ব অস্তিত্বহীন।

কবিতাংশ

উঁচু থেকে নিম্নমানের যত প্রকার বর্ণ রয়েছে সবটাই তাঁর (আল্লাহ) সত্তায় বিদ্যমান,
তাঁর সত্তার আলো দ্বারা সবাইকে আলোর সাগরে নিমজ্জিত করে দিল, তা
আমি অবলোকন করলাম।
তাঁর অস্তিত্বের উদাহরণ হল সমুদ্র, উভয় জগতের প্রত্যেকটিতে উক্ত সমুদ্রের
তরঙ্গ বিদ্যমান,
তাঁর অস্তিত্বের সামনে অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব ভ্রান্তি ও ভুল; যা আমি অবলোকন করলাম।

কবিতা

সবকিছু বাতিল ও অপসৃত, আল্লাহ তায়ালার সত্তাই সত্য,
আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতিত সবকিছু অপসৃত।
তোমারই অস্তিত্ব, অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই,
কেননা তুমি ছাড়া অন্য বস্তুর অস্তিত্বের কোন ভিত্তি নাই।
আমার জন্য তোমারই সত্তা, আমার অস্তিত্ব তাঁর অস্তিত্বে বিলীন,
যেহেতু অন্য বস্তুর নিজের কোন অস্তিত্ব নাই, তাই আমার জন্য তাঁরই সত্তা।

ফানি ফিয্‌যাত (ফানা ফিল্লাহ) ও বাক্বি বিয্‌যাত (বাকা বিল্লাহ) অলির উদাহরণ হল আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির মত। যেমন কোন ব্যক্তির উপর পরীর কালো ছায়া লাগলে ব্যক্তির মানবীয় বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয় এবং যা কিছু উক্ত আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি মুখ দিয়ে বলে, তা প্রকৃত পক্ষে পরীরই কথা। সেইরূপ আল্লাহ তায়ালার প্রেমে বিভোর অবস্থায় ফানা ফিল্লাহ অলি যা কিছু বলেন এবং করেন, উহা মূলত: আল্লাহ্‌রই কথা ও কাজ।

মসনবী

কোন লোকের উপর যখন পরী প্রভাব বিস্তার করল,
তখন মানবীয় গুণ তার থেকে চলে গেল।
যখন সে যা কিছু বলে, উহা উক্ত পরীরই কথা,
যদিও প্রকাশ্যভাবে লোকটির কথা হিসেবে মনে হয়।
যখন পরীর ক্ষেত্রে এই নিয়মটি প্রযোজ্য, তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য ইহা কেমন হবে,
যে নিজেই অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় সত্তায় ফানা হয়েছে।
মানবীয় বৈশিষ্ট্য ছেড়ে সে নিজেই পরী হয়ে গেল,

যেরূপ অনারবী ব্যক্তি অহি ব্যতিত আরবী ভাষার কথক হয়ে গেল।
যখন হুশ আসল তখন লোকটি [বেহুশ অবস্থায়] কি বলেছে তা জানে না,
যখন পরীর এমন কার্য ও বৈশিষ্ট্য হতে পারে।
তাহলে, পরী ও মানবের খোদা যিনি; তিনি কিভাবে পরী থেকে কম হতে পারে?
হে মকবুল! কিভাবে তোমার মুখ থেকে এই কথাটি বের হয়,
গাউছে হক হলেন তলোয়ার, আর তুমি হলে তরবারির খাপ।

বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত সুলতানুল আরেফিন বায়েজিদ বোস্তামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) ইশক-এর জজ্‌বা এবং তৌহিদি রহস্যের বিভোরতার আধিক্যে বলে উঠলেন, "আমার সত্তা পবিত্র, আমার শান কত মহান!" এবং "আমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই, অতঃপর আমার ইবাদত কর।" যখন তাঁর এই প্রেম বিভোরতা অবস্থা কাটিয়ে গেল। তখন মুরীদগণ তাঁর কাছে জানতে চাইল, হে হযরত! আপনি জজ্‌বা অবস্থায় এইরূপ কথা বলেছেন। হযরত সুলতানুল আরেফীন বললেন, যদি পুনরায় এইরূপ কথা আমার মুখ থেকে বের হয়, তোমরা আমাকে হত্যা করবে। কেননা-

পংক্তি

মহান আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তা পবিত্র,
আর যদি তাঁর শানে আমি এইরূপ বলি,
ইহার শাস্তি হল তোমরা আমাকে হত্যা কর।

মুরীদদের এই উপদেশ প্রদান করে কয়েকবার হযরত (রহমতুল্লাহে আলাইহি) খোদার প্রেমে পরিপূর্ণ মাতাল হয়ে পূর্ব থেকে আরো কঠোর কথা বলেন। তিনি বলেন- "আমার জুব্বায় আল্লাহ ছাড়া কিছুই নেই"। বাস্তব কথা হল- যখন প্রেমের আধিক্য বেড়ে যায়। তখন আক্বল (বিবেক) এর কি শক্তি আছে তাতে নি:শ্বাস ফেলার? ইশক (প্রেম) হল বাদশাহ এবং আকল (বিবেক) হল তার প্রহরী (কোতোয়াল)। যখন ইশ্‌ক তার বাদশাহী ধুমধাম করে প্রকাশ করে, তখন কোতোয়াল বেছারার কি জোর করার আছে? আকল হল আল্লাহ্‌র ছায়া এবং আল্লাহ হলেন সূর্য। ছায়া কি কখনো সূর্যের আলো ধারণ করতে পারে?

কবিতা

ইশ্‌ক (প্রেম) আগমন করল, আকল নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল,
সকাল হতেই প্রদীপ নিষ্প্রভ হয়ে গেল।
বাদশাহর জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ন শোভাযাত্রা দেখে
শহরের কোতোয়াল একটি প্রান্তে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

আকল হল হক (আল্লাহ) এঁর ছায়া, হক (আল্লাহ) হলেন সূর্য,
ছায়া সূর্যের আলো কি ধারণ করতে পারে?

বিবেচ্য বিষয় যে, মানুষ আঙ্গুরের শরাব (মদ) পান করে স্বীয় চৈতন্য হারিয়ে ফেলে। তাহলে কি খোদার ইশকের শরাব এবং খোদার নুরানী জজবার কি এতটুকু শক্তি নেই যে, উহা আকলকে নিষ্ক্রিয় করে দিবে এবং ইন্দ্রিয়কে ব্যর্থ করে দিবে?

কবিতা

যখন মদের এতটাই অকল্যাণ ও উদ্দীপক শক্তি রয়েছে,
আর আল্লাহর নুরের শক্তি তার চেয়ে বেশি।
তোমাকে তোমার থেকে আল্লাহ কখনও খালি রাখবেন না,
তোমার মুখ দিয়ে তিনি সুমহান কথা বলবেন।
দেখ, কুরআন শরীফ পয়গাম্বরের মুখ দিয়ে এসেছে,
যে ব্যাক্তি আল্লাহ্‌র এই কথাকে জানবে না, সেই হল কাফির।

ঘটনা হল- ঐ সমস্ত মুরীদানগণ তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত সুলতান (বায়েজিদ বোস্তামী) কে লাঠি দ্বারা মারতে লাগল এবং খোদাদ্রোহীতার জন্য তাঁর উপর তরবারির আঘাত করতে লাগল। যে সমস্ত মুরীদ তাঁর গলার মধ্যে আঘাত করল, তারা বরং নিজেদের গলাকে কেটে ফেলল। যারা তাঁর বিদ্বেষ ও হিংসামুক্ত বক্ষে আঘাত করল, তারা তাদের নিজেদের বক্ষকে ছুরির আঘাতে ক্ষত করে ফেলল। আর হযরতের পবিত্র দেহে তরবারির একটি আঘাতও পতিত হল না। কেননা ফানা ফিল্লাহ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী শায়খ দর্পন তুল্য ছিলেন। উহাতে প্রত্যেক মুরিদ নিজ নিজ আকৃতি দেখে তরবারির আঘাত করছিল এবং নিজেকে নিজেই ঘায়েল করছিল।

গজল

হে জামালিয়তের (সৌন্দর্য) অধিকারী, তুমি হলে জগতের প্রাণ,
তোমার সাথে সাক্ষাত হল অনুগ্রহকারীর (আল্লাহ) সাথে সাক্ষাত।
তোমার উজ্জ্বল চেহারা নিশ্চিতভাবে রাতের অন্ধকারে পূর্ণিমার চাঁদ,
বরং এই যুগে খোদায়ী সূর্য।
তুমি হলে সূর্য এবং সব কিছু আলো স্বরূপ,
আর তুমি হলে সমগ্র দৃশ্যমান জগত ও সমস্ত মূলের মর্মার্থ স্বরূপ।
তুমি হলে পূর্ণাঙ্গ, প্রত্যেক কিছু তোমারই অংশ স্বরূপ,
সবকিছু তরঙ্গ স্বরূপ, আর তুমি হলে সেই তরঙ্গের সমুদ্র।
হে সত্য ইমাম, হে উম্মতের গাউছ,

তোমার মকবুলের দিকে তোমার শুভ দৃষ্টি দান কর।

ঐ সমস্ত নির্বোধ মুরীদগণ ফানা ফিল্লাহ শায়খের উপর আঘাত করার কারণে না ফেরার দেশের পথিক হয়ে গেল এবং মৃত্যুবরণ করল। সকাল বেলা তাদের ঘরের মধ্যে শোকের মাতম শুরু হল। দলে দলে লোকেরা হযরত শায়খের খেদমতে হাতজোড় করে আদব সহকারে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে লাগল। তখন হযরত শায়খ (বায়েজিদ বোস্তামী) বললেন, আমার অস্তিত্বের পোশাক প্রতিটি জগত দ্বারা পরিপূর্ণ। যদি এই শরীর আমার মানবীয় শরীর হত, তাদের মত আমার শরীরও তরবারির আঘাতে ধ্বংস হয়ে যেত। কেননা বিভোর চিত্ত ব্যক্তিকে সচেতন ব্যক্তি গিয়ে মেরেছে, ফলে সে নিজের চক্ষুকে দৃষ্টিহীন করে ফেলল। বরং নিজেকেই মারল। যেহেতু বিভোর চিত্তকে তরবারি দ্বারা আঘাত করল, সেই আঘাত তাদের নিজেদের প্রাণের উপর পতিত হল। কেননা বিভোর চিত্ত ব্যক্তি লীনপ্রাপ্ত। বরং নির্জনতাই নিরাপত্তার ধন। উহা (ফানাফিল্লাহ শায়খ) আয়না সদৃশ। সাদৃশ্যমান আকৃতি ব্যতিত উহাতে আর কিছুই নেই। যে উহার উপর থুতু ফেলল, সে নিজের মুখের উপর থুতু ফেলল, সে নিজেকেই মারল। অর্থাৎ যে আকৃতি আয়নার মধ্যে দেখা যায়, তা নিজেরই আকৃতি। যে ভাল দেখল, তা নিজের আকৃতি। আর যে খারাপ দেখল তাও নিজের আকৃতি। এই অবস্থায় যে কর্মই করা হোক, তা নিজের সাথেই করা হয়ে থাকে।

গজল

হে সৌন্দর্যের অধিকারী! তুমি হলে নিত্য শোভার অধিকারী,
হে উজ্জল চেহারার অধিকারী! তুমি হলে মহাত্ম্যের অধিকারী আল্লাহ্‌রই দর্শন স্বরূপ।
হে পূতঃপবিত্র! তোমার গুণাগুন আমাদের ধারনার বাইরে,
তোমার ব্যপারে আমাদের উচ্চবাচ্যের সুযোগ নেই।
তুমি সব কিছুর মর্মার্থ এবং সবকিছু তোমারই শব্দ স্বরূপ,
তুমি হলে ছায়ার মালিক, আর সবকিছু তোমারই ছায়া।
তুমি হলে রূহ স্বরূপ এবং আমরা হলাম দেহস্বরূপ,
তোমার শানের সূর্য অস্তমিত হওয়ার দোষ থেকে মুক্ত।
তুমি হলে সমুদ্র এবং আমরা সবাই তোমারই তরঙ্গ,
তুমি বর্তমান এবং আমরা কেবল খেয়ালী।
তোমার কোঁকড়া চুল জ্ঞানীদের কাছে কল্যাণের উদ্রেক করল,
তোমার সমুজ্জ্বল চেহারা প্রতিটি বাঁধা দূরীভূত করল।
নিকষ কালো দীর্ঘ রজনীতে আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি,
তোমার হেদায়তের সূর্য পথভ্রষ্টতা থেকে আমাদের পথ প্রদর্শনকারী।

তোমার চিন্তায় এক সপ্তাহ যাবত আমার অন্তর রোগাক্রান্ত,
নিশ্চয় তোমার সাক্ষাত ও দর্শন উক্ত রোগের প্রতিষেধক।
তোমার কৃষ্ণবর্ণের চোখের পাতা ও মন ভোলানো আচরণের তরবারি দ্বারা
আমার অন্তর ও কলিজা চৌচির হয়ে গেল।
আমি জান প্রাণে তোমার গুণকীর্তনকারী,
তোমার পুষ্পবৎ চেহারার জন্য আমি বুলবুলি পাখির মত।
তোমার প্রেমে আমি তৃষ্ণার্ত হয়েছি,
তোমার সুপ্রশস্ত বক্ষে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির ঝর্ণা রয়েছে।
হে প্রিয়তম! আমার অন্তরের জঞ্জাল সমূহ
তোমার মাহাত্ম্যের রক্তাক্ত তরবারি দ্বারা সুশোভিত কর।
হে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম, হে সৃষ্টি জীবের গাউছুল আজম,
হে আল্লাহ্‌র প্রিয় বন্ধু, হে রহমতের পূর্ণ সমুদ্র।
ব্যকুল মকবুলের দিকে শুভ দৃষ্টি দান কর,
যাতে নিজের ভাগ্য সৌভাগ্যে পরিণত হয়।

বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত রাসূল আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় আসহাব (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এঁর সাথে ভরপুর একটি মজলিশে তাশরীফ রাখলেন। আর স্বীয় সূর্যবৎ চেহারার প্রভাব দিয়ে আশেকদের আঙ্গিনাকে আলোকিত করছিলেন। তখন হঠাৎ অভিশপ্ত আবু জেহেল ওখানে এসে পড়ল। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর চেহারায় নুরকে দেখে বলল, কত কুশ্রী চেহারা! ঘটনাক্রমে সেই সময় হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আগমন করেন এবং হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর প্রদীপবৎ চেহারায় নুর দর্শনে পতঙ্গের মত উৎসর্গীত হয়ে বলে উঠলেন, আমার জান-প্রাণ ও আমার মা-বাবার জান প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গীত। কতই সুদর্শন চেহারা এবং খোদা দেখার আয়না! আসহাবগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রেমিক হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও অভিশপ্ত আবু জেহেলের বিপরীতমূখী কথা শুনে দিশেহারার ঘূর্ণাবর্তে মগ্ন হয়ে হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, একই চেহারার উপর নুর দেখে সিদ্দিক আকবর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সত্যবাদীর মুখ থেকে খুশির বর্ণনা বের হল এবং অভিশপ্ত আবু জেহেলের মুখ থেকে কেন ইহার বিপরীত কথা প্রকাশ হল? সেই সময় হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, "আমার সত্তা হল খোদার আয়না সদৃশ। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ অভ্যন্তরীন অবস্থা আমার মধ্যে অবলোকন করে।" যখন সিদ্দিকে আকবর স্বীয় ঈমানে বাতেনের (অভ্যন্তরীন ইমান) অবস্থা দর্শন

করল, তখন ঈমানী চেহারার আশেক হয়ে বুলবুলি পাখির মত প্রেম জাগ্রতকারী প্রেমসূলভ কথাবার্তার গান গাইতে লাগল। কেন হবে না? রাসূলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "যদি সমগ্র দুনিয়ার মুমিনদের ঈমান একটি দাঁড়ি পাল্লায় রাখা হয় এবং সিদ্দিকে আকবর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ঈমান একটি দাঁড়ি পাল্লায় রাখা হয়, নিশ্চয় আবু বকর সিদ্দিক আকবর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর ঈমান ভারী হবে।" অর্থাৎ সমস্ত ঈমানদারদের ঈমান থেকে হযরত সিদ্দিক আকবর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর ঈমান ভারী হবে। অনুরূপভাবে অভিশপ্ত আবু জেহেলও স্বীয় কুফরির আভ্যন্তরীন আকৃতি দেখে ঘৃণাভরে খারাপ কথা বলে উঠেছিল।

মসনবী

কেননা খোদা প্রেমে বিভোর ব্যক্তি সাধারণভাবে বিলীন হন,
তাঁর ফানা (বিলীন) হওয়া পরিপূর্ণভাবে বাস্তবসম্মত হয়েছে।
তখন তাঁর (ফানা প্রাপ্ত ব্যক্তি) আসল আকৃতি চলে গিয়ে আয়নায় পরিণত হন,
যে আয়নায় স্বীয় অবয়ব দেখা যায়।
উক্ত আয়নায় (ফানাপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যে থুতু নিক্ষেপ করে, তা নিজের উপর পতিত হয়,
উহাতে (ফানা প্রাপ্ত ব্যক্তি) যে আঘাত করে তা নিজের প্রাণের উপর পতিত হয়।
যে ব্যক্তি উক্ত আয়নায় (ইনসানে কামেল) নিজের খারাপ আকৃতি দেখল, তা নিজেরই আকৃতি,
আর যে ব্যক্তি উহাতে নিজের ভাল আকৃতি দেখল, তাও নিজেরই আকৃতি।
তিনি (ইনসান কামেল) দোষক্রটি থেকে স্বচ্ছ ও পবিত্র,
তোমার আকৃতিকে তাঁর আকৃতির দিকে ফিরাও, তাহলে তা যথেষ্ট হবে।

সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র)! প্রেম বিভোরতার কথাবার্তা চলছে। অহেতুক কথাবার্তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ।

কবিতা

উক্ত স্তরে পৌঁছে ব্যক্তির ভাষা হারিয়ে যায়,
উক্ত স্তরে পৌঁছে লেখার কলম ভেঙ্গে যায়।
বন্ধ মুখে বাকপটুতা প্রদর্শন করিও না। তুমি এতে নিঃশ্বাস ফেলো না,
কেননা আল্লাহ সঠিক বিষয় সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

দ্বিতীয় ফরতু (রশ্মি) : হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর জন্মের আলোচনা প্রসঙ্গে

এখন হযরত গাউছুল্লাহিল আজম, মাহবুবে হক, নুরে আলম-এর জন্মের আলোচনা আদব সহকারে কান ও অন্তর দিয়ে শুনুন এবং জান, মস্তিষ্ক, রূহ-এর ঘ্রাণ শক্তিকে ঐ সুগন্ধিযুক্ত অলংকারপূর্ণ ও ঈমান উদ্দীপক আলোচনা দ্বারা সুগন্ধিযুক্ত করুন।

গজল

অন্তরের গভীর থেকে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) যেই নামটি
বের হয়, ফেরেশতাগণ উক্ত মূল্যবান ব্যক্তিকে বার বার চুম্বন করতে থাকে।
আমার প্রেমাস্পদের নাম শুনে তাঁরা আবেগে প্রিয়তমের প্রতিটি দরজা ও
প্রাচীরে মাথা অবনত করে।
সে প্রিয়তমের ওষ্ঠ মধুময়, তাঁর কমনীয় ভঙ্গী (চাল-চলন) ও কথা-বার্তাও মধুময়,
উক্ত প্রেমাস্পদের গালির মধ্যেও আশ্চর্যজনক স্বাদ রয়েছে।
যখন গাউছে পাকের গুণকীর্তন বর্ণনা করা আমার কবিতার মগজ (মস্তিষ্ক),
কেন বের হবে না কবিতা থেকে মেশক ও আম্বরের সুগন্ধি ও মনিমানিক্য?
কবিতা সমূহের মধ্যে গাউছে আজমের যে পবিত্র নাম রয়েছে,
মিসরি ও চিনি দ্বারা কেন কবিতা সমূহের স্বাদ বাড়বে না?
হে আমার বন্ধুগণ! কেমন জাকজমকপূর্ণ দেখাচ্ছে কাফেলাকে,
আর কাফেলার অগ্রনায়ক হলেন মাইজভাণ্ডারের সুলতান।
জনাব গাউছে পাকের খঞ্জরবৎ ভ্রু যেমনি দেখল,
সে উক্ত তলোয়ারের আঘাতে প্রেমমগ্ন হয়ে গেল।
প্রিয়তমের আশেক হয়ে পার্থিব ইজ্জত ও সম্মান চলে গেল,
বিলাস জীবন যাপনও ছুটে গেল, আর ঘর-বাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।
ধর্ম ও ঈমান ছুটে গেল,
উভয় জাহান থেকে মুক্ত হয়ে ইশকের শরাব খানার ফাঁদে অন্তর গ্রেফতার হল।
সমগ্র বিশ্ব চরাচর ছুটে গেল, ইশক (প্রেম) এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি,
হে ইশক! তুমি প্রেমিকদের নিদর্শন হয়ে থেকে যাও।
শক্তিধর সূর্যবৎ চেহারার আলোকছটা যেমনি অন্তরে পতিত হল,
তখন থেকে আমার অন্তর নূরে আলোকিত হয়ে গেল।
তোমার নুরী চেহারার আকৃতি যখন অন্তরে অংকিত হল,
হে বন্ধুগণ! তখন থেকে আমার অন্তর রাজ-রহস্যের খনিতে পরিণত হল।
তাসবীহ, তাহলীল, যিকির-আযকার ও অজীফা দিয়ে কি করব?

প্রিয়তমের নামই যিকির হিসেবে যথেষ্ট।
হে বন্ধুগণ! জান্নাতের নাজ নেয়ামতের কোন কামনা করি না,
আমার কাছে প্রেমাস্পদের গলি পথই অধিক উত্তম।
দোযখের কোন ভয় নেই। কেননা, গাউছে মাইজভাণ্ডারের (কাদ্দাসাল্লাহু
সির্‌রাহু) পদাঙ্ক যখন থেকে অনুসরণ করেছি,
তখন থেকে আমার অন্তর বিচ্ছেদের ব্যথায় ব্যথিত।
মকবুল (গ্রন্থকার) সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে জগতের রহমত
জনাব গাউছে মাইজভাণ্ডারের (কঃ) শুভ দৃষ্টি প্রত্যাশী।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত রুহুল আরেফীন, ফখরুল মুতাকাদ্দেমীন ওয়াল মুতাখখেরীন, সুলতানুল মুকার্‌রেবীন, মওলায়ে আলম, গাউছিল্লাহিল আযম মাইজভাণ্ডারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর পবিত্র জন্ম স্থান হল বঙ্গ প্রদেশের আওতাধীন সম্মানীত শহর ইসলামাবাদ শহর ওরফে বরকতময় চট্টগ্রাম শহরের ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত মেহেরবাণীপূর্ণ বাগান মাইজভাণ্ডার শরীফ। বন্ধুগণ! **চট্টগ্রাম শরীফ ঐ সম্মানিত শহর** যেখানে হাজার হাজার আউলিয়া কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বেলায়তে ওজমার নেয়ামত দ্বারা নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছিলন। যেখানে শত শত হাজার হাজার খোদার পথে মোজাহেদাকারী আশেক সাধনায় মগ্ন আছেন। যেন চট্টগ্রাম শরীফ হেরা গুহা; যেটি কল্যাণ ও বরকতে ভরপুর। চট্টগ্রাম আ'রেফ আলেমদের স্টেশন। চট্টগ্রাম কামিল মর্যাদাবান ব্যক্তিদের উৎসস্থল। চট্টগ্রাম বুদ্ধিমান ও মেধাবীদের খনি। চট্টগ্রাম দানশীল ও উদার ব্যক্তিদের উৎসস্থল। চট্টগ্রাম ভদ্র ও সুশীলদের ধনাগার। চট্টগ্রাম ফকিরদের আশ্রয় স্থল। চট্টগ্রাম গরীবদের আশ্রয়স্থল। চট্টগ্রাম অস্থিরতার জন্য প্রশান্তির স্থান। চট্টগ্রাম ব্যথাতুর হৃদয়ের আরোগ্যকারী। চট্টগ্রাম তুষ্টির বাগানগুলোর মধ্যে ঈর্ষনীয়। চট্টগ্রাম ফুলবাগান সমূহের মধ্যে ঈর্ষনীয়। বন্ধুগণ!

কবিতাংশ

চট্টগ্রামের প্রশংসা শুনে বেহেশতও আশ্চর্যান্বিত,
চট্টগ্রামের প্রশংসা কেউ যখন বর্ণনা করে।
কলমের লক্ষ মুখের প্রয়োজন প্রশংসার জন্য,
কলমের দুই মুখে চট্টগ্রামের প্রশংসা কি করবে?

গজল

চট্টগ্রামে প্রতি মুহূর্তে রহমতের শুভ সংবাদ বয়ে যাচ্ছে,
চট্টগ্রামে কোন প্রকার পেরেশানি কখনও নেই।
খোদার রহমতের বারি সর্বদা বর্ষিত হচ্ছে,

চট্টগ্রামের উপর আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে।
চট্টগ্রামের প্রতিটি জায়গায় আউলিয়া কেরাম বিদ্যমান,
চট্টগ্রামে নবীর (দঃ)ও পদচিহ্ন রয়েছে।
অধিকাংশ আউলিয়া কেরামদের আস্তানা এখানে রয়েছে,
সমস্ত অনারব চট্টগ্রামের জন্য গর্ববোধ করে।
অজ্ঞতার অন্ধকার কেউ কি এখানে দেখেছে?
জ্ঞানের প্রদীপ দ্বারা চট্টগ্রাম সর্বদা আলোকিত।
জেনে রাখ! হেদায়তের প্রদীপ দ্বারা চট্টগ্রাম সর্বদা আলোকিত,
জ্ঞান ও আমল উভয়টি চট্টগ্রামে রয়েছে।
প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম এখানে স্বাধীনভাবে পালন করে,
ধর্ম পালনে চট্টগ্রামবাসী অত্যন্ত সুদৃঢ়।
'তাবুতে অবস্থানকারিনী হুরগণ' এর ইংগিত সূচক কথায় সর্বদা ইহা বলে,
চট্টগ্রাম হল শুভ চন্দ্রতুল্য প্রেমাস্পদ।
কেউ যদি কামনা করে স্বীয় পাপ মুক্তির,
সে যেন চট্টগ্রামের পাপ মুক্তির শরাব পান করে।
যে কেউ যদি ন্যায়নীতির ভিত্তিতে বিচার করে, তাহলে দেখবে যে,
চট্টগ্রাম সম্পর্কে কোন সমালোচনা পাবে না।
(চট্টগ্রাম) সবার সতেজ বক্ষে ঈর্ষার চিহ্ন রেখে যায়,
চট্টগ্রামের পানি ও বাতাস যা কিছু দেখ একেবারে নির্মল।
বাতেনী সৌন্দর্য্যের দিক থেকে কখনো কি অন্য কোনটি
চট্টগ্রামের জান্নাত তুল্য বাগানের সমকক্ষ হবে?
চট্টগ্রামের নিয়ামতপূর্ণ বাগানের পানির ঝর্ণা সমূহের পানি সবটাই সুপেয় ও সুস্বাদু,
যেন সালসাবিল (বেহেশতের একটি ঝর্ণার নাম)।
মকবুলের (গ্রন্থকার) মতে, যখন থেকে চট্টগ্রাম গাউছে আজমের আবাসস্থল হল,
তখন থেকে চট্টগ্রাম জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্যে ঈর্ষনীয় হল।

বিশেষত: **মাইজভাণ্ডার শরীফের পবিত্র মাটির শরাফত** স্বত:প্রকাশিত এবং ইহার বর্ণনা প্রশংসার বাইরে। যদি কেউ অন্তরের ব্যথায় আক্রান্ত, তাহলে নিশ্চিতভাবে মাইজভাণ্ডারের ধূলাবালি তার জন্য আরোগ্য। আর যার অন্তরের চোখ আল্লাহ্‌র মা'রেফতের নুর দর্শনে অন্ধ, মাইজভাণ্ডার শরীফের পবিত্র মাটি তার জন্য তুর পর্বতের তাজাল্লীর সুরমা বিশেষ। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি কেমন? ইহা বক্ষের ব্যথার জন্য আরোগ্য ও ঔষধ স্বরূপ। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি কেমন? ইহা আল্লাহ্‌র নুরের ধনাগার। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি কেমন? খোদায়ী রহস্যের ধনভাণ্ডার। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি কেমন?

ইহা হিংসা-বিদ্বেষ দূরকারী। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি কেমন? ইহা মা'রেফাতের সিংহাসনের সিঁড়ি। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি কেমন? ইহা মক্কা ও মদীনা শরীফের রহস্যাদির নিগূঢ় তত্ত্ব। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি কেমন? ইহা-'আমি গুপ্ত ছিলাম'- এই বাণীরই গুপ্তধন।

মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি কেমন? ইহা অসীম ক্ষমতার নিগূঢ় তত্ত্বের ধনাগার। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি কেমন? ইহা ঐশ্বরিক জলওয়ার স্থান। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি কেমন? ইহা মাহুতিয়া (অসীম) তজল্লীর বিকাশ। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি কেমন? ইহা বাহুতিয়া (আশ্চর্যান্বিত) হাকিকতের নূর। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি কেমন? ইহা প্রত্যেক পানীয় ও ফুলের জন্য কিমিয়া (পরশ মনি)। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি কেমন? ইহা প্রত্যেক প্রাণ ও অন্তরের পূর্ণ চন্দ্র। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি কী বস্তু? ইহা হেদায়তের উত্তরাধিকারীর স্থান এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্য করার স্থান। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি কেমন? ইহা রহমতের ঠাণ্ডা হাওয়া। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি খোদায়ী কুদরতের রহস্য। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি খোদায়ী হেকমতের নুর। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি নবুওতের হেকমতের গোপন রহস্য। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি তৌহিদের গভীর রহস্যাবৃত। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি একত্ববাদের বিন্দু বিশেষ। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি পরিপূর্ণ উদ্দিষ্ট বস্তু। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটি প্রত্যেক প্রেমাকূল বুলবুলি পাখির পুষ্প বিশেষ। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাটির গুণর্কীর্তন করতে গিয়ে কলমের ভাষা চূর্ণবিচুর্ণ। আর প্রশংসা সামনে এগিয়ে নেওয়া মরুপ্রান্তরে নিখোঁজ হওয়ার মত। ঘরে যদি কেউ থাকে, তাহলে তাকে এই একটি ইশারায় যথেষ্ট।

গজল

মাইজভাণ্ডারের পবিত্র মাটির কি গুণকীর্তন আমি লিখব,
কিভাবে ছোট পাত্রে কেউ রাজ-রহস্যের সমুদ্রকে ভরতে পারবে?
মাইজভাণ্ডারের মাটি খোদার রহস্যের দর্পন,
এই দরবারের প্রতিটি কণা খোদার কুদরতের ঝলওয়া (দ্যুতি)।
সিনাই পর্বতের মাটি যদিও সর্ব সাধারণের জন্য সুরমা পরিণত হয়েছে,
আর ইহার (মাইজভাণ্ডার) মাটি চাক্ষুষ্মানদের চোখের সুরমা।
পৃথিবী সৃষ্টি দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা কি জানা আছে,
মাইজভাণ্ডারের বরকতময় ফাটা মাটি আউলিয়া দরবেশদের আস্তানা।
মাইজভাণ্ডারের মাটির রয়েছে উর্বরতা ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উওরাধিকারী স্বত্ত্ব,
বরং উহার প্রতিটি কণা খোদার রাজ-রহস্যের কিমিয়া (পরশমনি)।
পথহারা অন্ধ চোখাদের জন্য নিশ্চিতভাবে

মাইজভাণ্ডারের মাটি নুরের তাম্র গর্ভ।
মকবুলের কলম মাইজভাণ্ডারের মাটির প্রশংসা করতে অপারগ,
কেননা প্রশংসাকারীর প্রশংসা থেকে মাইজভাণ্ডারের মর্তবা (মর্যাদা) শ্রেষ্ঠ।

হযরত গাউছুল্লাহিল আজম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর বুজুর্গ পরহেজগার পিতার সম্মানিত সুমহান নাম হল জনাব শাহ সুফি সৈয়দ মতিউল্লাহ ছাহেব (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এবং তাঁর মেহেরবান মাতা, যমানার ফাতেমা ও খোদার দরবারে মকবুল জননীর নাম মোছাম্মৎ হযরত খায়রুন্নেসা (রহমতুল্লাহে আলাইহা)। খায়রুন্নেসা হযরত ফাতেমা যাহরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর দিকে ইঙ্গিতবহ। হযরত সুলতান জিলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর সম্মানিত মাতার নাম দ্বিতীয় ফাতেমা ছিল। আর কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার মাতার নাম অনুসারে আহবান করা হবে।

গোপন থাকেনা যে, যে সময় গাউছিয়তের মহা সমুদ্র পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে মাতার গর্ভাশয়ে স্থানান্তরিত হলেন এবং তাঁর জন্মের বরকতময় নিদর্শনসমূহ নিকটবর্তী হল, রূহজগত ও বস্তুজগতে তাঁর অভিনন্দনের ধূমধাম সৃষ্টি হল। আল্লাহ্‌র দরবারের ফেরেশতাগণের সমাবেশে তাঁর আগমণের চর্চা শুরু হল। আগমণের অনন্দে তাসবীহ পাঠের গলগল শব্দ আসমানের সীমানা থেকে যমীনের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তাঁর আগমনের কারণে বস্তুজগতের প্রদেশ সমূহ সফলতার টুংটাং শব্দে আসমানী জগতে স্বাচছন্দ্যের প্রভাব পরিপূর্ণ করে দিল। উদ্দেশ্য অর্জনের সংশ্লিষ্ট নিদর্শন সমূহ প্রত্যেক বৃদ্ধ, যুবকদের অবস্থার প্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট হয়ে পড়ল। দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী মুমীনদের ললাটের ঈমানী নুর থেকে দ্বিপ্রহরের সূর্য সদৃশ্য শক্তিশালী ধর্মের অবয়ব, সৌন্দর্য্যমণ্ডিত গোলাপফুলের ন্যায় সত্যবাদিতা এবং ঈমানের সৌন্দর্যে পরিণত হল। তাঁর আগমন উপলক্ষে দুঃখের ঘর ও দীর্ঘ বিরহ-বিচ্ছেদে ভারাক্রান্ত প্রেমিকগণ তাঁর দর্শনের বাঞ্চিত আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাঁর আগমন উপলক্ষে বিচ্ছেদ বিরহে শোকার্ত ও ক্লান্ত মঞ্জিল সমূহ তাঁর পরিপূর্ণ সৌন্দয্য দর্শনের অপেক্ষায় আনন্দোৎসবের ঘরে পরিণত হল।

জগতে জগতে আনন্দের সাথে মঠ ও অন্দর মহলে বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণ তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্য রঙ্গিন শরাবে ও 'আগমন আগমন' শব্দের মধুর সম্ভাষণে প্রহর গুণতে লাগল। বিশ্ব চরাচরে সিক্ত ভাষায় ফুল, তৃণ, বুলবুলি পাখিসহ সবাই তাঁর শুভাগমনের সংগীতের বৃষ্টি বইয়ে দিল। তাঁর 'আগমন আগমন' শব্দে গান গাইতে লাগল। মিষ্টি ভাষায় বলতে হয় যে, সুবাহানাল্লাহিল আজিম (পবিত্র মহান আল্লাহ)। ইহা কেমন বরকতময় ও সৌভাগ্যের দিন

এসে গেল যে, পৃথিবীর মধ্যে মধুকাল (বসন্ত) এসে গেল। ভোরের হাওয়া প্রেমাস্পদের দর্শনের সংবাদ নিয়ে এল । হৃদয়ের কুড়ি উম্মেলিত হল। বাঞ্ছিত পুষ্প কলকল করে হেঁসে উঠল।

আশার বাতাস টিউলিপ ফুলের প্রাণকে ফুলে ফলে ভরে দিল। ইহা অনাদিকাল হতে তাঁরই অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে রোমাঞ্চিত হয়ে প্রহর গুনছে। সেই সময় হতে উহার প্রতিটি উষ্ণতা তাঁরই আগমনের অভিনন্দনের বার্তা নিয়ে নার্গিস ফুলের অবয়ব ও কর্ণ ধারণ করে প্রহর গুনছে। তাঁরই শুভ অপেক্ষায় ইহা তার সমস্ত অঙ্গ জুড়ে চক্ষু ধারণ করে যেন একটি বাগানে পরিণত হল। সবার কাছে ইহাই চর্চা হতে লাগল যে, হযরত মাহবুবে খোদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এখন দুনিয়ায় আগমন করতেছেন। সবার মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল যে, হযরত মাশুকে ইলাহী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এখন পৃথিবীতে আগমন করতেছেন। উদ্ভিদসমূহ, জড় বস্তু ও জীবজন্তুদের পরস্পরে নিজেদের ভাষায় ইহা আলোচনা করতেছে যে, হযরত কুতুবুল্লাহিল আকরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পৃথিবীর সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য আগমন করছেন। আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) এঁর সম্মানিত সমাবেশ সমূহে তাঁরই আলোচনা চলতেছে। পূণ্যবানদের সম্মানিত মাহফিল সমূহে তাঁর এই আলোচনা হচ্ছে যে, শীঘ্রই হযরত মাহবুবে হক, নুরে আলম, হযরত ফরদুল্লাহিল আফখম, গাউছিল্লাহিল আজম মাইজভাণ্ডারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পৃথিবীতে আগমন করতেছেন। পৃথিবীর বাগান সমূহ তাঁর বরকতময় আগমন উপলক্ষে পানি দ্বারা সুশোভিত হচ্ছে। পৃথিবী বাসীর আকাংখার বিষয় সমূহ তাঁর হেদায়তের ফয়েজের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম ফুলে ফুলে ভরে যাচ্ছে।

হযরত গাউছুল আজম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর আগমনে অভিনন্দন জানানো প্রসঙ্গে এই কসিদা (প্রশংসাগীতি)

সবুজ ঘাসের সমারোহে বসন্ত এসেছে, বুলবুলি পাখি ও ফুল পরস্পর কথা-বার্তায় সিক্ত হচ্ছে। তাঁর আগমন উপলক্ষে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হচ্ছে। অন্দর মহলের বৃদ্ধ ও মঠের ব্রাহ্মণও আনন্দে আত্মহারা। প্রত্যেক দিক থেকে নারী ও পুরুষ পূণ্যবানদের বলতেছে যে, আপনারা এই কথা বলে দিন যে, ফুলের ঋতু কুঞ্চিত হয়েছে। যদি অফুরন্ত যৌবন পেতে চাও, তাহলে তাঁর প্রেমে দেহ ও মনকে আনন্দে মাতোয়ারা করে নাও। ঐ কোমল দেহ, তাঁর কোঁকড়ানো চুল সমেত ও কুঞ্চিত শরীরের অধিকারী সবার চেয়ে উজ্জ্বল ও সতেজ। যার দ্বারা দেহ ও মন প্রদীপের মত আলোকিত। পানির ফোয়ারা বা জলাধার সেই সুন্দর চেহারাতে উজ্জ্বল। তাঁর সৌন্দর্য্যে যুগ বা কাল সুন্দররূপে উদ্ভাসিত। প্রত্যেক

দিকে আজ হৈ হুল্লোড়। কালের অস্থিরতার উম্মাদনা তাঁর প্রতি ভালবাসাপূর্ণ অনুরাগ ও প্রাণোচ্ছলতায় দগ্ধ হয়ে গেল। তাঁর প্রতি মন-প্রাণ উৎসর্গীত। সুগন্ধময় ফুল বাগানের বুলবুলি পাখি ফুলের সাথে একত্রিত হয়ে পরস্পর কথাবার্তার যে ধুমধাম ধ্বনি করতেছে তার আওয়াজ আমার কাছে আসতেছে। এখন ঐ মহান সুপরিচিত মহাপুরুষ আসতেছে। ঐ মযার্দাবান ও সম্মানিত অগমন করতেছে। ঐ গোলাপ ফুল সদৃশ অবয়বধারী, ঐ খোদার সত্তার ছায়া ও নুরে মোস্তাফার আয়না আসতেছে। ঐ নবীদের চক্ষু, আউলিয়াদের চক্ষু ও প্রদীপ আগমন করতেছে। ঐ সুউচ্চ গ্রহের সূর্য আগমন করতেছে। ঐ নির্বাচিত কক্ষের চন্দ্র আগমন করতেছে। ঐ গাউছে হক বদান্যতার সমুদ্র আগমন করতেছেন। তিনি অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্যের বিকাশস্থল আগমন করতেছেন। তিনি দুই জাহানের বাদশাহ আগমন করতেছেন। তিনি মকবুলদের (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি প্রাপ্ত) কেবলা স্থল আগমন করতেছেন। তিনি প্রেমিকদের কা'বা আগমন করতেছেন। তিনি সুস্পষ্ট ফয়েজ আগমন করতেছেন।

মানব ও জীনদের পথ প্রদর্শক আগমন করতেছেন। তিনি অসহায়দের সাহায্যকারী আগমন করতেছেন। তিনি প্রেমিকদের প্রাণের প্রাণ, চোখের আলোক ও পাক পাঞ্জাতন আগমন করতেছেন। তিনি খোদার নুর আগমন করতেছেন। তিনি 'সৃষ্টিকূলের মধ্যে উত্তম' আগমন করেতেছেন। তিনি বদান্যতার সমুদ্র আগমন করতেছেন। তিনি দানশীল আগমন করতেছেন। তিনি হেদায়তের নক্ষত্র আগমন করতেছেন। তিনি অন্ধকারের পূর্ণ চন্দ্র আগমন করতেছেন। তিনি উষার সূর্য আগমন করতেছেন। তিনি যুগের বাদশাহ আগমন করতেছেন। তিনি গুপ্ত রহস্যধারী আগমন করতেছেন। তিনি দিবালোকের মধ্যমণি আগমন করতেছেন। তিনি যমানার গর্ব আগমন করতেছেন। তিনি বাদশাহদের বাদশাহ আগমন করতেছেন। তিনি পবিত্র রূহ আগমন করতেছেন।

তিনি জগতের প্রাণ আগমন করতেছেন। তিনি প্রাণের প্রেমাস্পদ আগমন করতেছেন। তিনি দেহের বাঞ্ছিত আগমন করতেছেন। তিনি ধর্মের সুলতান আগমন করতেছেন। তিনি পৃথিবীর বাদশাহ আগমন করতেছেন। তিনি হোসাইনের চন্দ্র আগমন করতেছেন। তিনি আইনুল ইয়াকীন (চাক্ষুষ বিশ্বাস) আগমন করতেছেন। তিনি সিংহাসনের অধিকারী আগমন করতেছেন। তিনি অন্তরের বাসিন্দা আগমন করতেছেন। এখন তিনি খোদার প্রেমাস্পদ অনুগ্রহকারী আগমন করতেছেন। এখন তিনি প্রেমিক আগমন করতেছেন। এখন তিনি দর্শনীয় চন্দ্র আগমন করতেছেন। এখন তিনি খুশির উপলক্ষ আগমন করতেছেন। এখন তিনি পথ প্রদর্শক আগমন করতেছেন। তিনি

গোলাপের ন্যায় অবয়বধারী আগমন করতেছেন। তিনি আলোকিত সূর্য আগমন করতেছেন। সেই কারণে সু-স্বাগতম ও মারহাবা জ্ঞাপন করছি। হে প্রাণসমূহ ও পৃথিবীর প্রাণ! হে ব্যাথাতুর হৃদয়ের সান্ত্বনা! হে গুপ্ত ব্যাথার প্রতিষেধক! হে প্রেমিকদের শান্তি, হৃদয়ের মধ্যমণি ও খোদার মকবুল, চিরন্তন আনন্দের উপলক্ষ আগমন করতেছেন। আর এখানে নুরের প্রদীপ যেন উদ্ভাসিত হচ্ছে। অতএব, যখন তাঁর গর্ভধারণের নয় মাসের সময় পূর্ণ হল। ১২৪৪ হিজরী সাল মোতাবেক ১১৮৮ মঘী, বাংলা মাসের ১লা মাঘ রোজ বুধবার যোহর ওয়াক্তের সময় বিকাল ২ঘটিকায় পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের অধিকারী অতীব মনোহর (গাউছে পাক) পৃথিবীর বুকে আগমন করেন এবং অবয়বের সৌন্দর্য্যের নূরে সমগ্র বিশ্বভূবনকে আলোকিত করে দিলেন।

কবিতা

এখন গাউছে খোদা জন্মগ্রহণ করেছেন-তাঁর সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হও।
যে ব্যক্তি তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াল- তার অন্তরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হল।

ক্বিয়াম (দণ্ডায়মান) অবস্থায় সালাম পেশ করা

সালাম, হে মা'রেফতের মহাকাশ,
সালাম, হে সম্মানিত আরশের প্রদীপ।
সালাম, হে গাউছিয়তের সূর্য,
সালাম, হে কুতুবিয়তের চন্দ্রালোক।
সালাম, একত্ববাদ সত্তার নুর (আলো),
সালাম, হে প্রেমময়তার দর্পন।
সালাম, হে অদৃশ্যের অদৃশ্যের আ'রেফ,
সালাম, হে সম্ভাব্য ও অপরিহার্য সত্তার রাজ-রহস্য।
সালাম, নবীদের (আলাইহিস্সালাম) চোখের আলো,
সালাম, হে আউলিয়াদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) বাদশা।
সালাম, হে সূফীদের অগ্রনায়ক,
সালাম, হে খোদাভীরুদের ইমাম।
সালাম, হে খোদার গোপন রহস্য,
সালাম, হে গোপন রহস্য ও হেদায়তের বুলবুল পাখি।
সালাম, হে আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন সমূহের প্রকাশস্থল,
সালাম, হে হক তায়ালার জলওয়ার (জ্যোতি) দর্পন।
সালাম, হে অপরিহার্য সত্তার (আল্লাহ) গোপন রহস্যের উৎস,
সালাম, হে শুহুদী (দর্শন) সমুদ্রের ডুবুরী।
সালাম, হে দ্বীনের সৌন্দর্য্যের আনন্দ,

সালাম, হে সুদৃঢ় পথের পথ প্রদর্শক।
সালাম, হে পূর্ণতার দ্বার সমূহের কেন্দ্র,
সালাম, হে উত্তম স্বভাবের প্রকাশস্থল।
সালাম, হে সৌন্দর্য্যের ও উত্তম চরিত্রের উৎস,
সালাম, হে অবস্থাদির গোপন রহস্যের ব্যপারে ওয়াকিফহাল।
সালাম, হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের বরযখ (আড়াল),
সালাম, হে বদান্যতার নুরের উৎস।
সালাম, হে পূর্ণ ফয়জের উৎস,
সালাম, হে সহনশীলতা ও অনুগ্রহের প্রকাশস্থল।
সালাম, হে ন্যায়-পরায়ণতার প্রতিক,
সালাম, হে সুমহান গোপন রহস্যের ধারক।
সালাম, হে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালার রহমত,
সালাম, হে অনুগ্রহকারী আল্লাহ্‌র নিয়ামত।
সালাম, হে ইশক (প্রেম); তুমি আমার ঈমান,
সালাম, হে আমার অন্তরে ব্যথার আরোগ্যকারী।
সালাম, হে আমার আশ্রয়স্থল,
সালাম, হে তোমার আস্তানার প্রতি; যেটি আমার আশ্রয়স্থল।
সালাম, হে তাওহীদের রাজ-রহস্য, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক,
সালাম, হে বহুত্ববাদের রাজ-রহস্য, তোমার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক।
সালাম, হে আমার প্রশান্তি, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক,
সালাম, হে আমার জন্য নিয়ামত, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।
সালাম, হে ইলমে লুদুন্নীর সমুদ্র,
আমি তোমার গুনাগুণ কিভাবে বর্ণনা করব, তা জানি না ।
সালাম, তোমার প্রাচুর্য্যপূর্ণ বন্ধুত্বের প্রতি,
আমি তোমার দরগাহের কুকুর, তোমার দ্বারে দাঁড়িয়ে আছি।
আমি অসহায় বেচারা-তুমি হলে মুনিব,
আর আমি তোমার গোলাম।
আমার মত তোমার অনেক গোলাম রয়েছে,
তোমার মত দয়ালু মালিক আমি পাই না।
ইশকের ব্যাথায় জর্জরিত, তুমি আমার ব্যাথা দূরকারী,
আমার প্রাণ বিচ্ছেদের কাঁটায় অবসন্ন।
হে অনুগ্রহকারী ও দাতা! যদি তুমি আমাকে মিলনের শরবত দ্বারা সিক্ত না কর,
তাহলে বিচ্ছেদের তরবারি প্রতি মুহুর্তে আমাকে কেটে দুইভাগে বিভক্ত করে দিবে।

হে গাউছে আজম, আমার কর্ম নষ্ট হয়ে গেল,
তুমি মকবুলের দিকে একটি শুভ দৃষ্টি দান কর।

ক্বিয়াম (দণ্ডায়মান) অবস্থায় আরবী কবিতা পাঠ

হে আমাদের গাউছ, তোমার কাছে রয়েছে সফলতা, আমরা তোমার দিকে আগুয়ান।
তোমার উপর নিরন্তর আল্লাহ্‌র দরুদ (শান্তি) বর্ষিত হোক।
হে আল্লাহ্‌র প্রিয় বন্ধু, হে অনুগ্রহকারী বন্ধু।
তোমার উপর আমাদের সালাম সর্বাবস্থায় ও প্রাচুর্য্যের সময়।
তুমি হলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে গাউছুল আজম,
তুমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুমহান কুতুব।
তুমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সম্মানিত ব্যক্তি- তোমার আগমন শুভ হোক।
তুমি হলে উদ্দেশ্যের কিবলা- তুমি হলে গুরুত্বপূর্ণ কা'বা।
তুমি সুউচ্চ মকামের (স্তর) অধিকারী- তুমি পরকালের অনুসন্ধানী।
তুমি উদারতা ও বদন্যতার ধণাগার- তুমি বিশ্বস্থতার ধনভাণ্ডার।
তুমি লজ্জাশীলতার উৎস- তুমি পূর্ণতার উৎস।
তুমি সম্মানের অধিকারী- তুমি জগত সমূহের রহমত।
তুমি করুণার প্রকাশস্থল- তুমি সুমহান মর্যাদার অধিকারী।
তুমি শুরু ও শেষ সবার জন্য পথপ্রদর্শক।
তুমি হৃদয়ের আলো- হে সম্মানিত অনুগ্রহকারী।
তুমি উচচ মর্যাদার অধিকারী- তুমি উচ্চ স্তর সমূহের সমাবেশকারী।
যে সমস্ত প্রশংসিত স্বভাব সমূহ বর্ণিত হয়েছে প্রকাশ্যভাবে (তা তোমার মধ্যে বিদ্যমান),
হে প্রশংসিত স্বভাবের অধিকারী।
তুমি হেদায়তের সূর্য- তুমি প্রশংসিত সূচনার অধিকারী।
তুমি সৌভাগ্যমণ্ডিত শেষ পরিণতির অধিকারী- তুমি প্রশংসিত কর্মের অধিকারী।
তুমি আমাদের সম্মানিত গাউছ- তুমি আমাদের সম্মানিত কুতুব।
তুমি আমাদের সুমহান ব্যক্তি- তুমি গোলামদের মুনিব।
তুমি আমাদের আলোকদানকারী সূর্য- তুমি আমাদের আলোকিতকারী পূর্ণ চন্দ্র।
তুমি নক্ষত্র ও নতুন চাঁদের মত আমাদের দৃশ্যমান প্রদীপ।
হে প্রিয় বন্ধু! তোমার সাক্ষাতের আশায় আমি অনেক দিন ধরে রোগাক্রান্ত।
আমি তোমার দ্বারে অপেক্ষমান দাঁড়িয়ে আছি,
হে অন্তরের রোগ দূরীভূতকারী।
আমি তোমার ইশকের শরাবের তৃষ্ণায় তৃষ্ণাতুর,
তোমার অনুগ্রহ প্রকৃতপক্ষে তৃষ্ণা নিবারণকারী।
তোমার ওষ্ঠে রয়েছে অমৃত-তুমি প্রবল তৃষ্ণাতুরদের তৃষ্ণা নিবারণকারী।

হে জগতসমূহের ত্রাণকর্তা, হে মুমীনদের আমীর (সম্রাট)।
হে মুসলমানদের ইমাম, তুমি মহল সমূহের সৌন্দর্য।
তুমি সুউচ্চ মকামের অধিকারী- তুমি আমার সত্তা ও গুনাবলী।
তুমি আমার জীবন ও মৃত্যু- তুমি বিষাদ সমূহের জন্য সাহায্যকারী।
তুমি উদ্দেশ্য সমূহের কিবলা- তোমার দিকে আমরা দ্রুত গতিতে আগুয়ান।
তুমি উভয় জাহানে একমাত্র উদ্দেশ্য- তুমি মকবুলের মালিক।

অভিনন্দন জ্ঞাপন ও জন্মের বৃত্তান্ত বর্ণনায় গজল

শত অভিনন্দন তাঁর শুভাগমনে, হে আল্লাহ আপনি গাউছে খোদার উপর রহমত বর্ষণ করুন,
জগতের প্রাণ ও বিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতাকামীদের কিবলা শুভাগমন করেছেন।
শত অভিনন্দন, সুমহান আরশের সূর্য জন্মগ্রহণ করেছেন,
পৃথিবীতে এখন খোদার শান-শওকতের দীপ্তি শুভাগমন করেছেন।
আজ দুনিয়ার ফুল বাগানে খোদার রাজ-রহস্য ও তাঁর মনোনীত বান্দা জন্মলাভ করেছেন,
দুনিয়াতে আজ হেদায়ত অঙ্গনের প্রদীপ শুভাগমন করেছেন।
যে সৌন্দর্য্যের একটি প্রণয়পূর্ণ ভঙ্গি নিশ্চিতভাবে উভয় জগতে কাম্য,
সেই সিংহাসনের অধিপতি মান-অভিমানের অধিকারী ও কমনীয় ভঙ্গির লাজুক প্রেমাস্পদ শুভাগমন করেছেন।
যাঁর প্রতীক্ষায় সর্বদা প্রহর গুনত লওহ, কলম, আরশ ও ভূপৃষ্ঠ,
পৃথিবীতে আজ সেই সন্তুষ্টির ফুল বাগানের অধিপতি জন্মগ্রহণ করেছেন।
উভয় জগত যাঁর পা মোবারকের পাদুকা বিশেষ,
পৃথিবীতে আজ সুমহান রাজ্যের অধিপতি শুভাগমন করেছেন।
নবী (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর দ্বীনের নতুন জীবন যার শুভ দৃষ্টির ফয়েজ থেকে উৎসারিত, পৃথিবীতে আজ সেই মোস্তাফা (দঃ) এঁর ধর্মের আত্মা শুভাগমন করেছেন।
যার শুভ দৃষ্টির ফয়েজ দ্বারা সৃষ্টির প্রয়োজন পূর্ণ হয়,
আজ পৃথিবীতে সেই প্রয়োজন পূর্ণকারী শুভাগমন করেছেন ।
যাঁর সামান্য শুভ দৃষ্টিতে সৃষ্টির সমস্যা সমাধান হয়,
আজ দুনিয়াতে সেই সমস্যা সমাধানকারী জন্মগ্রহণ করেছেন।
পৃথিবীর অস্তিত্ব যাঁর বদান্যতার সমুদ্রের একটি বিন্দু,
আজ পৃথিবীতে সেই বদান্যতার সমুদ্র জন্মগ্রহণ করেছেন।
যাঁর শুভ দৃষ্টির ফয়েজ দ্বারা মৃত অন্তর জীবন লাভ করল,
দুনিয়াতে আজ সেই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ঈসা (আঃ) শুভাগমন করেছেন।
যাঁর সৌন্দর্য্যের গড়ন গাউছিয়তের পোশাক দ্বারা সুসজ্জিত,

আজ পৃথিবীতে সেই সৌন্দর্য্যের পোশাকধারী শুভাগমন করেছেন।
যাঁর উজ্জ্বল চেহারা দ্বারা সর্বদা পৃথিবী আলোকিত,
আজ পৃথিবীতে সেই ঊষার সূর্য শুভাগমন করেছেন।
যখন আগমন! আগমন! ধ্বনির ধুমধাম শব্দ চতুর্দিকে উচ্চারিত হল,
তখন আরশ থেকে শুভ সংবাদ এল যে, হেদায়তের প্রদীপ শুভাগমন করেছেন।
মকবুল (গ্রন্থকার) তাঁর জন্ম সাল যেটি মনে মনে ভেবেছিল,
যখন আউলিয়াদের অগ্রনায়ক গাউছে খোদা শুভাগমন করেছেন।
আকস্মাৎ হযরত জিবরাইল (আলাইহিমুস্সালাম) এইভাবে শুভ সংবাদ শুনাল,
অতএব, কা'বার জানের কিবলা ও খোদার গুপ্ত রহস্য জন্মগ্রহণ করেছেন।

জন্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় ও অভিনন্দন জ্ঞাপনের সাথে অন্তর্ভূক্ত অপর গজল

সম্মানিত ও সুমহান আরশের সূর্য জন্মগ্রহণ করেছেন,
মানব আকৃতিতে খোদার গুপ্ত রহস্য শুভাগমন করেছেন।
আরশ, যমীন ও সুউচ্চ আকাশ যাঁর কামনায় ছিল,
আজ সেই সন্তুষ্টির ফুল বাগানের সম্রাট শুভাগমন করেছেন।
আহমদ রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবীদের (আলাইহিমুস্সালাম)
মধ্যে যাঁর ব্যপারে গর্ব করতেন,
আজই সেই পরিচ্ছন্নতাকামী ও বিশুদ্ধতাকামীদের মনোনীত ব্যক্তি শুভাগমন করেছেন।
ঈর্ষায় যাঁর বক্ষে কালো দাগ পড়েছে,
আজ পৃথিবীতে সেই নবীদের ঈর্ষার পাত্র শুভাগমন করেছেন।
যুগের আউলিয়াগণ যাঁর খেদমতের চিহ্ন ধারণ করেন,
আজ সেই সমস্ত আউলিয়াদের রাজ-রহস্যের আধার শুভাগমন করেছেন।
যাঁর বরকতে যমীন ও আসমান দাঁড়িয়ে আছে,
আজ তিনি সেই যমীন ও আসমানের সু-স্থির থাকার কারণ শুভাগমন করেছেন।
যাঁর ব্যাপক অনুগ্রহে মুহূর্তেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়,
আজ দুনিয়াতে সেই প্রয়োজন পূরণকারী জন্মগ্রহণ করেছেন।
যাঁর একটি শুভদৃষ্টিতে মাটি পূর্ণ মুষ্ঠি স্বর্ণে পরিণত হয়,
পার্থিব জগতে আজ সেই কিমিয়া (পরশমনি) শুভাগমন করেছেন।
যাঁর সমুজ্জ্বল চেহারার আলো দ্বারা পৃথিবী আলোকিত,
আজ পৃথিবীতে সেই হেদায়তের প্রদীপ জন্মগ্রহণ করেছেন।
মকবুলের (গ্রন্থকার) অন্তরে তাঁর জন্ম সনের ব্যপারে চিন্তা ভাবনা ছিল,
যখন পার্থিব জগতে গাউছে খোদা শুভাগমন করেছেন।
হযরত জিব্রাঈল (আলাইহিমুস্সালাম), আরশ ও কুরসি সবাই সমস্বরে বলে উঠল,
প্রাণের কা'বা, হেদায়তকারীদের ঈর্ষা ও অহংকার জন্মগ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় ফরতু : তাঁর নাম মোবারকের আলোচনা এবং তাঁর স্তন্যপান সময়কালের অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গ

সমস্ত প্রশংসা ও কাকুতি-মিনতি আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ তায়ালা-স্বীয় সীমাহীন অনুগ্রহ ও অফুরন্ত মেহেরবানীর ছায়া স্বীয় খাস মাহবুব গাউছে পাক, হযরত ছাহেবে লওলাকা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর হাবিব (প্রিয় বন্ধু) কে হেদায়তের সূর্য বানিয়ে পৃথিবীতে হেদায়ত ও পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। বস্তুজগতের পথভ্রষ্টতা ও অন্ধকারকে তাঁর অবয়বের নুরানী আলো দ্বারা আলোকিত করেছেন। বরং উর্ধ্বলোকের ফেরেশতাদের সমাবেশকেও আলোকময় করে দিলেন। নয়! নয়! পৃথিবীকে ঈর্ষনীয় কোলাহলে আলমে মালাকুত (উর্ধালোক) বানিয়ে দিয়েছেন। স্বয়ং তিনি (আল্লাহ) এই গাউছিয়ত কুতুবীয়তের পর্দায় ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রেমিক ও পরিশুদ্ধকামীদের আলোকিত করেছেন। পৃথিবীর বাগানকে তাঁর পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি দ্বারা ঈর্ষনীয় স্বর্গে পরিণত করেন। আর পৃথিবী ও উর্ধালোকের সমস্ত নীরব বাসিন্দাদের রং বেরঙ্গের উচ্ছ্বসিত প্রেমকাতরতা দ্বারা পুষ্প তুল্য ইশকের বিকাশ স্থল পৃথিবীকে আবাস স্থল বানিয়ে দিলেন। স্বীয় সম্মানিত হাবিব রাসূলে মুয়াজ্জাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সুমহান নাম ও তাঁর (আল্লাহ) মহান নামকে আশেক (প্রেমিক) ও মাশুক (প্রেমাস্পদ) এর মত পরস্পর মিলিয়ে 'আহমদ উল্লাহ' নামকরণ করেন। পবিত্র সত্তা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় পবিত্র মাহবুব (প্রেমাস্পদ) কে আশেক মাশুকের পরিপূর্ণ প্রকাশস্থল ও উজ্জ্বল দর্পন বানিয়ে দিলেন। انّ الله معنا "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথে আছেন" এই বাণীর রহস্যকে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে উক্ত আয়নাতে প্রকাশিত করেন। এবং ورفعنا لك ذكرك "এবং আমি আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি" এই বাণীর রহস্যকে উক্ত পর্দায় প্রকাশিত করেন। খোদার একত্ববাদের গোপন রহস্য নিম্নোক্ত বাণীতে বিঘোষিত কথা দ্বারা অবহিত।

কবিতা

আহমদ কে খোদা বলো না, আহমদ খোদা নয়,
কিন্তু খোদার নাম থেকে কোনভাবেই পৃথক নয়।

তিনি অবগত ও সচেতন করেছেন।

কবিতা

মাশুকি (প্রেমাস্পদতা)ও আশেকী (প্রেমিকতা) উভয়টি তাঁর মধ্যে রয়েছে।
মাহমুদী (প্রশংসিত) ও হামেদী (প্রশংসাকারী) উভয়টি তাঁর মধ্যে রয়েছে।

পংক্তি

অতএব, তাঁর আহমদ নামটি আল্লাহ্‌র নামের সাথে সংযুক্ত,
অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সুউচ্চ স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

গজল

হে আমার কুঞ্জবনে, হে প্রাণের প্রাণ মাইজভাণ্ডারী,
তোমার বিচ্ছেদে রাতগুলো ভুগছে কতই অস্থিরতায়।
তোমার জ্যোতির্ময় পা দ্বারা আমার বাগানে আলোক দান কর,
তোমার চেহারার ঝলকে সূর্য ও চন্দ্রও মতোয়ারা।
হে আমার প্রিয় সাথী! আমি তোমাকে তারকার চোখ বানাবো,
তবে চোখ ভরে তোমার সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য অবলোকন করব।
হে প্রিয়! তোমার জুলফির পাশে যে ক্ষুদ্র কালো তিল রয়েছে ইহার প্রেমে আমি বন্দী,
আর উভয় জাহান হল বন্দীশালা, এমনকি মুসা (আলাইহিস্‌সালাম) ও সামেরীও
তাতে বন্দী।
হে আমার প্রেমাস্পদ! তুমি মীমের (মীম বর্ণ) অবগুণ্ঠনে নিজেকে খুব গোপন রেখেছ,
উম্মতী রঙ্গে কখনো কখনো পয়গাম্বরী গ্রহণ করেছ।
লায়লার রঙে কখনো কায়সের অন্তরকে তুমি ঘায়েল করেছ,
কখনো শিরীনের মূর্তি ধারণ করে ফরহাদকে দর্শন দিয়েছ।
কখনো আনাল হক (আমি আল্লাহ) বলে দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়েছ,
আবার কখনো মুফতি হয়ে কুফরির ফতোয়া দিয়েছ।
ব্যাকুল মকবুলকে এখন ভবঘুরে পাগল পরিণত করে
হে গাউছুল আজম! তুমি প্রণয়াসক্তি দান করেছ।

আল্লাহ আকবর (আল্লাহ মহান)! কি সম্মানিত নাম! তাঁর চার অক্ষর বিশিষ্ট নাম আলমে হাকিকতের চারটি উপাদান। সুবাহানাল্লাহিল আযিম (মহান পবিত্র আল্লাহ)। কি মহান সম্মানিত নাম! তাঁর নামের প্রথম অক্ষর আলিফ; যেটি মকামে আহদিয়ত (একত্ববাদের স্তর) এর দিকে ইঙ্গিতবহ।

তাবারাকাল্লাহুল করিম (বরকতময় মহান আল্লাহ)। কেমন সুমহান নাম! তাঁর নামের দ্বিতীয় বর্ণ "হায়ে হলক্বি" (ح বর্ণ) যা তাঁর (আল্লাহ) বস্তুজগতের বলয় সমূহের গোপন রহস্যের সংরক্ষক। আল্লাহ আল-জলীল (মহিমান্বিত আল্লাহ); কি মহিমান্বিত নাম! তাঁর নামের 'মীম' বর্ণ অস্তিত্বহীন জগতের বিদ্যমান বৃত্তের প্রবেশ পথ। তাঁর নামের 'দাল' বর্ণটি তাঁর (আল্লাহ) বিদ্যমান দফতরসমূহ (হিসাব সংক্রান্ত খাতা) ওয়াহদাত (একত্ববাদ) এর গোপন রহস্য ও তাঁর অফুরন্ত নেয়ামত সমূহের দলীল। আল্লাহ! আল্লাহ! কত মিষ্টি নাম!

তাঁর নামের প্রথম দু'টি বর্ণ 'আলিফ' ও 'হা' উচ্চারণের সময় উভয় ঠোঁট অধিক আগ্রহে গলা পর্যন্ত খুলে যায়। তাঁর নামের শেষ দুটি বর্ণের মধ্যে 'মীম' বর্ণ উচ্চারণের ক্ষেত্রে দুই ঠোঁটের প্রত্যেকটি অত্যন্ত আনন্দে একত্রিত হয়ে যায়। তাঁর নামের চতুর্থ বর্ণ 'দাল' উচ্চারণের সময় অস্থির হৃদয়ে স্থিরতা ও প্রশান্তি লাভ হয়। যেন কোরআনের নিম্নোক্ত বাণীর মর্মকে অবগত ও সচেতন করানো হয়। আল্লাহ ইরশাদ করেন- "জেনে রাখ যে, আল্লাহ্র স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।" (সূরা রা'দ: ২৮)

গজল

সেই প্রিয়তমের নাম স্মরণ করার সময় ওষ্ঠদ্বয় সাগ্রহে খুলে যায়।
আনন্দে আবার ওষ্ঠদ্বয় একত্রিত হয়- প্রিয়তমের নাম কতই মধুর।
মুখকে মধুময় করে দেয়- প্রিয়তমের প্রিয় নাম।
যেই নামেতে গোলাকার পৃথিবী উৎসর্গিত,
যেই নামের সৌন্দর্য হল আরশ ও আকাশ।
যেই নামের জন্য খোদাতায়ালা অত্যধিক প্রেমাকূল,
অন্তর ও প্রাণ কেন তাতে উৎসর্গ হবে না?
তুমি পৃথিবীর কা'বা- তোমার দিকে সিজদা করাই সময়োচিত।
হযরত জামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) অত্যন্ত সুন্দর লিখেছেন,
তিনি বলেছেন, 'আপনার দিকেই আমরা সিজদা করি'।
তোমার আস্তানার ক্ষুদ্র কণার শান-শওকত সম্পর্কে কেউ কি বুঝেছে?
তোমার আস্তানার ক্ষুদ্র কণা আরশ ও আসমানের তাজ,
যদি ন্যায় দৃষ্টিতে তা বল, তবেই ভাল।
কার এমন মর্যাদা রয়েছে- তোমার কাছে রহমানের ইশক রয়েছে।
মক্তবে তোমার লাজুকতা ও কমনীয় ভঙ্গি তোমার শিক্ষকদের কাছে সুপরিচিত।
প্রণয়ঘটিত মান-অভিমান, লাজুকতা ও কমনীয় ভঙ্গির যে লিখিত ইতিহাস ছিল,
তা তোমার কারণে অপরদের ইতিহাস রহিত হয়ে গেছে।
তুমি কুরআনের শিক্ষা দান কর- হে প্রিয় প্রেমাস্পদ গাউছে খোদা।
মকবুল তোমার ইশকে মরণাপন্ন- তোমার বিরহ বিচ্ছেদে আশ্রয়হীন।
হৃদয়ের মনিকোঠায় তুমি আসন গ্রহণ কর- তুমি বিধ্বস্ত হৃদয়কে আবাদ করে দাও।

প্রকাশ থাকে যে, আমাদের পয়গাম্বর (আলাইহিস্সালাম) দু'টি নামে নামকৃত। তাঁর দু'টি নাম পবিত্র কুরআন শরীফে উল্লেখিত হয়েছে। আয়াত শরীফ "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এ 'মুহাম্মদ' নামটি উল্লেখিত হয়েছে। আর হযরত ঈসা রূহুল্লাহ (আলাইহিস্সালাম) এঁর সুসংবাদের বর্ণনায় তাঁর নাম 'আহমদ' উল্লেখিত হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত দু'টি মোবারক নামের প্রভাবে

বেলায়তের স্তরের মধ্যেও ভিন্নতা দেখা যায়। বেলায়তে মুহাম্মদী তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাহবুবিয়ত (প্রেমময়তা) স্তর থেকে উৎসারিত। কিন্তু সেখানে প্রেমময়তা নিষ্ফল নয়। এখানে প্রেমের একটি সমন্বিত জুশ আছে। যদিও এই মিল-মহব্বত মূলগতভাবে না হয়। তাহলে সেখানে একমাত্র বাঁধা মাহবুবিয়তে সারফ (পরিপূর্ন ভাব বিভোরতা) এর মকাম। আর বেলায়তে আহমদী মাহবুবিয়তে সারফ থেকে (পরিপূর্ণ ভাব-বিভোরতা) নিখুঁতভাবে উৎসারিত ভালবাসা। আর এই স্তরের বেলায়ত পূর্বোক্ত বেলায়ত থেকে এক স্তর অধিক নিকটবর্তী ও উদ্দেশ্যপূর্ণ। ইহা প্রেমিকের কাছে অত্যধিক আকর্ষনীয় । কেননা প্রেমাস্পদ যেই পরিমাণ মাহবুবিয়ত (প্রেমময়তা) স্তরে পরিপূর্ণতা লাভ করেন, তাঁর সেই পরিমাণ অমুখাপেক্ষিতা ও পূর্ণতা লাভ হবে এবং প্রেমিকের দৃষ্টিভঙ্গিতেও অধিক সুন্দর ও রুচিশীল হবেন। আর প্রেমিককে নিজের ক্ষেত্রে বেশি মোহিত ও প্রেমোচ্ছল করে দিবে।

কবিতা

তাঁর রূপের বিপদ (অত্যাধিক ইশক) আমাকে একা গ্রাস করেনি,
আমার অন্তরের এই বিপদকে (অত্যাধিক প্রেম) আমি পরওয়া করি না।

পূর্বোক্ত শে'রে 'বালা' (বিপদ-আপদ) দ্বারা উদ্দেশ্য প্রেমের আধিক্য, আর উদ্দিষ্ট বিষয় হচ্ছে প্রেমিক। সুবহানাল্লাহ! ' আহমদ' আশ্চর্যজনক সুমহান নাম। কেননা ইহা পবিত্র শব্দ احد (আহদ) দ্বারা গঠিত। মীম বর্ণ আল্লাহ তায়ালার গুপ্ত রহস্য। অদৃশ্য জগতে মীম বর্ণটির জায়গা ছিল না। আর দৃশ্যমান জগতে মীম বর্ণ ব্যতিত তাঁর (আল্লাহ) গুপ্ত রহস্য কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? আর অদৃশ্য জগতে 'মীম' বর্ণের জায়গা থাকত তাহলে আল্লাহ তায়ালা ইহার ব্যাখ্যা দান করতেন। আর احد (আহদ) অর্থ হল এক আল্লাহ, তাঁর কোন শরীক নাই। "মীম" বর্ণটি আল্লাহ্‌র দাসত্বের হার বিশেষ। এই বর্ণটি বান্দাহকে মওলা (আল্লাহ) থেকে পৃথক করেছে। অতঃপর বান্দাহ হল ঐ মীম বর্ণটি। আর احد (আহদ) বা একত্ববাদ শব্দটি ইহার (মীম) সম্মানার্থে এসেছে। আর এই মীম বর্ণের প্রকাশস্থল ইহার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খাস ব্যক্তি রাসূল (আলাইহিস্‌সালাম) কে করা হয়েছে।

গজল

আশ্চর্যজনক প্রেমাস্পদ! প্রিয়তমের নাম যখন মুখে উচ্চারিত হয়,
তখন অস্থির হৃদয় ঝটপট প্রাণকে সরিষার মত দগ্ধ করে।
তাঁর কোঁকড়া চুলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমার হৃদয় বিষন্নতায় ভরে যায়,
তখন আকল বা বুদ্ধির শিকলকে এই অস্থির হৃদয় ছিঁড়ে ফেলে।

সেই প্রিয়তমের দিকে যদি একটু তাকাও তাহলে দেখবে তিনি কেমন শান
শওকত প্রদর্শন করেন,
তিনি চেহারার ঝলক দেখিয়ে জগতকে অত্যাধিক প্রেমাকূল করে দেন।
তিনি যে চেহারা দেখান তা যদি বাস্তবে তুমি বুঝতে পার,
তিনি তাঁর চেহারাকে বাহানা বানিয়ে খোদার কুদরতের (ক্ষমতা) দর্পন প্রদর্শন করেন।
তার ভ্রু ও চেহারার দীপ্তি যা কিছু তোমাকে দেখায়,
উহা পবিত্র কুরআন, মসজিদে হারামের মিহরাব ও মসজিদে হারামের
নিদর্শনকে ব্যক্ত করে।
তিনি কেবল উজ্জ্বল শিখা নয়, বরং তিনি উজ্জ্বল শিখার অবগুণ্ঠনে
সবাইকে খলিলুল্লাহ (আল্লাহ্‌র বন্ধু) এর মত অগ্নি উপাসনা শিক্ষা দান করেন।
আরে মূর্খ! তুমি কিভাবে বুঝবে যে, তিনি কেমন গুপ্ত রহস্যের ধনাগার,
হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এঁর মত তিনি তাওহিদের (একত্ববাদ) কথা বলে থাকেন।
তাঁর নিরন্তর পথচলা এবং তাঁর থামিয়ে থামিয়ে কথা বলা
এবং গালির অবগুণ্ঠনে তিনি স্বীয় প্রেমময়তাকে জাগ্রত করে দেন।
হে বাংলার তোতা পাখি!
তুমি প্রেমাস্পদের বুলিতে আমার কণ্ঠে তোমারই গান ধ্বনিত হয়।
হে মাইজভাণ্ডারের গাউছে পাক! তোমার ব্যাকুল মকবুলকে যদি কিছু দেখাও,
তাহলে বাঞ্চিত তোমার পদচুম্বনকে দেখাও।

দৈহিক আকৃতির দিক থেকে এবং বস্তু জগতের প্রকাশভঙ্গি অনুযায়ী তাঁর মোবারক নাম মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আর 'বেলায়ত' এই বরকতময় নাম থেকে উৎসারিত; যেটি আল্লাহর নামের সাথে নিম্নজগতের সাথে সম্পর্ক রাখে। আর এটিকে হাকিকতে মুহাম্মদী হিসেবে নামকরণ করা হয়। আর রূহানী বা আধ্যাত্মিক দিক থেকে যিনি উর্ধ্বালোক ও রূহ জগতের মুরুব্বী তাঁর নাম আহমদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। মানবীয় আকৃতির পূর্বে তিনি আহমদী আকৃতিতে নবী ছিলেন। তাই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন- "আমি তখনই নবী ছিলাম, যখন হযরত আদম (আলাইহিস্‌সালাম) পানি ও মৃত্তিকার মধ্যে ছিলেন।" বেলায়ত এই পবিত্র নাম থেকে উৎসারিত; যেটি সমাবেশকারী শান বিশিষ্ট। যার উৎস ও মূল হল খাস হাকিকতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আলমে নুরানী (আলোক জগত) এর প্রশিক্ষণের জন্য আহমদী হাকিকতধারী ব্যক্তিই উপযুক্ত। আরও উল্লেখ্য যে, কা'বার হাকিকতের সাথে ও আমাদের হযরত গাউছুল্লাহিল আজম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উক্ত সম্মানিত ও সুমহান নামে নামকরণকৃত হওয়ার দ্বারা যেন ইহার দিকে ইঙ্গিতবহ যে, যেমন তাঁর (রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রূহানীয়ত এই বস্তুজগতের প্রধান প্রশিক্ষক হয়ে পানি ও কাদায় বন্দি ভৌতিক দেহের শৃংখল থেকে মুক্তি প্রদান করত: পবিত্র দেহের বৈশিষ্ট্যে সমাসীন করেন। অনুরূপভাবে উর্ধালোকে বসবাসকারী রূহসমূহকেও ফয়জের দৌলত বা সম্পদ দ্বারা সুশোভিত করে দেন।

(বিশ্লেষণকৃত মাসয়ালা এই যে, আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) দৈহিক ও প্রকাশ্য দিক থেকে তারকারাজির প্রভাব ও আলমে মালাকুত (উর্ধালোক) এর ফেরেশতাগণের কর্ম পরিচালনার মুখাপেক্ষী। আর তারকারাজি ও ফেরেশতাগণ নিজ নিজ প্রভাবকে প্রেরণ ও কর্ম পরিচালনায় আউলিয়া কেরামদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) সাহায্যের মুখাপেক্ষী)।

আমাদের হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কখনও কখনও বলতেন, " আমার এক লাখ চব্বিশ হাজার ফেরেশতা আছে"। ইহা নবীদের (আলাইহিস্সালাম) সংখ্যার সমপরিমাণ। যেন এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমার রূহানী ফয়জে একলাখ চব্বিশ হাজার জন মানবীয় কলুষতা ও প্রবৃত্তির অপবিত্রতা থেকে মুক্তি পেয়ে পবিত্র রূহানী আলোকময় সত্তায় উপনীত হয়েছেন। চাই এই বিষয়টি প্রকাশ্যে হোক অথবা বাতেনীভাবে হোক, তাঁদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি বেলায়তে ওজমা' স্তরে পৌঁছে পৃথিবীর হাদি (পথ প্রদর্শক) ও জগতবাসীদের ফয়েজ প্রদানকারী হিসেবে পরিণত হয়েছেন। যেরূপ নবীগণ (আলাইহিস্সালাম) পৃথিবীর হাদি (পথ প্রদর্শক) ও জগতবাসীর জন্য করুণা বর্ষণকারী ছিলেন। অর্থাৎ প্রত্যেক অলি তাঁদের মধ্য থেকে এক একজন নবীর খলিফা। আর এক একজন অলীর বেলায়ত তাঁদের মধ্য থেকে এক একজন নবীর নবুওতের অধীন হয়ে থাকেন। অতঃপর যেই অলির বেলায়ত হযরত আদম (আলাইহিস্সালাম) এঁর নবুওতের অধীন হবে, ঐ অলীকে আদমীয়ুল মশরব অলী-বলা হয়। আর যে অলির বেলায়ত হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস্সালাম) এঁর নবুওতের অধীন হবে, তাঁকে ইব্রাহীমী মশরব বলা হয়। আর যার বেলায়ত হযরত মুসা (আলাইহিস্সালাম) এঁর নবুওতের অধীন হয়, তাঁকে মুসুবীয়ুল মশরব উপাধি হয়ে থাকে। এইভাবে অন্যদের বেলায়ও এইভাবে অনুমান করে নিতে হবে। তাঁদের মধ্যে যে অলির বেলায়ত আমাদের হযরত খাতেমুন্নাবীয়্যিন রাসূল রাব্বুল আলামীন আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুওতের অধীন হবে তাঁকে মুহাম্মদীয়ুল মশরব বলা হয়। যেমন আমাদের হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শেষ নবী ও নবীদের সুলতান। এই অলিও (গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) আউলিয়া কেরামদের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মধ্যে খাতেমুল আউলিয়া ও অলিদের সুলতান, উভয়

জগতের গাউছ এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর খেলাফতের উত্তরাধিকারী। তাঁর অবয়ব মা'বুদ আল্লাহ্‌রই পর্দা বিশেষ। আর তিনি জলাময় ও মাটিস্থ পৃথিবীর উদ্দিষ্ট পুষ্প বিশেষ। যেন সমস্ত খোদায়ী জগত দেহ বিশেষ এবং তিনিই খোদায়ী জগতের মন-প্রাণ।

গজল

আপনার প্রকাশ ও বিকাশ খোদার সত্তা থেকে উৎসারিত,
আর আধ্যাত্মিক জগতের ফয়জের সমুদ্র আপনার থেকে উৎসারিত।
যে আপনার ফয়েজ পেল সে জানে-প্রাণে প্রতি মুহূর্তে উৎসর্গিত।
আপনার ফয়েজ উভয় জাহানে নিশ্চিতভাবে সবার আশ্রয় স্থল,
আপনার সত্তা জগতে সুমহান ও সুউচ্চ, আপনি ফয়জের আশ্রয়স্থল।
পৃথিবীতে কখনো কেউ সে উদ্দিষ্ট চেহারা দেখেনি,
যতক্ষণ পর্যন্ত ফয়েজ লাভের উদ্দেশ্যে আপনার দু'চোখে একবার তাকাবে না।
এই নশ্বর পৃথিবী কখনো সুস্থির থাকবে না,
যতক্ষণ না আপনি আপনার সুউচ্চ ফয়জের ছায়া তাতে দান না করেন।
হক্কুল ইয়াকীনের (চাক্ষুষ) দৃষ্টিতে তুমি সন্দেহাতীতভাবে দেখে নাও,
তুমি দেখবে উভয় জগতে এই একক সত্তাকে; যিনি ফয়েজ সমুদ্রের একটি তরঙ্গ।
যদি আল্লাহ্‌র দর্শন চাও, তাহলে নিশ্চিতভাবে মকবুল
প্রথমে গাউছে খোদার ফয়েজপূর্ণ মনোরম চেহারাকে দেখবে।

আমাদের হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর ফয়েজপূর্ণ খেদমতে অধিকাংশ সময় ফরিয়াদ প্রার্থীগণ যখন আরজ করতেন, হে হযরত! কিভাবে জীবন-যাপন করব? এবং কি কর্ম করব? তখন তাঁর ব্যাখ্যাপূর্ণ হেদায়তী ভাষায় উৎসারিত হত-"তোমরা পবিত্র পাখি হয়ে থাক"। অথবা তিনি বলতেন, "তোমরা ফেরেশতা হয়ে থাক"। আবার কখনও একই ব্যক্তিকে পূর্বোক্ত উভয় বাণী বলতেন। আবার কখনও বলতেন, তোমরা চড়ুই পাখি অথবা কবুতর অথবা লাল মেটে রঙ্গের পাখি হয়ে থাক।"

জানা উচিত যে, হাদিস শরীফে এসেছে, শহীদদের রূহ সমূহ খতীরাতুল কুদুস (পবিত্র প্রেরণা) মকামে সবুজ পাখির ভূড়ির ভিতর অবস্থান করেন। আমাদের হযরত গাউছে পাক, হযরত ছাহেবে লওলাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর হাবিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যেন ঐ সমস্ত পবিত্র বাণীর দিকে ইঙ্গিত করতেছেন যে, তোমরা নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী ভালবাসার পথ ও খোদা তায়ালার প্রেমের মাধ্যমে সুস্পষ্ট শত্রু নফ্‌স ও শয়তানের সাথে যুদ্ধ কর এবং স্বীয় নফ্‌সকে ভালবাসার খঞ্জর এবং প্রেমের তরবারি দ্বারা শহীদ

করে দাও। আল্লাহ্‌র বাণী- "যাঁরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়েছেন তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না বরং তারা আল্লাহ্‌র কাছে জীবিত। কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না।" (সূরা বাকারাঃ ১৫৪)। আর রেযা (সন্তুষ্টি) ও তসলিম (সন্তোষ) কে হস্তগত কর।

আর চড়ুই পাখি,কবুতর, লাল মেটে রঙের পাখির মত স্বীয় মানবীয় কলুষতা, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা, পার্থিব ও পরকালীন সম্পর্ক ও শারীরিক ময়লা-আবর্জনা থেকে পবিত্র হয়ে মুক্ত বাতাসে উড্ডয়ন কর। ধৈর্য্য ও অল্প তুষ্টির নীরব জায়গা হয়ে যাও। নিম্মোক্ত বাণীতে ফেরেশতাদের যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে ইহার সীমানা থেকে দৃঢ় পদক্ষেপকে কখনও বাহির করবে না। আল্লাহ্‌র বাণী- "যারা অমান্য করে না, তা যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা করে।" (সূরা তাহরীমঃ ০৬)। আর স্বীয় মানবীয় চাহিদার জেলখানা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে বের হয়ে উর্ধালোকের মহাশূন্যে পরিভ্রমণ কর এবং মানবীয় স্থুল দেহ ছেড়ে সূক্ষ্ম পবিত্র দেহে প্রবেশ কর। আর সৌভাগ্যের সম্পদ অর্জন করতঃ নিম্নোক্ত বাণীর মর্ম মতে উভয় জাহানে সৌভাগ্যশালী হয়ে যাও। আল্লাহ ইরশাদ করেন-"তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব।" (সূরা নাহল-৯৭)।

পংক্তি

ইশকের (প্রেম) খঞ্জর (ছোরা) দ্বারা যে ব্যক্তি নিহত হয়েছে,
প্রতি মুহূর্তে তার জন্য অদৃশ্য থেকে শত নব জীবন লাভ হয়।

গজল

হে হৃদয়! ইশক দ্বারা তোমার দেহ ও প্রাণকে তাঁর রাস্তায় উৎসর্গ কর,
যদি প্রসিদ্ধ হতে চাও তাহলে প্রেমিকদের দলে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও।
তোমার নিজেকে রহস্যের অবগুণ্ঠনে ঢেকে নাও, মনসুর হাল্লাজের মত কারো সাথে কথা বলো না,
মজনুর মত কুকুরকে চুম্বন কর এবং ফরহাদের মত পাথরকে আঘাত কর।
হাঁ, তাঁর দ্বারে মরার আগে মরে যাও,
এইরূপ মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের সম্মুখে পৌঁছে যাবে জান্নাতের বাগানে।
ইশক দ্বারা যার হৃদয় জীবিত হল সে স্থায়ী জীবন লাভ করল,
যদিও পৃথিবীতে সফরের পাথেয় আমাদের কাছে কম রয়েছে।
হে পরীক্ষাগাররূপী জগতের মেহমান (পথিক)! কতক্ষণ তোমার অন্তর মরা থাকবে?,

হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর পক্ষ থেকে শুন:
দেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ (অর্থাৎ ইশকের মাধ্যমে অন্তর সতেজ কর)।
তোমার পথ উজ্জ্বল, কিন্তু হে অন্ধচোখা! তুমি এই ব্যপারে বেখবর,
তুমি ভুলে অন্ধকার কূপে পতিত হচ্ছ, হে সাফি (গ্রন্থকার)! এই উপদেশটি
আমার পক্ষ থেকে মনোযোগ সহকারে শুন।
রেয়াজতের রজ্জু শক্ত করে ধর, ইশকের চিহ্ন ধারণ কর,
ইয়াজুজকে বেঁধে ফেল এবং সেকান্দরি বন্ধন তৈরি কর।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত রেসালাতে মাআব (আলাইহিস্সালাম) এঁর নাম মোবারক সমূহ থেকে বিশেষ করে তাঁর সুমহান নাম 'আহমদ' আমাদের হযরত গাউছুল্লাহিল আজম মাইজভাণ্ডারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রাপ্ত হন। আর এই পবিত্র নামটি নাহুর কায়েদা (আরবী ব্যাকরণ) অনুসারে গায়রে মুনসারিফ। আর গায়রে মুনসারিফ শব্দের বিধান হল- ইহা যের ও তানবীন (দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশ) গ্রহণ করে না। কেননা 'যের' চিহ্ন নিচুতা ও পশ্চাৎদিককে নির্দেশ করে। আর নিচুতা ও পশ্চাৎদিক মন্দ গুণাবলীকে কামনা করে। যার ফলাফল হল-মন্দ চরিত্র ও স্বভাব। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, ক্বলব (হৃদয়) এর দুইটি দ্বার রয়েছে। প্রথম দরজা হল-যেটি ক্বলব (অন্তর) এর উপরের দিকে সুউচ্চ আরশ ও লা-মকান এর দিকে খোলা থাকে। আর অপর দরজাটি কলবের নিচের দিকে মাটির নীচ ও দোযখের দিকে খোলা থাকে। অতএব, যাঁর উচ্চ দিকের দরজাসমূহ খোলা রয়েছে এবং নিচের দিকের দরজা সমূহ বন্ধ রয়েছে তাঁর মস্তিষ্ক ও প্রাণে সর্বদা আরশ ও লা-মকান স্তরের সুগন্ধি পৌঁছতে থাকে। তাঁর প্রাণ সর্বদা আল্লাহ্র দরবারের দিকে পরিভ্রমণের আগ্রহী ও উচ্চ জগতের আকাঙ্খী থাকে। আর খাঁটি মেশকের অধিকারী হরিণের মত দিওয়ানা ও মাস্তানা হয়ে মতলব (লক্ষ্যস্থল) অনুসন্ধানী ও লক্ষ্য বস্তুকে খুঁজতে থাকে এবং দুনিয়াতে আহলুল্লাহদের (আল্লাহওয়ালা) সাথে ভালবাসার এবং দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের সাথে ঘৃণাপূর্ণ সম্পর্ক রাখে। প্রতি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নিম্নোক্ত বাণীর মর্ম দিয়ে নিজেকে পূর্ণ করতে থাকেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন- "ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহ্র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ।" (সূরা কাসাস: ৮০)।

আর জামালিয়ত (সৌন্দর্য্য) এর প্রকাশমানতার ও কামালিয়তের দৌলত অর্জনে আগ্রহী থাকে। আর যার দ্বার কলবের নিচের দিকে খোলা থাকে এবং কলবের উপরের দিকে দ্বার বন্ধ থাকে, তার মস্তিষ্কে দোযখের দূর্গন্ধসমূহ দ্বারা ভরা থাকে। আর সে সর্বদা খারাপ ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকে। যা তাকে দোযখের দিকে পৌছিয়ে দেয়। আর তার অন্তর সর্বদা দোযখের নিম্ন

স্তরের দিকে ঝুঁকতে থাকে। আর প্রতারণাপূর্ণ গোবর সদৃশ পৃথিবীর মল ও গোবরে অবগাহন করে।

আর অভিশপ্ত ফেরআউন ও বিতাড়িত নমরুদের মত দুনিয়ার মল-গোবরের পৃষ্ঠদেশে হেলান দিয়ে আহলুল্লাহদের (আল্লাহওয়ালা) দিকে দাম্ভিকতার সাথে এগিয়ে আসে। আর কারুন- এর মত নিম্নোক্ত বাণীর মর্ম মতে কামনা -বাসনার ধ্বনি করতে থাকে। আল্লাহ ইরশাদ করেন- "হায়! কারুন যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদের যদি তা দেয়া হত! নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান।" (সূরা কাসাসঃ ৭৯)। আর সর্বদা নিম্নোক্ত বাণীর মর্মের মত তামাশা দেখতে থাকে। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "অতঃপর আমি কারুনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম।" (সূরা কাসাসঃ ৮৯)। শেষ পর্যন্ত এইরূপ লোকদের কাজের ফলাফল প্রতাপশালী ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার হুকুম অনুযায়ী নিম্নোক্ত কথার মর্ম অনুসারে দোযখের দিকে হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়ে থাকে, "প্রত্যেক বস্তু তাঁর মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে"। আল্লাহ্‌র কাছে ইহা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যেরূপ গায়রে মুনসারিফ শব্দ যের কবুল করে না, অনুরূপভাবে ইহা তানবীনও কবুল করে না। কেননা তানভীন নাহুর কায়দা (আরবী ব্যাকরণ) অনুযায়ী ইসমে মুতামাক্কীন (যে বিশেষ্য যের, যবর ও পেশ গ্রহন করে) এর বৈশিষ্ট্যধারী।

ইসমে মুতামাক্কীন অধিকাংশ সময় মু'রাব (যে সমস্ত শব্দ যের, যবর ও পেশ গ্রহন করে) হয়ে থাকে। আর গায়রে মুনসারিফ যদিও মু'রাব-এর প্রকরণের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু যের ও তানভীন গ্রহণ না করার কারণে মুবনী {যে সমস্ত শব্দের শেষে ইরাব (যের, যবর ও পেশ) এর পরিবর্তন হয় না} এর সাথে এক ধরণের সাদৃশ্য রাখে। আর মুবনী ইসমে মুতামাক্কীনের মত তিন ধরনের হরকত (যের, যবর ও পেশ) তানভীন সহকারে জায়গা দেয় না। অতঃপর তানভীনের মধ্যে বহুরূপের মিশ্রণ দেখা যায়। সেই কারণে মুবনীর উদাহরণ হল- আহলে তামকীন (দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী) এর মত। কেননা তাঁরা স্বীয় সুদৃঢ় অবস্থার উপর বিদ্যমান থাকেন। আর সহজ সরল পথে সুদৃঢ় অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন। আর ইহা আ'রেফদের পূর্ণাঙ্গ কামালিয়ত। কেননা আ'রেফগণ এই কথার উপর একমত হয়েছেন যে, "সহজ-সরল পথে অটল থাকা, কারামত থেকে বেশি"। কিন্তু ইসমে মু'রাব ইহার বিপরীত। ইহা (ইসমে মু'রাব) এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। আর ইহা বহুরূপধারণকারী ও অপূর্ণাঙ্গদের জন্য উপযুক্ত। যেন আমাদের হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর পবিত্র নাম গায়রে মুনসারিফ হওয়াতে ইঙ্গিত করে যে, তিনি অটুট, প্রত্যয়ী ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী। আর এই বরকতময় নামটি

গায়রে মুনসারিফ হওয়ার কারণে ফেয়েল (ক্রিয়া) এর ওজনে এসেছে। যেন ইহা ইঙ্গিত করে যে, তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ড ও আমল সমূহ প্রোজ্জ্বল হাকিকতে শরীয়তে মোহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর পাল্লায় পরিমাপকৃত। যেন ইহা প্রশংসাকারীদের স্তর সমূহের পূর্ণতাদানকারীর দিকে ইঙ্গিতবহ।

আর সুস্পষ্ট আহমদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তরিকা অনুসারে অর্থাৎ তিনি হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিম্নোক্ত বাণীর মর্মার্থ অনুসারে পূর্ণ গুণে গুণান্বিত ছিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন- "তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চারিত্রবান হও।" আর সর্বদা তিনি জামালী (সৌন্দর্য্য) অবয়বে নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী সুশোভিত ছিলেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত" (সূরা কলম: ৪)। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ্‌র চরিত্রের সুদর্শন দর্পন এবং আহমদী গুণের পূর্ণাঙ্গ অলংকার দ্বারা সুশোভিত ছিলেন। আর ইহা ফানা ফিল্লাহ, ফানা ফির-রাসূল, ফানায়ে জাত ও সিফত এবং তাওহীদে জাতি ও সিফাত এর দিকে ঈঙ্গিতবহ। আর তাঁর পবিত্র নাম ইসমে তাফদীল (গুণাবাচক বিশেষ্য) এর ছিগাহ (রূপ)। আর আহমদ শব্দটি হামদ(حمد) শব্দ থেকে উৎকলিত। আর হামদ শব্দটি মা'রুফ (কর্তৃবাচক) ও মাজহুল (কর্মবাচক) উভয় হয়ে থাকে। যদি ইহা কর্তৃবাচক বিশেষ্য হিসেবে ধরা হয়। তখন ইহার অর্থ হবে- অধিক প্রশংসাকারী এবং অনেক প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সৈয়্যদুশ শাকেরীন (কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অন্যতম) ও সুলতানুল হামেদীন (প্রশংসাকারীদের সুলতান) ছিলেন। আর নিম্নোক্ত বাণীর মর্মার্থ অনুসারে হুসন (সৌন্দর্য) ও জামাল (শোভা) এর প্রকাশমানতার দর্পন ছিলেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "যদি তোমরা শোকর কর, আমি তোমাদেরকে আরো বৃদ্ধি করে দিব।" (সূরা ইব্রাহীম: ৭)। যেন ইহা প্রশংসাকারীদের স্তরসমূহের পূর্ণতাদানকারীর দিকে ইঙ্গিতবহ। আর এই বরকতময় নামটি কর্মবাচক বিশেষ্য হতে উৎকলিত। তখন ইহার অর্থ হবে-অধিক প্রশংসিত। আর ইহা ঐ দিকে ইঙ্গিত করছে যে, হযরত রাসূল (দঃ) এঁর হাবিব (বন্ধু) হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে অধিক প্রশংসিত ছিলেন। বাস্তবে তিনি প্রশংসিতদের মধ্যে সূচনা ও পরম সৌভাগ্যমণ্ডিত ছিলেন। অর্থাৎ ঈমানদারদের মধ্যে থেকে দুই ব্যক্তি পরস্পর প্রশংসিত ও সম্মানিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে পূর্ণতা প্রাপ্তির দিক থেকে মতবিরোধ করেন না। বরং সমস্ত ঈমানদার হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

এঁর কামালিয়তের (পূর্ণতা) উপর একমত পোষণ করেন। যেন ইহার দিকে ইঙ্গিতবহ যে, যেরূপ প্রশংসিত গুণাবলী তাঁর প্রশংসার শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, অনুরূপভাবে তিনি প্রশংসিত স্তরের সুউচ্চ স্তরেও উপনীত হয়েছেন। আর তিনি হামেদিয়ত (প্রশংসাকারী) ও মাহমুদিয়ত (প্রশংসিত) স্তর সমূহকে পরিপূর্ণভাবে সমাবেশকারী।

গজল

সেই প্রিয় নামে আমি জান প্রাণ দিয়ে উৎসর্গীত,
সেই মহান মকামের (স্তর) অধিকারীর ডংকা আরশে বাজে।
প্রশংসাকারীদের মধ্যে তাঁর পবিত্র শানের গুণকীর্তন কতই উঁচু,
লেখার সুগন্ধময় কলমের নিবও যাঁর প্রশংসায় পরাভূত।
তিনি গাউছে পাক একত্ববাদের সৌন্দর্য্যের দর্পন দ্বারা সুশোভিত,
তিনি আহমদী সৌন্দর্য্যের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ইমাম।
'নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত'-এই বাণীর তিনি অভিব্যক্তি,
সেই সুমহান মকামের অধিকারী বাদশাহর সমুদয় স্বভাব-চরিত্র উত্তম।
তিনি ছিলেন প্রশংসার শুরু ও সৌভাগ্যের শেষ,
সেই কারণে তাঁর নাম ছিল আহমদ।
হযরত হুজুর গাউছুল আজমের শান সুমহান যা প্রশংসাকে সমাবেশকারী,
তিনি প্রশংসিত ও প্রশংসাকারী উভয় মকামের (স্তর) অধিকারী।
দূর্ভাগ্য বদ নসীবদের কাছে তাঁর সুউচ্চ শানের খবর কমই রয়েছে,
তাঁর গাউছিয়তের সম্মানিত মুকুটের ব্যাপারে কেউ অস্বীকারকারী নেই।
কে সেই যে স্বীয় মস্তক তাঁর দ্বারে ঘর্ষণ করে না,
প্রত্যেক সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য তার গলি কা'বা স্বরূপ।
যে খোদার দিদার (দর্শন) চায়, তা'হলে গাউছে পাকের দর্শন লাভ কর,
মকবুল (গ্রন্থকার) জান প্রাণ দিয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসারী।

আর এই মোবারক নামটি ফে'ল (ক্রিয়া) এর ওজন সমূহে থেকে ফে'ল মুদারা' (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালবাচক ক্রিয়া) এর ওজনে আসে। আর ফে'লে মুদারা'-এর মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল উভয়টির সম্ভাবনা রাখে। যেন ইহা ঐদিকে ইঙ্গিত করে যে, হযরতের সুমহান সত্তা কামা'লিয়তের (পূর্ণতা) পূর্ণ সমাবেশকারী; যেটি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে বরযখ (আড়াল, মাধ্যম)। প্রকাশ্যভাবে সৃষ্টির সাথে মেলামেশাকারী এবং অপ্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ককারী। অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে মোহাম্মদীয়ত ও আহমদীয়ত এর প্রকাশস্থল এবং অপ্রকাশ্যভাবে ওয়াহেদিয়ত (একত্ববাদ) ও আহাদিয়ত (একত্ব) এর প্রকাশস্থল।

কবিতা

একটি উটের উপর বসানো হয়েছে দুটি হাওদার সমতুল্য
'সালমা হুদুস' ও 'লায়লা ক্বদম' ভদ্র মহিলাদ্বয়কে।[১]

আর এই মোবারক নামটি মুদারা' এর সিগাহ (রূপ) সমূহ হতে ওয়াহেদ হেকায়ত নফ্স মুতাকাল্লিম (একবচন উত্তম পুরুষ) এর সিগাহ। انا (আমি) সর্বনাম উক্ত 'আহমদ' শব্দে লুকায়িত। 'মকতুবাতে হযরত শায়খ শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মুনিরী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, আহলে যিকির (খোদাতত্ত্ব জ্ঞানীগণ) বলেন যে, সর্বপ্রথম যেই পবিত্র যিকির দ্বারা আল্লাহ পাক স্বীয় পবিত্রসত্তাকে স্মরণ করেছিলন, তা ছিল 'আনা' (আমি) শব্দের যিকির। অতএব, আল্লাহ পাকের হাকিকি যিকির হল প্রকৃতপক্ষে 'আনা'(আমি)। আর সমস্ত যিকির সমূহের মধ্যে বরং সমগ্র বিশ্ববাসীর কথাবার্তায় এমনকি জীব জন্তুদের মধ্যেও সর্বদা এই যিকিরে হাকিকি 'আনা' (আমি) অনুরণিত হয়। আল্লাহ্র সৃষ্টি জীবের মধ্যে কোন বস্তু এই রকম নেই যে, তারা নিজেরা 'আনা' (আমি) শব্দ বলে না। সুবহান আল্লাহ! 'আনা' (আমি) কেমন অনাদিকালের যিকির; যা সর্বদা চলমান। যেমন বৃক্ষের অস্তিত্বের সূচনা ও সমাপ্তির জন্য শস্য বীজই মূল।

অনুরূপভাবে প্রত্যেক যিকিরের আসল ও বীজ হল 'আনা' (আমি)। আনা (انا) শব্দটির বর্ণসমূহকেও উল্টাদিক থেকে পড়া হলেও ঐ انا (আনা) শব্দই হয়ে থাকে। যখন কোন বস্তু ছিল না, তখন 'আনা' (আমি) ছিলেন। নিম্নোক্ত বাণীতে তা বর্ণিত হয়েছে। তিনি (আল্লাহ) ইরশাদ করেন, 'তখন আমি ছিলাম, যখন কোন কিছু ছিল না'। যখন সবকিছু অস্তিত্বে আসল; তখন 'আনা' (আমি) বিদ্যমান। নিম্নোক্ত বাণীটি ইহার (আনা) দলীল ও সুস্পষ্ট প্রমাণ। তিনি আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই'। আর যখন কোন কিছু থাকবে না, তখন 'আনা' (আমি) থেকে যাবে। নিম্নোক্ত বাণীটি ইহার বয়ান। তিনি ইরশাদ করেন, "আমি আল্লাহ এক পরাক্রমশালী"। নিম্নোক্ত কুরআনের আয়াতেও ইহার (আনা) প্রয়োগ দেখা

---

[১] এই পংক্তিতে 'সালমা হুদুস' ও 'লায়লা ক্বদম' দুইজন মহিলার নাম। সাধারণত মহিলারা উটের হাওদায় আরোহণ করে। কেননা তাদের দৈহিক শক্তি পুরুষের তুলনায় কম। তাই তাদের হাওদায় বসানো হয়েছে। এই পংক্তি দ্বারা কবি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা অতীত ও বর্তমানকে একটি উটের পিঠের উপর আরোহণ করিয়েছেন। তিনি ইহা দ্বারা নির্দেশ করেছেন যে, পূর্ণ মানব হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন হাক্বিক্বত। কেননা আল্লাহ তায়ালা এই হাক্বিকতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর উপর অতীত ও বর্তমানকে আরোহণ করিয়ে দিয়েছেন [অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত]।

যায়। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "আমি প্রথম, আমি শেষ, আমি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য।" যদি ইহাকে বিশ্বাস না কর, তাহলে নিম্নোক্ত আয়াতে কি বিশ্বাস আছে? আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী'। অতএব, এই বাণীটি ভালভাবে অনুধাবন কর।

কবিতাংশ

আমি প্রথম, আমি শেষ, আমি প্রকাশ্য ও আমি অপ্রকাশ্য,
আর সবকিছু সম্পূর্ণরূপে 'আনা' (আমি) শব্দেরই প্রকাশমানতা।
'আনা' (আমি) শব্দের রহস্য যেই বুঝেছে, তিনি হয়েছেন পৃথিবীর সর্দার,
'আনা' (আমি) উভয় জাহানের জন্য ভিত্তি মূল সাব্যস্ত।

আর হযরতের সম্মানিত নামের সাথে আল্লাহ তায়ালার সম্মানিত নামকে সম্বন্ধ করার দ্বারা তাঁর (হযরত) মর্যাদাকে মহিমান্বিত করা উদ্দেশ্য। যেরূপ নবীউল্লাহ, রাসুলুল্লাহ ও বায়তুল্লাহ- শব্দগুলোর মধ্যে আছে।

কবিতা

আল্লাহ তায়ালা তাঁর (হযরত) যে সম্মান দান করেছেন,
তাঁর (আল্লাহ) মত কেউ কি তাঁর (হযরত) তা'জিম করতে পারেন?

আর হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর সুমহান নামের সাথে যুক্ত সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী আল্লাহ তায়ালার মহিমান্বিত সত্তাগত নাম ব্যতীত অন্যান্য তাঁর (আল্লাহ) গুণবাচক নামসমূহের দিকেও ইঙ্গিতবহ যে, তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর (হযরত) সমস্ত গুণাবলীসহ আল্লাহর জাত (সত্তা) ও সিফাতে (গুণাবলী) ফানা (বিনাশপ্রাপ্ত)। আর ইহা তাঁর (হযরত) জাত (সত্তা) ও সিফাত (গুণাবলী) এর কামালিয়তের পূর্ণতার দিকে ইঙ্গিতবহ। সেই কারণে, মিরাজ রজনীতে; যেটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর কামালিয়তের পূর্ণতার রাত ছিল, তিনি (আল্লাহ) স্বীয় খাস বান্দা রাসূল মাকবুলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় জাতের (সত্তা) দিকে সম্বন্ধ করে ইরশাদ করেন, "মহিমান্বিত আল্লাহ; তিনি তাঁর বান্দাকে রাতের কিছু অংশে ভ্রমণ করান।" (সূরা বণি ইসরাইল: ১)। কেননা কায়দা (নিয়ম) রয়েছে যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন বস্তুর ভালবাসায় মগ্ন ও ফানা (বিনাশ) হয়ে যায়, তখন ঐ ব্যক্তির সম্পর্ক ঐ বস্তুর সাথে পূর্ণতা লাভ করে। তখন তাকে উক্ত বস্তুর সাথে সম্বন্ধ করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি যদি দুনিয়ার ভালবাসা বা স্বর্ণের ভালবাসায় ফানা (বিনাশ) হয়ে যায়, তখন তাকে 'আব্দুদ্দুনিয়া' ও 'আব্দুজ্জাহাব' বলা হয়। অনুরূপভাবে, যদি কোন ব্যক্তির গুণাবলী আল্লাহ্‌র রহমতের মধ্যে ফানা হয়, তখন তাকে আব্দুর রহমান ও আব্দুর রহিম বলা

হয়। যদি কারো গুণাবলী আল্লাহ্‌র দান বা মেহেরবাণীতে ফানা হয়, তখন তাকে আব্দুল করিম বলা হয়। এইভাবে অন্যান্য বিষয়গুলোকে ইহার উপর অনুমান করে নিতে হবে। আর যেই ব্যক্তি তাঁর সমস্ত গুণাবলী সহকারে আল্লাহ্‌র জাতে ফানা (বিনাশ) হয়ে যায়, ইহাকে প্রচলিত পরিভাষায় আব্দুল্লাহ বলা হয়। তাই হযরত আরেফ রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন-

কবিতা

তাঁর কথা, আল্লাহর কথাই ছিল,
যদিও তা আব্দুল্লাহর (আল্লাহ্‌র বান্দা) মুখ থেকে নির্গত হয়েছে।

গজল

পৃথিবীতে কে আছে যিনি গাউছে খোদার মর্যাদা বুঝেছেন,
যদি বুঝেছেন খোদাই বুঝেছেন, কেউ যদি বুঝে থাকেন তাহলে কি বুঝেছেন?
তিনি শুরু, তিনি শেষ, তিনি প্রকাশ্য ও তিনি অপ্রকাশ্য,
তাঁকে উভয় জাহানে শুরু ও শেষ বুঝুন।
খোদা ও গাউছে হক এর রাজ-রহস্য মুর্খরা কি করে বুঝবে?
তিনি হলেন আউলিয়াদের সর্দার, আর আউলিয়াদের কেবল খোদাই বুঝে থাকেন।
প্রকৃতপক্ষে তিনি হলেন খোদার কুদরতী চেহারার পবিত্র প্রতিচ্ছবি,
যদিও প্রকাশ্য আকৃতিতে কোন বান্দা তাঁকে খোদারই দর্শন মনে করে।
উভয় জাহান তাঁর একত্ববাদের সমুদ্রের পানি বিন্দু,
তাহলে কি করে পানি বিন্দু সাগরের রাজ-রহস্য বুঝবে?
খোদা ও গাউছে হক মকবুলের (গ্রন্থকার) কাছে কিভাবে পৃথক হতে পারে?
যে ব্যক্তি তাঁদের পৃথক মনে করবে সে তার মঞ্জিলে মকছুদে পৌঁছতে পারবেনা।

হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর স্তন্যপানের বর্ণনা

হযরত গাউছে পাককে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্তন্যদান করার নিয়ামতপূর্ণ খিদমত লাভ হয় রমনীদের সর্দার শরাফতধারী তাঁর পূতঃপবিত্র মেহেরবান মাতা হযরত বিবি খায়রুন্নেসা (রহমতুল্লাহে আলাইহা) এঁর। ধীরে ধীরে তিনি হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মাতার স্বর্গীয় মনোহর আদর যত্নে বেড়ে উঠতে লাগলেন এবং তাঁর মাতার বিদ্বেষহীন পবিত্র বক্ষের দুগ্ধের ঝর্ণা থেকে স্তন্য পান করতে লাগলেন। আর সেই পবিত্র দুধের ফোটার সাথে সীমাহীন রহমতের অনুপ্রেরণামূলক আলোক এবং ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র ভালবাসার মেশক আম্বর যেন আন্দোলিত হতে থাকে। আর ঐ দুগ্ধ থেকে আল্লাহ্‌র ইশকের খামির তৈরি হয়। তাঁর মনোহর ক্রন্দনের আওয়াজ বাঁশি ও সংগীতের আওয়াজের মত উপস্থিত ব্যক্তিদের হৃদয়কে আন্দোলিত করে। সবাইকে তিনি

স্বীয় মহব্বতের তরঙ্গ দ্বারা পারদের মত অস্থির পানি শূণ্য মাছের মত উদ্বিগ্ন করে তুলেন।

গজল

কতই উত্তম প্রেমাস্পদ আপনি! কেননা আপনি যুগ শ্রেষ্ঠ মাতার সন্তান,
আপনার মত সন্তান কখনো কেউ দেখেনি।
পৃথিবীতে আপনার সৌন্দর্য্যে অত্যধিক প্রেমাকূল কে নয়?
আপনার প্রতিটি নড়াচড়া ও স্থিরতা কেবল প্রেমময়।
হে গাউছুল্লাহিল আজম! আপনি উভয় জাহানে প্রেমাস্পদ,
জগত আপনার তরে উৎসর্গীত এবং আপনার প্রতিটি ক্ষণ প্রেমময়।
কেন আপনার প্রেমিকদের অন্তর উত্তেজিত হবে না?
কেননা আপনার প্রেমময় ধ্বনি শুকতারারই সংগীতের সূর।
মকবুল (গ্রন্থকার) জান প্রাণ দিয়ে কেন প্রতি মুহূর্তে আপনার জন্য উৎসর্গীত হবে না?
কেননা আপনি হলেন যুগশ্রেষ্ঠ প্রেমাস্পদ, সবাই আপনার জন্য পাগল পারা।

হযরত যখনি দোলনায় দোলতে থাকেন, উপস্থিত লোকদের হৃদয় সমূহ আগ্রহের হাওয়ায় হেলতে থাকে। যখনি হযরত এই দিকে মনোমুগ্ধকর দোলনায় উপরের দিকে উঠতে থাকেন, ঐদিকে মহব্বতের ঝর্ণার আগ্রহের ফোয়ারা বইতে থাকে। যখনি তিনি আনন্দে হামাগুড়ি দিতে থাকেন, প্রেমে দিশেহারা বুলবুলি পাখির মত আশেকদের অন্তর সমূহ সাগ্রহে ঐ পুষ্পবৎ সুন্দর ও সুশোভিত চেহারা দেখার জন্য শত মিনতি সহকারে উৎসর্গিত হয়। যখনি হযরত এই দিকে পুষ্পিত উদ্যানে প্রেমপূর্ণ খেলায় মত্ত হন, ঐদিকে জানবাজ আশেকগণ সুগন্ধিময় পবিত্র স্থানের দিকে শত আগ্রহ নিয়ে সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদের মত এগিয়ে আসে। যারা এই পবিত্র স্থানের দিকে আনন্দ-উদ্বেলের খলখল ধ্বনি করে এগিয়ে আসে, তারা যেন অন্তরের আরশ ও ভালবাসার মনজিল দ্বারা সুশোভিত হয়। যেইভাবে প্রত্যেক হাজি অবনত হৃদয়ে সাফা পাহাড়ে আনন্দের সাথে তাওয়াফে যিয়ারত করে এবং আগ্রহ ভরে সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করে। আর আন্তরিকতার সাথে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করে। ইশকের রহস্যময় নুর দ্বারা নিজেদের আলোকিত করে।

গজল

হে সুন্দর গোলাকার চন্দ্র! হে প্রেমময় সৌর পথের সূর্য,
ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও রয়েছে আপনার জন্য সর্দারি।
এই সুন্দর বিশ্ব চরাচরে আপনি বাদশাহ ও সর্দার,
আপনার চেহারার আলোক থেকে সূর্য ও চন্দ্র আলো গ্রহণ করে।

আপনার লাজুকতা ও কমনীয় ভঙ্গির তরে হুর ও পরীগণ সদা উৎসর্গীত,
আপনার সুন্দর দেহে সুদর্শন সূক্ষ্ম লম্বা জামা শোভা পাচ্ছে।
লাজুকতা ও কমনীয় ভঙ্গিতে যুগের লাজুকদের মধ্যে অধিক লাজুক,
আপনার রয়েছে ঝুলন্ত কোঁকড়া চুল; আপনি উভয় জাহানে প্রিয়তম।
সুগন্ধযুক্ত উদ্ভিদ আপনার কপালের কেশগুচ্ছের সাথে কিভাবে সমান হতে পারে?
আমি হিন্দুস্থানের গুলজাহান, আমি তোমার ইশকের শরাবের ফাঁদে শিকার।
চাই হুর হোক অথবা পরী হোক, চাই শুক্র গ্রহ হোক অথবা বুধ গ্রহ হোক,
কে আছে যে প্রেমাস্পদের ইশকের সাথে বিরহ বিচ্ছেদের সম্পর্ক রাখে না।
চাই তৃণ আচ্ছাদিত চত্বরের টিউলিপ ফুল হোক অথবা গোলাকার চন্দ্র হোক,
লাজুকতা ও কমনীয় ভঙ্গি দ্বারা কেবলই হৃদয়কে প্রশান্ত করাই উদ্দেশ্য।
আপনি ছাড়া কারো কি এমন প্রণয়ঘটিত মান-অভিমান রয়েছে?
আপনি হলেন সুদর্শন বাদশাহ, আপনি হলেন সুদর্শন প্রেমাস্পদ।
খোদার মর্যাদাপূর্ণ দর্পন হিসেবে হে প্রেমাস্পদ আপনাকে অলংকৃত করা হয়েছে,
মকবুল (গ্রন্থকার) আপনার গলি পথে আশার হৃদয়ে নিরন্তর অপেক্ষমান।
হে প্রাণের প্রাণ! আপনার পথে বাঁধা কোথায়?
আমায় হৃদয়কে আপনি লুঠ করে নিন।

চতুর্থ ফরতু : হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর যাহের জ্ঞান, কিতাবাদি ও জ্ঞান অর্জন করার আলোচনা এবং বাতেনী পূর্ণতা অর্জন করার বর্ণনা প্রসঙ্গে

যখন বেলায়ত সাম্রাজ্যের শাহানশাহ ও গাউছিয়তের অধিকারী চার বছর চার মাস বয়সে উপনীত হলেন অর্থাৎ ১২৪৮ হিজারী সনে সুদক্ষ ও সম্মানিত শিক্ষকের কাছে জ্ঞান অর্জনের জন্য পাঠানো হয়। তিনি পাঠশালাকে (মক্তব) ঈর্ষনীয় আলোকময় করে জান্নাতের বসন্তে পরিণত করেন। কিছুকালের মধ্যে তিনি লেখা-পড়ায় সহপাঠীদের ছাড়িয়ে গেলেন। ভদ্রতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার ও চাল-চলনে সহপাঠীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হন। শেষ পর্যন্ত ১২৬৮ হিজরী সনে সম্মানিত শহর, জ্ঞানের স্বর্গ, সুলতানদের শহর কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে সমস্ত যাহের জ্ঞান ও প্রচলিত শাস্ত্রের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। যমানার আলেম ও ফযীলতপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্তরে তিনি ঈর্ষনীয় স্থান দখল করে নেন। অধ্যায়নকালে তিনি প্রত্যেক ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করতেন। পুরস্কার ও মাসিক বৃত্তি হযরতের নিত্য সঙ্গী ছিল। কোন বৎসরই পুরস্কার ও মাসিক বৃত্তি থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন না। মহান হযরত মাদারজাত অলী ছিলেন। যেখানে তিনি তাঁবু পরিমাণ জায়গাতে অবস্থান করতেন, সেখানে সৃষ্টি জীবের সাথে আত্মার সম্পর্ক তাঁবুর রশিতে পরিণত হত। প্রেমাস্পদ থেকে প্রেমময়তার বহিঃপ্রকাশ কখনো কি ছুটে যেতে পারে? যিনি এক নজরে সমগ্র বিশ্ব জাহানকে অবলোকন করেন। শত শত দিল ও প্রাণ তাঁর সুগন্ধিযুক্ত জালের ফাঁদে ঘায়েল হয়। যদিও মহিমাময় শিক্ষকগণ তাঁদের ছাত্রদের পরিমাণমত জ্ঞান দান করে থাকেন। কিন্তু হাজার হাজার জান-প্রাণ উৎসর্গকারী প্রেমাকূল প্রেমাস্পদ তাঁর আস্তানায় থাকেন।

গজল

আপনাকে অনাদি কালের কোমলতা ও নম্রতা শিখাল,
আপনাকে খোদায়ী মক্তবে উত্তম স্বভাব শিক্ষা দেওয়া হল।
আপনাকে জ্ঞান, কমনীয় ভঙ্গী, লাজুকতা ও মান-অভিমান শিখানো হল,
সর্বপ্রকার প্রেমময় লাজুকতা ও প্রেমানুরাগ শিখানো হল।
আপনি তির্যক দৃষ্টি দ্বারা জগতবাসীর হৃদয়কে ঘায়েল করেছেন,
তিনি অনন্তকালের শিক্ষক আপনাকে এই কৌশল শিক্ষা দিলেন।
প্রতিটি ইশারা ও কারিশমা দ্বারা আপনি আমাদের ঘায়েল করুন,
অনাদি শিক্ষক আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এই যাদুকরি শিক্ষা দিলেন।

সুশোভিত সিংহাসনে বসে আমাদের প্রেমানুরাগ শিক্ষা দিন,
আপনাকে অনাদিকালের সেই মহান বিচারক বিচার ক্ষমতা দান করেছেন।
মকবুল (গ্রন্থকার) জানে প্রাণে কেন আপনার তরে উৎসর্গীত হবে না?
আপনার মত আর কাউকে এরূপ দীপ্তিময় শিক্ষা দান করেছেন?

সুন্দর হস্তাক্ষরে ও যাদুময় নকশা দ্বারা আমি আপনার কি বর্ণনা দিব? কেননা বিখ্যাত মানী (চীনা শিল্পী) শিল্পীর আঁকা ছবির নকশা আপনার পবিত্র অবয়বে তা বর্ণহীন। ভাগ্য লেখকদের কলম আপনার তেজোদীপ্ত প্রাঙ্গনের সংখ্যা নিরূপণে অক্ষম। আপনার বিস্ময়কর কোঁকড়ানো চুলের প্রতিটি প্রান্ত আম্বরযুক্ত প্রেমময়তা দ্বারা সুশোভিত। সাদা কালো, কালো-সাদা, কৃষ্ণ ও শ্বেত বর্ণের মানবজাতি আপনার চন্দ্রতুল্য ধাঁধাঁ সৃষ্টিকারী চক্ষু;যা দৃষ্টিপাতকারীদের চক্ষুকে আপনার সুশোভিত সুরমাযুক্ত প্রতিচ্ছবিতে পূর্ণতাদানকারী। প্রত্যেক প্রেমাস্পদের বাহু আপনার সুদর্শন নকশা অংকিত সমূদ্রের চলমান তরঙ্গে প্রবাহমান। আপনার লিখিত পত্রগুলো খোদার কুদরত দর্শনের দর্পন। আপনার সুন্দর হস্তাক্ষরের লিখার কলম দুনিয়ার লাঠিতুল্য। আপনার সুন্দর বক্তৃতা হযরত ঈসা মসীহ (আলাইহিস্সালাম) এঁর কথার মত ঈর্ষনীয় ও অক্ষমকারী। আপনার প্রতিটি কথার গাঁথুনি খোদার বাণীরই বিকাশ। আপনার সুমিষ্ট আলোচনা চিনি ও মিছরির মত মূল্যবান, রহস্যপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। আপনার ভাষার মাধুর্য রক্তিম বর্ণের কালো দাগযুক্ত ফুলের মত; অন্তরকে আঘাতকারী নয়। আপনার প্রতিটি সুদৃঢ় শব্দ অর্থপূর্ণ রহস্যে ভরা। আপনার প্রতিটি রহস্য প্রেমাস্পদকে দর্শনকারীর জন্য রহস্যের আধার।

গজল

আশ্চর্যান্বিত সৌন্দর্য, আশ্চর্যান্বিত প্রেমাস্পদ ও আশ্চর্যান্বিত প্রেমাসক্ত হিসেবে
আপনাকে জানি,
স্বীয় প্রেমময়তায় কেবল আপনিই আপনার দ্বিতীয় ব্যক্তি।
আপনি আশ্চর্যান্বিত বর্ণের অধিকারী, তাঁর প্রত্যেক নড়াচড়া ও স্থিরতা বর্ণময়,
কেননা তাঁর প্রত্যেক বর্ণ বর্ণহীন গুপ্ত রহস্যাবলী।
সেই প্রেমাস্পদ আশ্চর্যান্বিত লিপিকার, তাঁর লিপি আশ্চর্যজনক,
কেননা মহান ব্যক্তিদের রচিত গ্রন্থের প্রতিটি বর্ণও অর্থপূর্ণ রচনা।
অন্যান্যদের সুন্দর ও কমনীয় ভঙ্গির হস্তাক্ষর পরিপূর্ণভাবে রহিত হয়ে গেছে,
যখন থেকে তাঁর কলম আত্মসম্মানবোধের প্রভাবে রঞ্জিত হল।
পবিত্র বুলবুলি পাখিগুলো মুখে নিরবতার সীল মোহর লাগিয়েছে,
যখন থেকে ঐ বুলবুলি পাখিগুলো বিরহের গানে আশ্রয়হীন হল।
তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার নিদর্শন কেউ কি করে বলবে,

তিনি দৃশ্যমান জগতে তুলনাহীন একটি নিদর্শন।
ফেরেশতাগণ যাঁর শানে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল,
মকবুলের কলমের ভাষা কিভাবে তাঁর গুণকীর্তন করবে?

১২৬৯ হিজরী সনে হযরত গাউছুল আজম যশোর জেলার বিচারক পদে নিয়োগ লাভ করেন। এক বছরকাল যাবত বিচারকার্যে নিয়োজিত থাকেন। এক বছর পর ১২৭০ হিজরী সালে কলকাতার মুন্সী আবু আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতায় নিয়োগ লাভ করেন। আর অত্যন্ত দক্ষতা ও সুললিত ভাষায় দ্বীনি শিক্ষার্থী ও সত্য অনুসন্ধানীদেরকে শিক্ষা দিতে থাকেন এবং অলংকারপূর্ণ ভাষায় তাদেরকে পড়াতে থাকেন।

কবিতাংশ

সুবহান আল্লাহ! প্রাঞ্জল ভাষায় কি সুন্দর আলোচনা,
আপনার অলংকারপূর্ণ ভাষার সবটাই পবিত্র মহান সত্তার একত্ববাদের দাবি সম্বলিত।
এমন শিক্ষার্থীরা যারা 'কেমন' এর তরবারি এবং 'কেন' এর কাঁচির কাছে
আত্মসমর্পণ করবে না (অর্থাৎ শিক্ষক যা বলুক তা গ্রহণকারী নয়),
যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা বলে যে, আমরা মানি না (অর্থাৎ যে সমস্ত ছাত্র কেন,
কিভাবে এবং আমরা মানি না এমন কথা বলে) তাদের তিনি প্রশ্নের উত্তর
দিয়ে সন্তুষ্ট করেন এবং পরাস্ত করেন, তখন তারা (ছাত্র) বলে, আমাদের
উভয় কানে উক্ত গুপ্ত রহস্য পৌঁছে গেছে।
পাঠদানকালে আপনার আলোচনা রণাঙ্গনে লড়াইরত সৈনিকদের উদ্দীপ্ত করার মত,
তা কামারের চোরার জখমের মত প্রভাব বিস্তার করে।
আপনার আলোচনার সৌন্দর্য্য দ্বারা কথার মধ্যে প্রাণ এল,
আপনার সুন্দর অর্থপূর্ণ আলোচনা হতে বাকশক্তি সম্পন্ন অন্তর তৈরি হল।
আপনার আধ্যাত্মিক শৈলির আলোচনার বিন্যাস অর্থপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী
এবং অসাধারণ,
আপনার প্রশ্নোত্তরের সৌন্দর্য্য সোলাইমান বাদশাহের (আলাইহিস্‌সালাম)
সিংহাসনতুল্য।
আপনার কলমের নিবের পরিবেশিত কালি হতে মর্মার্থ পূর্ণতা লাভ করল,
আপনার বাণীর যাদু দ্বারা মর্মার্থের নৈপুণ্যকে বৃদ্ধি করে দিল।
আপনার কথার মর্মার্থের ভারসাম্য দ্বারা জ্ঞানের সাম্রাজ্যগুলো আবাদ হল,
তোমার সুন্দর পাঠ দ্বারা ইবনে সিনা পাঠে রত হল।
মানতিক ও দর্শন শাস্ত্র এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা যখন আপনি সব খোলাশা করে
দিলেন, তখন পঞ্চ কুল্লির (পাঁচ কুল্লি হল- জিনস, নুঅ', ফসল, খাস ও

আরজ)[১] জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়, জালাল উদ্দিন দাবানি[২] যে বিষয় জানেন না তা আপনি বুঝিয়ে দেন।
গণিত শাস্ত্র, উছুল শাস্ত্র, হাক্বিক্বত বিষয়ক শাস্ত্র, ফিকহ ও আকাঈদ শাস্ত্রকে মুখ, চোখ, কান ও দৃষ্টিশক্তির মত বন্ধু বানালেন।
ধর্মের বিধিমালার ব্যাপারে যথার্থ ব্যাখ্যা দিলেন,
বক্তৃতা দেয়ার প্রাক্কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুলতানী কারিশমা দেখালেন।
আমি আপনার দরগাহের ভিখারী হিসেবে আপনার অনুগ্রহের ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন,
খোদার ছায়াতলে মকবুলের কিসের ভয়?

সেই বছর তিনি মুন্সেফি পরীক্ষায়ও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে সবার পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। মূলত: ১২৬৯ ও ১২৭০ হিজরী এই দুই বছর মানবিক চাহিদা অনুযায়ী ও প্রকৃতিগত চাহিদা অনুসারে বুদ্ধি ভিত্তিক যাহেরী ইলম অর্জন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি হযরত গাউছিয়তে মা'ব মাদারজাত অলী ছিলেন। আর শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে অন্য কোন বেলায়তের অধিকারী শায়খের মুখাপেক্ষী ছিলেন না, তা সত্ত্বেও খোদায়ী জজ্‌বা, সন্দেহাতীত ইশক দ্বারা প্রত্যেক মুহূর্তে তিনি প্রাণবন্ত থাকতেন। প্রত্যেক মুহূর্তে আকাংখিত বিষয়ের আহবানে "রাব্বি যিদনী ইলমা (হে আল্লাহ আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন)" আয়াতের তজল্লী দ্বারা তাঁর অন্তর আরশের মঞ্জিলে চমকাতে থাকে। সত্য কথা যে, ইশকের সূর্য প্রথমত মাশুকের অন্তরের কক্ষপথে উদ্ভাসিত হয়। আর বিপরীতভাবে ইশকের তজল্লী

---

[১] কুল্লি এমন বিষয়কে বলে যার মধ্যে অংশিদার থাকবে। কুল্লি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা: ১। জিনস: জিনস বলা হয় এমন কুল্লিকে 'ইহা কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে ভিন্ন ভিন্ন হাকিকত বিশিষ্ট অনেক বস্তু বা বিষয়ের উপর প্রযোজ্য হয়। যেমন: মানুষ ও ঘোড়া সম্পর্কে 'ইহা কি?' দ্বারা প্রশ্ন করা হলে তখন উত্তর হল এগুলো প্রাণী। ২। নুঅ'(উপজাতি): একই হাকিকত বা সত্তা একাধিক বস্তুর উপর 'ইহা কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে যে কুল্লি আসে তাকে নুঅ' বলে। যেমন: যায়েদ, আমর ও বকর এর সত্তা সম্পর্কে 'ইহা কি?' দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় তারা মানুষ। ৩। ফসল: ইহা ঐ কুল্লিকে বলে যা কোন বিষয়ের ব্যাপারে 'তা সত্তাগতভাবে কি?' এ প্রশ্নের উত্তরে প্রযোজ্য হয়। যেমন: যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মানুষ সত্তাগতভাবে কিরূপ? এর উত্তর হল-বাকশক্তিসম্পন্ন। ৪। খাস্‌সা: ইহা ঐ কুল্লিকে বলে যা তার অধিভুক্ত সদস্য সমূহের সত্তা বহির্ভূত। শুধু একটি হাকিকতের সদস্যের উপর প্রযোজ্য। যেমন: হাসা, লেখক উভয়টি মানুষের খাস্‌সা। ৫। আরজে আম: ইহা ঐ হাকিকত বহির্ভুত কুল্লিকে বলে যা এক হাকিকত এবং অপর হাকিকতের সদস্যদের উপর প্রযোজ্য। যেমন: বিচরণকারী বিষয়টি মানুষ ও ঘোড়ার সদস্যদের প্রযোজ্য (অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত)।

[২] জালাল উদ্দিন দাবানি একজন ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, আইনজ্ঞ এবং কবি। তিনি আল্লামা দাবানি হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাঁকে ইরানের পঞ্চদশ শতাব্দির একজন শীর্ষস্থানীয় পন্ডিত হিসেবে গণ্য করা হয়। জন্ম: জুলাই ১৪২৬ জন্মস্থান: দাবান, ফার্স, তিমোরিদ প্রদেশ, ইরান। মৃত্যু: অক্টোবর/নভেম্বর ১৫০২ (অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত)।

আশেকের অন্তরে চমকাতে থাকে। অতএব, মাশুকের সূর্য আশেকের ক্বলবের প্রান্ত থেকে উদিত হয়।

কবিতাংশ

প্রথম প্রেম প্রেমাস্পদদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়,
অপরপক্ষে প্রেমিকদের অন্তরকে তা উত্তেজিত করে।
প্রেমাস্পদের সত্তা সূর্য সদৃশ্য এবং প্রেমিকের সত্তা চন্দ্র সদৃশ,
নিঃসন্দেহে সূর্যের আলো থেকে চন্দ্র আলো গ্রহণ করে।
কিন্তু সূর্যের আলোক রশ্মি চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে,
বাহ্যিকভাবে চন্দ্রের আলোক রশ্মি প্রকাশিত হয়।

পংক্তি

প্রেমাস্পদদের প্রেমানুরাগ গুপ্ত থাকে,
আর প্রেমিকদের প্রেমানুরাগে বিলাপ ও আর্তনাদ প্রকাশিত হয়।

সুকণ্ঠের অধিকারী বুলবুলি পাখির গানের সুরে এখানে ইহা বর্ণিত হচ্ছে যে, তিনি হযরত গাউছে পাক ১২৭০ হিজরী সনে কলকাতা শহরে একদিন পালকি যোগে পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে অথবা কোন জরুরী কাজে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে জনাব ফলকে রেকাব, বেলায়তে ইনতেসাবে কুতুবিয়ত, আরশে রিফঅ'তে মাহতাব, বরজে আজমত, ফরদুল আউলিয়া, সনদুল আসফিয়া হযরত মাহবুবে সোবহানী হযরত শায়খ মুহিউদ্দিন আবু মুহাম্মদ আব্দুল ক্বাদের জিলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর বংশধর শায়খ আবু শাহমা মুহাম্মদ ছালেহ লাহুরী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু); যিনি হিন্দুস্থানের বেলায়তের বাদশাহ হিসেবে খ্যাত; যিনি তখন কলকাতা শহরে অবস্থান করছিলেন। আর স্বীয় হেদায়তের অলোকবর্তিকার আলোক দ্বারা কলকাতা শহর বরং সমগ্র ভারত বর্ষকে জান্নাতের সুশোভিত সম্মানিত বাগানে পরিণত করছিলেন। কাকতালীয়ভাবে, আমাদের হযরত গাউছুল্লাহিল আযম মাইজভাণ্ডারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর শোভাযাত্রার দিকে হযরত শায়খ আবু শাহমার (রহমতুল্লাহে আলাইহি) কুটিরের দরজার দৃষ্টি পতিত হল। হযরত আবু শাহমা (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) বিশিষ্ট ওলামা, ও জ্ঞানীগুণী ও তাঁর দরবারের গণ্যমান্য ভক্তদের নিয়ে ধর্মালোচনা করছিলেন। অর্থাৎ সমস্ত ওলামা ও দরবারের ভক্তগণ ছাঁটাইয়ের বিছানায় তাঁর খেদমতে সম্মুখে উপবিষ্ট ছিলেন। আর হযরত শায়খ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) একটি খাঁটের উপর উপবিষ্ট হয়ে সূর্যের ন্যায় ফয়জের আলোক বর্ষণ করছিলেন। ইত্যবসরে, হযরত শায়খ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর কিমিয়া সদৃশ দৃষ্টি হযরত গাউছে মা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর শোভাযাত্রার দিকে পতিত

হল। তাড়াতাড়ি, তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় খাস খলিফা জনাব হযরত শাহ্ এনায়েত উল্লাহ ছাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর মাধ্যমে হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। হযরত গাউছে পাক এই বিষয়ে অবহিত হয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সেখানে গমনের অনুমতি প্রদান করে বলেন, ঠিক আছে, চলুন, যাই।

হযরত শায়খ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর সাথে তাঁদের চার চোখের মিলন ঘটল। তিনি অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে (গাউছে পাক) নিজের পাশে বসালেন এবং শাহ ছাহেব এর মাধ্যমে তিনি বাবুর্চি খানা থেকে বিশেষ খাবার তলব করে তাঁর সামনে রাখলেন। হযরত গাউছিয়ত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় জাগির (বাসা) থেকে যদিও তৃপ্তি সহকারে পানাহার করে গিয়েছিলেন, হযরত শায়খ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর পরিবেশিত সমস্ত বিশেষ খাবার ভক্ষণ করে বললেন, আরো খাস খাবার চাই। অথচ তাঁকে পরিবেশিত খাস খাবার এত পরিমাণ ছিল যে, যা চার-পাচঁ জন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল। তখন হযরত শায়খ আবু শাহমা (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) বললেন, ভাই! যেই পরিমাণ খাস খাবার আমার বাবুর্চি খানায় মজুদ ছিল সবটাই আপনার সামনে পরিবেশন করা হল। অবশিষ্ট খাস খাবার আপনাকে আপনার স্বহস্তে রন্ধন করে খেতে হবে। অতঃপর পরস্পর সালাম ও কুশল বিনিময় করে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। ইহার পর হযরত শায়খ আবু শাহমা (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) উপস্থিত ব্যক্তিদের বললেন, আমার সমগ্র জীবনে আজই একজন ব্যক্তির হাতের সাথে আমার হাত মিলানোর সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) হযরত গাউছিয়ত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর সুউচ্চ শান ও সুমহান মর্তবার কথা উপস্থিত ব্যক্তিদের সমাবেশে বর্ণনা করলেন। সুবহান আল্লাহ! হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর কেমন সুউচ্চ শান ও সুমহান মর্তবা যে, হিন্দুস্থানের বেলায়তের বাদশাহ স্বীয় সমগ্র জীবনে তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে কেবল আমাদের গাউছিয়ত মা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর মোবারক হস্তকে বাঞ্ছিত ব্যক্তির হাত হিসেবে খুঁজে পেলেন।

সুস্পষ্ট উপকারিতা

জানা উচিত যে, আ'রেফদের পরিভাষায় বাবুর্চি খানা দ্বারা ক্বলব (অন্তঃকরণ) ও অন্তরের আ'রেফদের (খোদা পরিচয়জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি) প্রতি ঈঙ্গিতবহ। আর খাস খাবার দ্বারা উদ্দেশ্য বাতেনী (আধ্যাত্মিক) নিয়ামত। যেন হযরত শায়খ আবু শাহমা (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) সর্বশেষ রহস্যপূর্ণ বাণী দ্বারা ফয়জে ইত্তেহাদী এর দিকে ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ যা কিছু বাতেন নিয়ামত

আমার বক্ষের খনিতে রক্ষিত ছিল, সবটাই আপনাকে প্রদান করা হল। এই অবস্থায় আমি এবং আপনি এক, একটি স্তরের এবং একই মর্তবার। যদি এই স্তর থেকে আরো উন্নত স্তর ও মকামে আরোহন করতে চান; যেটি নিম্নোক্ত বাণীর মর্ম মতে জ্ঞানের স্তর "হে আমার প্রভূ আমাকে জ্ঞান দান করুন।" সেটি আপনার মর্জি। সেই জন্য আপনাকে সুদৃঢ় প্রত্যয়ী, অধিক মুজাহাদা ও রিয়াজাত দ্বারা অর্জন করতে হবে। সুবহান আল্লাহ! কেমন সুপ্রশস্ত পাত্র ও কতটা উৎসাহ ব্যঞ্জক যে, প্রথম দর্শনে হিন্দুস্থানের বাদশাহর বাবুর্চি খানার সবকিছু লুটে নিলেন।

গজল

পৃথিবীতে যদি কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক বিষয় থাকে, কেবল এই রকমই হবে,
দৃশ্যমান পৃথিবীতে যদি কোন সমুদ্র থাকে, কেবল এ রকমই।
পৃথিবীতে আপনার দেহাবয়ব পবিত্র সত্তার ছায়া,
কোথাও পৃথিবীতে যদি খোদার ছায়া থাকে, তাহলে কেবল এ রকমই।
আপনার উদ্যমের হাতের তালুতে উভয় জগত একটি গ্রাসের মত,
একত্ববাদের গভীর সমুদ্রের তিমি সদৃশ যদি তা হয়, তাহলে কেবল এরকমই।
আপনিই হলেন আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসক আর রোগ সরানোয় আপনার কাজ,
পৃথিবীর কোথাও যদি কোন মসীহ (রোগ আরোগ্যকারী) থাকেন,
তাহলে কেবল এরকমই।
আপনিই ভূপৃষ্ঠের কিবরিয়াতে আহমর (লালগন্ধক),
পৃথিবীর কোথাও যদি কিমিয়া (পরশমনি) থাকে, তাহলে কেবল এরকমই।
হে গাউছে খোদা! মকবুল (গ্রন্থকার) আপনার কোঁকড়া চুলের ফাঁদে বন্দী,
কেউ যদি কোঁকড়া চুলের শৃংখলে বন্দী হতে চায়, তাহলে কেবল এরকমই হবে।

হযরত শায়খ আবু শাহমা (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে স্বয়ং নিজেই তলব করে আধ্যাত্মিক দৌলত দ্বারা সুশোভিত করা দ্বারা ঐ দিকে ইঙ্গিত করছেন যে, তিনি হযরতই (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হলেন মুরাদ (বাঞ্ছিত বস্তু বা বিষয়), মুরীদ নয়। কেননা, খোদা অন্বেষী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম স্তর হল-মুরাদ (বাঞ্ছিত বস্তু বা বিষয়)। এই স্তরের ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র ফযল ও তাঁর সুমহান জজ্‌বা আচ্ছাদিত করে পেরেশান ব্যতীত রিয়াজত ব্যতিত মুজাহেদার কষ্ট ব্যতীত কামিল মুকাম্মিল মুরশিদের তাওয়াজ্জুহর মাধ্যমে শাহেদে হাক্বিক্বি (প্রকৃত দর্শন) স্তর দেখানো হয়। নিজেকে আমিত্ব ও আত্ম অহংকার থেকে মুক্তি প্রদান করতঃ 'বি ইয়াসমেয়ু' (আমার শুনাতে শুনে) এবং "বি ইয়াবসিরু" (আমার দেখাতে দেখে) স্তরে উপনীত করেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ,

তিনি যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আর আল্লাহ সুমহান মর্যাদার অধিকারী"। দ্বিতীয় স্তর হল মুরীদ। এই স্তরের ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ অধ্যবসায়, মুজাহেদা, প্রচেষ্টা ও রিয়াজতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র রহমত আচ্ছাদিত করে আল্লাহ্‌র দরবারে খোদার দর্শন লাভ হয়।

কবিতাংশ

যদি তুমি খোদার অনুগ্রহ ব্যতিত তার দিদার (সাক্ষাত) না পাও,
হে ভাই! তাহলে তুমি জান প্রাণ দিয়ে তা চেষ্টা কর।
খোদা সন্ধানের পথে ভরসা করে এগিয়ে যাও,
যাতে প্রেমাস্পদের সাথে মিলন ঘটে।

হযরত শায়খ আবু শাহমা (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর পারিবারিক অবস্থার বিবরণ

হযরত শায়খ আবু শাহমা (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এর আরো তিন জন ভাই ছিলেন। প্রথমজন হলেন সুমহান কুতুবুল আক্‌তাব ফরদুল আহবাব হাজিউল হারামাইনে শরীফাইন হযরত দেলাওর আলী শাহ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু)। তিনি আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী, যাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানের সমাবেশকারী ছিলেন। তাঁর ওফাতের তারিখ সম্পর্কে কেউ নিম্নোক্ত শেয়ারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কবিতাংশ

হে গোলাকার পৃথিবীর বীর সিংহ! বেহেশতের বাগানে প্রবেশ করেছেন।
তাঁর ইন্তেকালের সন কামেল সুফিদের প্রধান দফতর থেকে
কোন আহবানকারী উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় ভাই হলেন জনাব হযরত শাহ ক্বাদাওর ছাহেব; যিনি হযরত শায়খ আবু শাহমা (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর ছোট ছিলেন। তাঁর (শাহ্ ক্বাদাওর) থেকে ছোট হলেন হাজিউল হারামাইনে শরীফাইন হযরত শাহ মুহাম্মদ মুনীর ছাহেব (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু); তিনি ১৩০৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ওফাত দিবস আল্লাহর ফয়জ বর্ষণের উপায়। তাঁর ছাহেবজাদা (পুত্র সন্তান) অর্থাৎ হযরত শায়খ আবু শাহমা (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁর (আবু শাহমা কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) কন্যার স্বামী জনাব হাজিউল হারামাইন শরীফাইন হযরত মওলানা শাহ মুহাম্মদ নুরুল হক ছাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহি) স্বীয় বুজুর্গ পিতার ওফাতের তারিখ নিম্নোক্ত পংক্তিতে এইভাবে বর্ণনা করেন-

কবিতাংশ

আলোকিত ছুফী শাহ মুহাম্মদ মুনীর;
যিনি চুড়ান্ত ঠিকানার দিকে যাত্রা করেছিলেন।

কবিতাংশ

সেই খোদা স্মরণকারীর ওফাতের ঘটনা প্রমাণ করে যে,
তিনি খোদা ভীরু ও সালেকদের প্রত্যাবর্তন স্থলের দিকে শুভ একটি
রজনীতে যাত্রা করেন।

হযরত শায়খ আবু শাহমা (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর ছাহেবজাদী (কন্যা) জীবদ্দশায় পৃথিবীর শোভা বর্ধনকারী ছিলেন। তিনি জনাব মওলানা শাহ মুহাম্মদ নুরুল হক ছাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর বিবি ছাহেবানী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পূতঃ পবিত্র এবং আল্লাহর মকবুল ছিলেন। জনাব মওলানা শাহ মুহাম্মদ নুরুল হক ছাহেবের মুখে তাঁর অধিক প্রশংসা ও গুণকীর্তন শুনা যেত। তিনি (নুরুল হক রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলতেন যে, হযরত শায়খ আবু শাহমা (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) কোন কোন সময় নির্জনে স্বীয় ছাহেবজাদী (কন্যা) কে সামনে নিয়ে বসতেন এবং তাঁকে হাক্বিক্বত ও মা'রেফাতে ইলাহীর শিক্ষা দান করতেন। মওলানা নুরুল হক ছাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহি) হযরত শায়খ আবু শাহমা (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে নিম্নোক্ত শ্লোকটি লিপিবদ্ধ করেন।

কবিতাংশ

আপনার পবিত্র সত্তার হৃদয়ের সাম্রাজ্য আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তার ছায়া ছিল,
আপনার কর্নের নিম্নস্থ নির্দেশ প্রদানকারী গলা সম্রাটের ভুমিকা গ্রহণ করেছিল।
আপনার ফয়েজপূর্ণ সত্তা অত্যাচার, কপটতা ও কুফরি দূরীভূতকারী,
আপনি পেরেশানে নিমজ্জিতদের স্থায়ী সাহায্যকারী।
আপনার পবিত্র সত্তা সত্যের ধারক,
প্রত্যেকে আপনার কাছে নফ্‌সের ষড়যন্ত্র ও শয়তানী প্রতারণা থেকে নিরাপত্তা লাভকারী।
রাতের অন্ধকার আপনার হেদায়তের দিনের আলোতে পরিবর্তিত হয়ে গেল,
আপনার কাছে পেশকৃত সমস্যাগুলি সমাধান হয়ে গেল এবং প্রত্যেক কাজ
সহজ হয়ে গেল।
প্রত্যেক পংক্তির শুরু থেকে যদি একটি বর্ণের দিকে তুমি তাকাও,
তাহলে মুর্শিদের নাম তুমি পাবে, তাতে চক্ষু আলোকিত হবে।

১২৯০ হিজরীতে হযরত শায়খ আবু শাহমা (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) ইন্তেকাল করেন। মওলানা শাহ মুহাম্মদ নুরুল হক ছাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহি) তাঁর ওফাতের তারিখের ব্যাপারে নিম্নোক্ত পংক্তিতে বলেন-

কবিতাংশ

সংকীর্ণ পৃথিবী থেকে বেহেশতে যিনি যাত্রা করেছিলেন,
তিনি হলেন খোদাভীরু শাহ ছুফী হাজিউল হারমাইন ছালেহ।
তিনি লাহোরের অধিবাসী, পূর্ণ জ্ঞানের অনুসন্ধানী,
তিনি ছিলেন খোদা অনুসন্ধানী বেহেশতী সৎকর্মশীল পুরুষ।

ঘটনাঃ হযরত গাউছিয়ত মা'আব খাসখানা গ্রহণের পর থেকে কখনও কখনও হযরত শায়খ আবু শাহমা (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর কিমিয়াবৎ খাস ছোহবতে যাওয়া আসা করতে লাগলেন এবং নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মার্থ ও গোপন রহস্য অনুধাবন করতে লাগলেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন "তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।" যদি কখনও হযরত গাউছিয়ত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সেখানে গমন করতে সামান্য বিরতি হত, তখন হযরত শায়খ আবু শাহমা (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) নিজেই দেখা করতে আসতেন। মূলতঃ কোন মুহূর্ত ও সময়ে শারীরিক বিচ্ছেদ থেকেও তাঁরা দূরে থাকতে চাইতেন না। বরং প্রতি মুহূর্তে সৌভাগ্যশীল বন্ধুর মত তাঁরা প্রিয় বন্ধুর মত থাকতেন। আর সর্বদা তাঁরা সেমা ও সূফি সংগীতের মজলিশে এক সাথে থাকতেন। বরং প্রতি সফর, অবস্থানকালীন ও উঠা-নামার সময় তাঁরা উভয়ে একত্রে শরীক হতেন। ১২৭৩ হিজরী সনে হযরত গাউছিয়ত মা'আব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইশকের জজ্‌বার আধিক্যে এবং আধ্যাত্মিক হালের কারণে সম্পূর্ণ মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে গেলেন। সেই সময় জনাব মওলানা জান আলী ছাহেব সুলতানপুরী এবং জনাব মওলানা আব্দুল বদী ছাহেব আসকরাবাদী চাটগামী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর সঙ্গী ছিলেন এবং তাঁরা উভয়ে তাঁর খেদমতে নিয়োজিত থেকে উভয় জাহানের ফয়েজ ও কল্যাণ হাসিল করছিলেন।

খোদার মর্জিতে হযরত গাউছিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর ইশকে ইলাহীর রোগ দিন দিন এতটাই বাড়তে লাগল যে, উভয় মওলানা ছাহেব তাঁর পার্থিব হায়াতের ব্যাপারে নৈরাশ হয়ে কাফনের কাপড় পর্যন্ত ক্রয় করে ফেললেন এবং দুই বছর পর্যন্ত কঠিন রোগে অত্যন্ত নিরুপায় অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলেন। ১২৭৫ হিজরী সনে বাংলা মাসের ১৯ শে আষাঢ় রোজ সোমবার গাউছিয়াত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর বুজুর্গ পিতা জনাব শাহ ছুফী হযরত মতিউল্লাহ

(রহমতুল্লাহে আলাইহি) এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে পরকালে চলে গেলেন। "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।"

ঘটনাঃ হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর সম্মানিত পিতার ইন্তেকালের পর উভয় মওলানা ছাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহিমা) এঁর চিঠি পেয়ে হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর সম্মানিত মাতা তাঁর সহোদর ভাই জনাব মৌলভী শাহ আব্দুল হামিদ ছাহেব (রহমতুল্লাহে আলাইহি) কলকাতায় গমন পূর্বক দ্রুত প্রচেষ্টায় হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর ঠিকানা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ধীরে ধীরে তাঁর সুস্থতা পরিলক্ষিত হতে লাগল। ১২৭৬ হিজরী সনে বাংলা সনের বৈশাখ মাসে তাঁর শাদী মোবারক ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত আজিম নগর নিবাসী জনাব মুন্সী আফাজ উদ্দিন আহমদ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর পূতঃপবিত্র কন্যা আলফুন্নেসার সাথে সম্পন্ন হয় এবং সেই বছর আশ্বিন মাসে হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর সম্মানিত বিবি ছাহেবানী অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করেন- " "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।" হুজুর পুর নুর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর প্রথমা সম্মানিতা স্ত্রী ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় বিবাহ জনাব মৌলভী আফাজ উদ্দিন ছাহেবের পূতঃপবিত্র কন্যা লুৎফুন্নেসা এর সাথে সম্পন্ন হয়। হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ১২৭৬ ও ১২৭৭ হিজরি সনে এই দুই বছর শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে নিয়োজিত থাকেন এবং ওয়াজ-নসিহত করে শিরক-বিদাত এর অন্ধকারকে পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ দূরীভূত করতে থাকেন।

গজল

সেই তুর্কি ও অনারবের মিম্বর আজ আলোকিত হয়েছে,
আজ আরশ থেকে শত অভিনন্দন ধ্বনি আসতেছে।
গান শেষ হতে ঠোঁট সমূহে কৃতজ্ঞতার বহিঃ প্রকাশ ঘটল,
তোতা ও বুলবুলি পাখির মুখ আজ বোবা হয়ে গেল।
তাঁর ফয়জের মেঘমালা আমার সকাশে আসতেই দুষ্প্রাপ্য মোতির মূল্য আজ মূল্যহীন হয়ে গেল।
দিবসের আলোক দ্বারা তিনি উজ্জ্বল হেদায়তের রাত্রি,
জগত থেকে অজ্ঞতার অন্ধকার ও বেদআতকে আজ দূরীভূত করেছেন।
হেদায়তের প্রদীপ দ্বারা তিনি মা'রিফতের পথের খিজির (পথপ্রদর্শক),
তিনি নবী ﷺ এঁর দ্বীনের (ধর্ম) ঘরকে আজ উজ্জ্বল করেছেন।

ইহার পরবর্তীতে প্রত্যক্ষ দর্শনার্থীর জন্য ব্যক্তিত্ব চেতনা বা আত্মসম্মান বোধকে অদৃশ্য পর্দা থেকে উম্মুক্ত করে দিলেন। আর প্রত্যেক মুহূর্ত ও সময়ে

নিম্নোক্ত হাদিসের মর্ম মতে প্রাণস্পন্দন দেখাতে লাগলেন। হাদিসের বাণী "আর আল্লাহ আমার থেকেও অধিক আত্মসম্মানের অধিকারী।" (বুখারী, হাদিস নং-৬৮৪৬)। নিম্নোক্ত বাণীকে নিজের দিকে সম্বোধিত করতে লাগলেন- "এই জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয়নি এবং এই ব্যপারে তোমাকে আদিষ্ট করা হয়নি।" আর স্বীয় মাহবুব বা প্রেমাস্পদদেরকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিলেন। এক পর্যায়ে জজ্‌বাতি হালের আধিক্যের কারণে আল্লাহ তায়ালার ইশক অন্য সবকিছু অপেক্ষা প্রবল হয়ে গেল। আর সমস্ত সৃষ্টি জীব থেকে তাঁর চেহারাকে ফিরাইয়া নিলেন। আর দুনিয়াবী সম্পর্কের পর্দাকে পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন এবং পার্থিব মৃত প্রায় বস্তু থেকে চার তাকবির বলে নিজের পায়ের নীচে পরিপূর্ণ দাফন করে দিলেন।

গজল

আমার হৃদয় ও প্রাণ ঐ স্বর্ণ মূর্তি হরণ করে নিল,
অকস্মাৎ অজ্ঞাতসারে প্রেমাস্পদ আমার প্রাণ হরণ করল।
প্রথম ধৈর্য্য ও হৃদয়ের প্রশান্তি অস্থিরতায় রূপান্তরিত করল,
একটি তির্যক দৃষ্টি দিয়ে ঐ হৃদয় হরণকারী সব লুটে নিল।
অর্থাৎ যেই প্রতিশ্রুত মনোহর ভঙ্গি নিয়ে রাত্রি আগমনের সময় প্রদর্শন করল,
কিন্তু আমার সুখ স্বপ্ন সেই নরক ব্যাধি হরণ করে নিল।
বাঁকা দীর্ঘ কেশের জালে হৃদয় বন্দী হয়ে গেল,
দ্বীন (ধর্ম) ও ঈমান (বিশ্বাস) অবিশ্বাস্যভাবে হরণ করে নিল।
তাঁর বর্শা সদৃশ চোখের পলক আমার হৃদয়কে চুরি করেছে,
আমার বক্ষ দেশকে সেই প্রতাপশালীর তীর হরণ করেছে।
ধন-সম্পদ, জ্ঞান, গুণ, স্মরণ শক্তি, মেধা, হুশ ও বুদ্ধি
এই সবগুলো সেই প্রেমাস্পদের মান-অভিমান হরণ করে নিল।
মকবুল খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এজন্য যে,
এখন কোন কিছু অবশিষ্ট নাই- আমাকে ও আমার সবটাই গাউছে
মাইজভাণ্ডারী হরণ করে নিলেন।

১২৭৮ হিজরী সালে সৈয়দা বদিউন্নেসা নামে তাঁর একজন শাহজাদী জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২৮২ হিজরী সনে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। একজন পুত্র সন্তানও জন্ম গ্রহণ করেন; যাঁর নাম জানা যায়নি, উক্ত সময়ে জন্মগ্রহণ করে ইন্তেকাল করেন। ১২৮২ হিজরী সালে জনাব বেলায়তে মা'আব (গাউছে পাক) এঁর শাহজাদ মওলানা শাহ সৈয়দ ফয়জুল হক ছাহেব বাংলা সনের ১৩ই চৈত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ১২৮৯ হিজরী সনে শাহজাদী আনোয়ারুন্নেসা: যাঁকে হযরত গাউছিয়ত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তোতা ময়না

বলে ডাকতেন; তিনি জন্ম গ্রহন করেন। 'হে আল্লাহ! তাঁর সন্তান-সন্ততিদের হায়াত বৃদ্ধি করে দিন এবং তাঁদের নিঃশ্বাসের বরকতে দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের উপকৃত করুন। আমিন। 'ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা খায়রি খালকিহি সাইয়্যিদিনা ওয়া মওলানা মুহাম্মদ আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহী ওয়া আউলিয়ায়ি উম্মাতিহি আজমাঈন ইলা ইয়াওমিদ্দিন" (আল্লাহ তায়ালা দরূদ বর্ষন করেন সৃষ্টির সেরা আমাদের সর্দার ও মওলা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর উপর, তাঁর সাহাবী, উম্মতদের আউলিয়াদের উপর বিচার দিবস পর্যন্ত)।

কবিতাংশ

হে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন গাউছে পাক! আপনি খোদার দর্পন,
যদি তুমি (গ্রন্থকার) খোদা চাও, তাহলে ঐ দরবারের মাটি হয়ে যাও।
হে হৃদয়! তোমার জানা আছে যে, এই দরবারের একটি ক্ষুদ্র কণা
খোদার আরশের তারা এবং নভোমণ্ডলের সূর্য।
তাঁর পরিবার-পরিজনকে ভালবাসা বেহেশতের চাবি,
তাঁর ভালবাসা হৃদয়ের ব্যাথার ঔষধ এবং বিষের প্রতিষেধক।
অসহায় মকবুল আপনার সামান্য দয়ার দৃষ্টির প্রতিক্ষায় থাকি,
কেননা আপনার সামান্য দয়া দৃষ্টি দ্বারা অল্প মাটিও কিমিয়ায় (পরশমনি) পরিণত হয়।

পঞ্চম ফরতু : হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর পবিত্র দৈহিক গঠন ও কতেক আদত (অভ্যাস) এর বর্ণনা প্রসঙ্গ; যাহা আশেকদের কাছে আগ্রহ ও আনন্দের কারণ

প্রকাশ থাকে যে, তিনি হযরত; যিনি কল্যাণ ও বরকতের গুপ্ত খনি। তিনি তেমন একটা ক্ষীনকায় ছিলেন না এবং মোটাও ছিলেন না। তিনি মধ্যম গঠনের বাদামী রঙ বিশিষ্ট ছিলেন। চোখের ভ্রু লম্বা ও সুশ্রী এবং দাঁড়ি মোবারক শুভ্র সুন্দর ছিল। মাথা মোবারকের পবিত্র চুলগুলি সাদা ছিল, কানের লতিদ্বয় ঝুলন্ত ছিল। চেহারা মোবারক গোলাকার ও উজ্জ্বল দীর্ঘ পূর্ণিমার চাঁদের মত ছিল। বক্ষ মোবারক হিংসা মুক্ত একটু চওড়া ও অল্প কেশযুক্ত ছিল। পেট মোবারক খাখুম প্রাণীর মত সমতল ছিল। তাঁর হাত মোবারক দীর্ঘ, আঙ্গুলসমূহ সরু ও সমান ছিল। নখ মোবারক কর্তন করে ছোট করে রাখতেন। পা মোবারকের বৃদ্ধ আঙ্গুলদ্বয়ের নখগুলি মসৃণ মনে হয়।

গজল

জগতের প্রাণ ও চোখের তারা আপনাকে করব,
প্রাণভরে আপনার সৌন্দর্য্য তবে দেখব।
'ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল' (আর-রহমান:২৬) এই আয়াতের মর্ম প্রকাশিত হয়ে গেল,
তবে প্রিয়তমের সৌন্দর্য্যকে গোপন করে রাখব না।
'যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে'(আন-নাবা:১৮)-এই আয়াতের রাজ-রহস্য স্বতঃপ্রকাশিত,
আপনার মাহাত্ম্যের যে নিদর্শনাবলী দেখব।
'কে জীবিত করবে অস্থি সমূহকে' (সূরা ইয়াসীন:৭৮)-এই আয়াতের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটিত হল,
সুমিষ্ট ভাষায় আপনার আলোচনা ও গুণকীর্তণ শ্রবণ করব।
"তারা আসবে দূর দূরান্ত থেকে" (সূরা হজ্জ:২৭)-এই আয়াতের গুপ্ত রহস্য
উদ্‌ঘাটিত হবে- তবে আপনার দরবারের দিকে তাকাব।
আল্লাহ্‌র সম্মানিত হেরম শরীফের তাওয়াফ এর রহস্য যখন উদ্‌ঘাটিত হবে,
তবে আপনার গলিপথে আমি প্রদক্ষিণ করতে থাকব।
"শপথ সূর্যের ও তার কিরণের" (সূরা শামস:১)- এই আয়াতের মর্মার্থ উদ্ভাসিত হবে,
তবে আপনার চেহারায় আলোকিত গ্রন্থ আমি পড়ব।
"রাতের শপথ" (সূরা লায়ল:১)-এই আয়াতাংশের মর্মার্থ স্বতঃপ্রকাশিত হবে,
আপনার কস্তুরি সদৃশ কেশগুচ্ছ দ্বারা নিজেকে সাজিয়ে নিব ।
"মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয়" এর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে,
তবে প্রিয়তম! আপনার গুনাবলী সবক্ষেত্রে আমি বর্ণনা করব।

"মোতি ও প্রবাল" এর প্রকৃত রহস্য আমার কাছে প্রকাশিত হবে,
হে প্রিয় সাথী! তবে আপনার দন্ত মোবারকের দিকে তাকিয়ে থাকব।
"আল্লাহ্‌র হাত" (সূরা ফাতহ)-এই আয়াতাংশের রাজ-রহস্য হয়ে যাবে উদ্ভাসিত,
যখন আপনার বরকতময় হাত দেখব।
"আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আলাইহিস্‌সালাম) এঁর সাথে কথা বললেন"
(সূরা মায়েদা) এই আয়াতাংশের প্রকৃত মর্ম আমার কাছে উদ্ভাসিত হল,
হ্যাঁ, এখন আমি মিষ্টি ভাষায় আপনার সাথে কথা বলব।
"আর আপনি মাটির মুষ্টি নিক্ষেপ করেননি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলেন"
(সূরা আনফাল:১৭)-এই আয়াতাংশের রহস্য উদ্ভাসিত হল,
তবে আপনার তাছাররুফ (প্রভাব) সব বিষয়ে চিন্তা করব।
"অতঃপর তোমরা শিকার কর" (মায়েদা) এই আয়াতাংশের মর্মার্থ ভালভাবে উদ্‌ঘাটিত হবে,
যখন আপনার চোখের ভ্রু ও চোখের পাতা দেখব।
"বিদ্যুৎচমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়" (সূরা বাকারা: ২০) এই
আয়াতাংশের গোপন রহস্য প্রকাশিত হবে,
তবে আপনার মৃদু হাসিকে সর্বক্ষেত্রে প্রিয় হিসেবে দেখব।
হে গাউছে আজম! মকবুলের (গ্রন্থকার) আশা যে, আপনার দীদার (সাক্ষাত) পাব,
তবে আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ সর্বক্ষেত্রে প্রিয় হিসেবে নিব।

হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অধিকাংশ সময় মনোরাম সাদা পোশাক পরিধান করতেন। তিনি সুন্দর ও হাসি খুশি জীবন যাপন করতেন। অধিকংশ সময় মাথা মোবারক খালি থাকত। চামড়ার লম্বা কাটা জোতা পরিধান করতেন। এতদ্‌সত্ত্বেও সুউচ্চ মর্তবা অর্জনের জন্য মোজাহেদা করা থেকে এক মুহূর্তও বিরত হতেন না। বরং সর্বাবস্থায় স্তরসমূহে উন্নতি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন। প্রতি নিঃশ্বাসে সুমহান উন্নতির স্তর ও মকামের দিকে অগ্রসর হতেন এবং প্রতি মহূর্তে বুলবুলি পাখির মত "রাব্বি যিদনী ইলমা" (হে প্রভূ! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।) ইহা গানের সূরে গাইতেন এবং সর্বশক্তিমান বাদশাহর (আল্লাহ) নৈকট্য অর্জনে ব্রতী হতেন। কখনো তিনি পালঙ্ক অথবা খাটে শয়ন করতেন না এবং মশারির ভিতর আরাম করতেন না। কখনও কখনও অত্যন্ত শীতের মৌসুমেও লেপ ও কম্বল গায়ে দিতেন না। খাবার গ্রহণের সময় উপস্থিত যা কিছু পেশ করা হত সন্তুষ্টি চিত্তে গ্রহণ করতেন। শাক তরকারি যা কিছু পেশ করা হত আহার করতেন। বরং অপেক্ষাকৃত সবজি তরকারি ও এই জাতীয় তরকারির প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাতেন। হাদিয়া তোহফা প্রচুর পরিমাণে আসত। অধিকাংশ সময় সেগুলোর মধ্যে প্রথম হাদিয়া আনয়নকারীকে দিয়ে দিতেন। এবং নিজেও কিছু গ্রহন করতেন।

আবার কখনও উপস্থিত ব্যক্তিদের মাঝে নামে নামে নিজ হাতে বন্টন করে দিতেন। আবার কখনও ভিতর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলতেন। আবার কখনও প্রতিবেশীদের দান করতেন। তাঁর সহ্য ও ধৈর্য্য শক্তি এমন পরিমাণ ছিল যে, অধিকাংশ সময় হাজতি-মাকছুদি তাঁর মজলিশে এসে শোরগোল করত, তারপরও কখনও শক্ত ও কঠিন কথা তাঁর পবিত্র মুখ হতে বের হত না। বরং অত্যন্ত মধুর ও মিষ্টি ভাষায় প্রত্যেকের হাজত খুশি মনে জিজ্ঞেস করে পূরণ করতেন। এবং অধিকাংশ সময় হাদিয়া তোহফা বিতরণের সময় মহল্লাবাসীগণ অত্যন্ত ভীড় করতেন, তারপরও তিনি তা সহ্য করতেন। কিন্তু তাঁর জালালিয়তের কারণে কেউ তাঁর সামনে যাওয়ার সাহস পেত না। শুরুতে তাঁর সুমহান স্বভাবে অধিকাংশ সময় জালালিয়ত এর প্রাবল্য বেশি ছিল। তাঁর শেষ জীবনের দিকে জালালিয়ত থেকে জামালিয়ত বেড়ে গিয়েছিল। এতবড় সুমহান মর্তবার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক ছোট, বড়, যুবক ও বৃদ্ধদের স্নেহ ও দয়ার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাদের খবরা-খবর নিতেন। যদি কোন ব্যক্তি তাঁর সমবয়সী, বন্ধু, সহপাঠী ও পরিচিত কোন ব্যক্তির নাম তাঁর সমনে বলতেন, যদি সেই ব্যক্তি জীবিত থাকতেন তাহলে তার জন্য হাদিয়া- তোহফা প্রেরণ করতেন এবং তার সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার খবরা খবর নিতেন। আর যদি উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতেন, তাহলে তার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাতেন। এমনকি কোন ব্যক্তি হযরতের খেদমতে একদিনও গিয়েছিলেন, তিনি কখনও তার সারা জীবনে তাঁর স্নেহ মমতা ও অনুগ্রহের কথা ভুলতে পারবেন না। আর খাদেমদের মনে এই কথা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে যে, তাঁর শুভ দৃষ্টির সামনে আমাদের মত অধিক প্রিয় ও স্নেহ ভাজন দুনিয়ার বুকে অন্য কোন ব্যক্তি হবেন না। যদি কোন খাদেমকে দুই-এক ঘন্টা না দেখতেন তিনি তাঁদের খবরাখবর জিজ্ঞেস করতেন এবং পানাহারের সময় যতক্ষণ পর্যন্ত খাদেমগণ খেতেন না, ততক্ষণ তিনি নিজেও আহার গ্রহণ করতেন না। ধনী-দরিদ্র সবার প্রতি সমান দৃষ্টিতে স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করতেন। বরং ধনীদের তুলনায় দরিদ্রদের প্রতি অধিক যত্নশীল ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তাঁর ফয়েজপূর্ণ খেদমতে কেউ তাঁর দয়ার প্রত্যাশী হলে, সে কখনও খালি হাতে ফিরতেন না। বরং তার সে উদ্দেশ্য ও আশা পরিপূর্ণভাবে পূর্ণ হত।

কবিতাংশ

হে হৃদয়! কেউ কি স্বীয় উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে,
যাকে ঐ বাদশাহদের বাদশাহের দামান (আঁচল) আকড়ে ধরেছে।
মাথায় সম্মানের মুকুট পরে আনন্দ করব,

যাতে ঐ সুমহান সম্রাট তাঁর গোলামীতে আমাদের গ্রহণ করেন।

গজল

আপনি হলেন খোদার নুরের খনি ও বেলায়তের সমুদ্র,
রহমতের আঙ্গিনায় আপনি সদা অনুগ্রহশীল মেঘমালা।
ইশকের (প্রেম) আরশের সূর্য ও প্রেমাস্পদদের চন্দ্র আপনি,
আপনি অনন্ত ইশক ও ভালবাসার সাগর।
এই সুন্দর বিশ্ব চরাচরের সবকিছুকে আপনি বশীভূত করেছেন,
আপনি যোগ্য সাম্রাজ্যের বাদশাহ ও অধিপতি।
আপনি সুন্দর ও সৌন্দর্য্যের উৎস,
আপনি সমুজ্জ্বল চেহারার অধিকারী এবং স্নেহ-মমতার প্রতীক।
আকাশে ও আরশে আপনার ডংকা বাজছে,
সম্মানিত ও সুমহান আরশের সূর্য আপনি।
আল্লাহ্‌র নৈকট্যপূর্ণ দরবারে আপনি নৈকট্যপ্রাপ্ত,
নিশ্চিতভাবে আপনি আল্লাহ্‌র নৈকট্যপূর্ণ সাম্রাজ্যের বাদশাহ।
আপনি হলেন খোদার প্রিয়পাত্র এবং আপনি প্রিয়পাত্র হওয়ার যোগ্য,
কঠোর সাধনার ময়দানে আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা।
আপনার শুভ দৃষ্টি দ্বারা সবার উদ্দেশ্য পূর্ণ হল,
আপনি বদান্যতা ও অনুগহের খনি এবং দানশীলতার সমুদ্র।
দিন-রাত হাজতি মকছুদিগণ আপনার দরবারে ভীড় করত,
আপনি অনুগ্রহ, বদান্যতা, সহনশীলতা ও মানবতার অধিকারী।
আপনার ফয়েজপূর্ণ শুভ দৃষ্টি কাউকে কি উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দিয়েছে?
উভয় জগতে খোদার অনুগ্রহ আপনি।
আপনার দরবার থেকে কি করে কেউ নৈরাশ হবে?
আপনি হলেন ক্ষমতাধর এবং আপনি রহমতের সমুদ্র।
উভয় জগতের বিপদের সময় মকবুলের (গ্রন্থকার) কি ভয়?
আমার মালিক হলেন গাউছে আজম এবং আপনি রক্ষাকারী।

হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর উপদেশ সূচক কালামগুলি আরোগ্য লাভের উপায় ও পরিপূর্ণভাবে খোদা তায়ালার রাজ (রহস্য) ছিল। তাঁর সুমিষ্ট কথা-বার্তার সবটাই আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের নেয়ামতে ভরপুর। তাঁর গালির মধ্যে এমন স্বাদ ও মিষ্টান্ন ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে হতাশাগ্রস্ত ও পরিশ্রান্ত ব্যাথাতুর হৃদয়ের জন্য আরোগ্য লাভের ঔষধ ছিল। তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, তাঁর গালিগুলি ছিল পৃথিবীবাসীদের জন্য শূরা (সুপেয় পানীয়) বিশেষ। তাঁর উছিলায় আমাদের দুঃখ কষ্টকে লাঘব করুন। তাঁর প্রত্যেক পবিত্র বাণী

সীমাহীন হেকমতের রহস্যেপূর্ণ। তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করি এই জন্য যে, তাঁর বাণীগুলো আল্লাহ তায়ালার তাজল্লীর আলোকছটা। কতই সুমিষ্ট ও মধুর তাঁর ঠোঁট মোবারক! তাঁর প্রতিটি বাক্য যেন মিছরি ও মিষ্টান্ন এবং রহস্যে কানায় কানায় পূর্ণ।

গজল

হে সরু লাবণ্যময়ী প্রেমাস্পদ আপনার মত মিষ্টি মুখের কথা কারো নেই।
আপনার প্রত্যেক বর্ণ অত্যন্ত মধুময় এবং প্রত্যেক শব্দ রহস্যপূর্ণ ও অনুগ্রহে ভরা।
যিনি খোদার প্রিয়ভাজন হয়েছেন, নিশ্চিতভাবে তিনি সৎ ও বিশুদ্ধ।
তাঁর গালি মধুময় যা দুঃখ-কষ্ট দূরকারী।
তাঁর গালির মধু যে একবার আস্বাদন করল,
সে মিছরি ও মিষ্টান্নের কথা ভুলে যাবে।
তাঁর প্রতিটি শব্দ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভরপুর এবং প্রতিটি বর্ণ রহস্যে ভরা,
আপনার মত যার মিষ্টি মুখ রয়েছে তাঁর প্রেমময়তা উত্তম।
কেন হাস্যোজ্জ্বল মুখ সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ হবে না,
তাঁর প্রত্যেক শব্দ ক্বাতা[১] নামক কস্তুরীর সুগন্ধিযুক্ত এবং তাঁর প্রতিটি বর্ণ খুতন[২] নামক মৃগনাভির সুগন্ধিযুক্ত।
আমার কলমের উভয় মুখের ভাষা কেন মধুর হবেনা?
কেন হবে না আমার প্রতিটি ক্ষণ ও প্রতিটি বিন্দু মান-অভিমানে ভরা?
তাঁর মিষ্টি ভাষা, মিষ্টি মুখ এবং সরু সুন্দর দেহের কমনীয় ভঙ্গি,
তাঁর চমৎকার কথা আমার মুখের ভাষার অলংকার।
শত অভিনন্দন ও আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, মকবুল (গ্রন্থকার) মনে-প্রাণে আপনার জন্য নিবেদিত,
যদি আমি মিষ্টি ভাষায় আপনার গুণকীর্তন বর্ণনা করি তাহলে বুলবুলি পাখির সুরেলা ধ্বনির মত বলব।

তাঁর সুন্দর আচার-ব্যবহারে এমন লাজুকতা ও শোভা ছিল যেন খঞ্জন ও কাবকাদরি পাখির প্রতিচ্ছায়া ছিল। নয়! নয়! তিনি মূলতঃ ছিলেন হুর-পরীদের রূপ সৌন্দর্য্যের প্রকাশমানতা। তিনি প্রতি পদে পদে প্রেমময়তা ও সান্ত্বনার প্রতিশ্রুতি দিতেন। যারা যারা তাঁর প্রেমময় হৃদয় সিংহাসনে ও

[১] 'ক্বাতা' চীনের প্রাচীন একটি শহরের নাম। উক্ত শহরের হরিণের নাভীর কস্তুরি প্রসিদ্ধ (অনুবাদক)।

[২] খুতন চীনের একটি অঞ্চলের নাম। উক্ত অঞ্চলের হরিণ খুব প্রসিদ্ধ। যেগুলোর নাভি থেকে উন্নতমানের কস্তুরী পাওয়া যায় (অনুবাদক)।

প্রেমিকদের মঞ্জিলে পা রাখেন, হাজার হাজার ব্যক্তি ভালবাসার খঞ্জরে শাহাদাত প্রাপ্ত হয়ে পবিত্র নকশায় পরিণত হয়ে যায়।

গজল

তোমার সৌন্দর্য ও কমনীয় ভঙ্গিতে হুর ও পরীগণ উৎসর্গীত,
চন্দ্র ও সূর্য আপনার দীপ্তির আলোকছটায় আপনার দ্বারের ভিখারী।
তোমার গড়ন হতে লাজুকতা ও গুপ্ত রহস্য উৎসারিত, তোমার চোয়ালে রয়েছে লাজুকতা,
তোমার মত সুশ্রী ও প্রণয়ভঙ্গির মুখাবয়র আর কার আছে?
আমার আপাদ-মস্তক আনন্দে মেতেছে যাতে তুমি আগমন কর,
আর জগতের সৃষ্টি জীবসমূহ তোমার সিজদাকে ললাটে নিল।
আদম, শীষ ও নুহ (আলাইহিমাস্সালাম) এবং আরশ-কুরসি ও লাওহে মাহফুজ,
সব দেহ ও আত্মা তোমার (নুরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কদম পরে মাথা ঝুঁকিয়ে দিল।
জগতের চতুর্দিকে অলিতে ও গলিতে আমি সফর করেছি,
উভয় জগতে তোমার মত কেউ নেই।
তোমার ইশক আমার প্রাণে ছিল প্রোথিত,
এইকালে তোমার প্রতি আমার হৃদয়ের ভালবাসা হবে প্রকাশিত।
তুমি যদি হাজার দুঃখ দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আমার অন্য কেউ নেই,
তুমি ছাড়া আমার অন্তরে শুন্যতা বিরাজ করছে, তুমি হলে আমার মন-মগজ।
আমি খুশি উদ্‌যাপন করব, কেননা তুমি হলে প্রেমাস্পদদের বাদশাহ,
হাজার প্রাণ ও দ্বীনের কথা-বার্তা তোমার প্রণয়ের বদান্যতা ।
একটি ইশকের কথার অছিলায় আমার ইশকের পাত্রকে আলোকময় করে দাও,
আমার দেহ ও প্রাণ তোমার দান, আমার চিন্তা-চেতনায় তোমারই প্রণয় ভঙ্গি।
হে গাউছুল আজম! মকবুল তোমার কদমের ভিখারী,
তুমি ছাড়া আর কিছু চাইনা, শুধু তোমারই সাক্ষাতের সদকা কামনা করি।

হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পার্থিব জগতের প্রতি এমন ভ্রুক্ষেপহীন ও অমনোযোগী ছিলেন যে, কখনও টাকা-পয়সা স্বীয় পবিত্র হস্ত মোবারক দ্বারা স্পর্শ করতেন না। কিন্তু হেকমত হিসেবে কখনও কখনও তা স্পর্শ করতেন। যে কোন ব্যক্তি তাঁর ফয়েজপূর্ণ খেদমতে দুই-চার দিনও অবস্থান করেন, তার অন্তর অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে পার্থিব ভালোবাসা থেকে মুক্ত হয়ে যেত।

কবিতাংশ

তোমার ভ্রুকুটির বেদী যারা দেখেছে তাঁরা কা'বা ও মসজিদ সমূহ হতে
সম্পূর্ণরূপে পলায়নপর হয়েছে।
জুতা যেভাবে তোমার পায়ের সাথে সংযুক্ত, সেভাবে তোমার পায়ের
চারিদিকের প্রতিটি গলিতে আমরা অপেক্ষমান আছি,
তোমার তরবারিতুল্য একটি শুভ দৃষ্টি দান কর যাতে জগত থেকে বিমুখ হয়ে যাই।

তিনি তাঁর সারা জীবনে প্রকাশ্যভাবে কখনও কোন দুনিয়াদার, আমির ও ধনী লোকের সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হননি। বরং সমস্ত আমির-ওমরা, দুনিয়াদার ব্যক্তি ও ধনী লোকেরা জান-প্রাণ দিয়ে তাঁর পবিত্র কদমে লুটে পড়ত।

পংক্তি

মকবুল (গ্রন্থাকার) গাউছে মাইজভাণ্ডারীর (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) পবিত্র দ্বারে
মস্তক অবনত করেছে,
যে ব্যক্তি আপনার দ্বারে মস্তক অবনত করেছে সে সমৃদ্ধশালী।

ষষ্ঠ ফরতু (৬ষ্ঠ রশ্মি) : হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর কতেক কারামত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গ

জানা উচিত যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু এর দরবারে কোন বিষয় অসম্ভব নয়। অতঃপর যদি কোন অসম্ভব বিষয় সাধারণভাবে বা জ্ঞান অনুভূতিতে কারো কাছে প্রকাশিত হয়, তা কোন একটি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। এই বিষয়টি ঈমান ও ইসলামের সাথে সম্পর্কিত হোক অথবা ইহার সাথে সম্পর্কিত নয়। দ্বিতীয় অর্থের প্রেক্ষিতে (ঈমান ও ইসলামের সাথে সম্পর্কিত নয়) ইহাকে ইস্তিদরাজ বলা হয়। যেমন খোদাদ্রোহী ফেরআউনের হুকুমে নীল নদ প্রবাহিত হওয়া ইহা ইসতিদ্‌রাজ ছিল। প্রথম অর্থের প্রেক্ষিতে (ইহা ঈমান ও ইসলামের সাথে সম্পর্কিত) যদি তা কোন নবী থেকে প্রকাশিত হয় তাকে মুজিযা বলে। আর যদি তা কোন অলি থেকে প্রকাশিত হয়, তা প্রথম অর্থের প্রেক্ষিতে কারামত নামকরণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে আউলিয়া কেরামদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) কারামত নবীদের (আলাইহিমুস্‌সালাম) মুজিযার অন্তর্ভূক্ত। যেমন ইহা পূর্বে উল্লেখিত "ফতহুল গায়ব" কিতাবের বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যখন সালেক (খোদাপথচারী) ত্রিবিধ ফানা (তিনি প্রকার বিনাশ) স্তর-ফানা আনিল খাল্ক, ফানা আনিল হাওয়া ও ফানা আনিল ইরাদা স্তর অতিক্রম করেন, তখন প্রত্যেক নবীর প্রতিনিধি ও খলিফা হয়ে যান। অতঃপর ঐ অবস্থায় নবুওত স্তরের কামালিয়ত (পূর্ণতা) এ যা কিছু অবশিষ্ট রয়েছে, তখন তা সালেক পরিপূর্ণ অনুসরণের কারণে উত্তরাধিকার সূত্রে তা প্রাপ্ত হয়ে যান। ইহার উপর ঈমান রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। যে ব্যক্তি আউলিয়া কেরামদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) কেরামতকে অস্বীকার করে, সেই প্রকৃত পক্ষে নবীদের (আলাইহিমুস্‌সালাম) মু'জিযাকে অস্বীকারকারী।

যেমন রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-"যে ব্যক্তি আউলিয়াদের কারামত বিশ্বাস করল, সে প্রকৃতপক্ষে নবীদের (আলাইহিমুস্‌সালাম) মুজিযাকে বিশ্বাস করল। আর যে ব্যক্তি তাদের কারামতকে অস্বীকার করল, সে প্রকৃতপক্ষে নবীদের মুজিযাকে অস্বীকার করল।" উহা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কিন্তু মুজিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য করার মাধ্যমে নবীদের (আলাইহিমুস্‌সালাম) মুজিযা সমূহকে প্রচার ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে; যা পরিপূর্ণ ফরজ। আর আউলিয়া কেরামদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) উপর কারামত সমূহকে গোপন করা আবশ্যক ও অপরিহার্য। কেননা নবীগণ (আলাইহিমুস্‌সালাম) তাঁদের

নবুওয়তের দাবীর পক্ষে মুজিযা প্রকাশের পরিপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু, আউলিয়া কেরামগণ (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) তাঁদের বিপরীত। কেননা সৃষ্টি জীবের কাছে বেলায়তের দাবি প্রমাণ করা আউলিয়া কেরামদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) জন্য আবশ্যক নয়। কেননা ওলামায়ে রাব্বানীদের দাওয়াত (দ্বীন প্রচার) স্বীয় নবীর (আলাইহিস্সালাম) দ্বীনের প্রতি হয়ে থাকে। আর এই দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে স্বীয় পয়গাম্বর (আলাইহিস্সালাম) এঁর মুজিযাসমূহ যথেষ্ট। আলেম ও ফিকহবিদগণ যাহের (প্রকাশ্য) শরীয়তের বিধান পালনের দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকেন। আর আউলিয়া কেরামগণ (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) যাহের শরীয়তের দাওয়াতের সাথে সাথে শরীয়তের বাতেনী বিষয়ের দিকেও দাওয়াত দিয়ে থাকেন। এবং আল্লাহ্র স্মরণের মাধ্যমে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আর এই দ্বীন প্রচারের দাওয়াতে কারামত প্রকাশের প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া খাঁটি মুরীদ ও প্রকৃত খোদা তালাশকারী সুলুকিয়ত অবস্থায় নিজেদের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নতি লাভ করার কারণে, অন্য স্তরে সর্বদা প্রতি মুহূর্তে স্বীয় শায়খে কামেল এর কারামত নিজেদের সত্তায় অবলোকন করেন। অতঃপর শায়খে কামেলের তাসাররুফ (প্রভাব) তাঁর জন্য কারামত হিসেবে যথেষ্ট। অন্য কারামত তাঁর জন্য কেন প্রয়োজন? মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা সাধারণ লোকদের নিকট উত্তম কারামত। আর মৃত দিল ও রূহকে জিন্দা করা খাস ব্যক্তিদের নিকট পূর্ণ ধর্তব্য বিষয় (বড় কারামত)। আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) ইচ্ছাকৃত কারামত প্রকাশ করাকে হারাম মনে করেন। এবং ঋতুবতী মহিলার নেকড়া (ছেড়া কাপড়) এর মত গোপন করেন। বরং সালেকগণ উহাকে উদ্দিষ্ট মঞ্জিলে পৌঁছার প্রতিবন্ধক মনে করেন।

হযরত শায়খে আকবর মুহিউদ্দিন ইবনুল আরবী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বর্ণনা করেন, কতেক আউলিয়া যাঁদের থেকে বেশি পরিমাণে কারামত প্রকাশ পেয়েছিল; তাঁরা স্বীয় ইন্তেকালের সময় অনুতাপ করতে থাকেন যে, কেন এত পরিমাণ কারামত আমাদের থেকে প্রকাশ পেয়েছে? হযরত শায়খে আকবর (রহমতুল্লাহে আলাইহি) 'ফতুহাতে মক্কীয়া' কিতাবে লিখেন যে, আল্লাহ্র সৃষ্টি জীবের মধ্য থেকে কোন মাখলুক (সৃষ্টি) এর জন্য অস্তিত্ব দানের শক্তি প্রদানের বিষয়টি প্রমাণিত নয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই শক্তি আমানত রাখা হয়েছে। কিন্তু দুনিয়াবী জিন্দেগীতে উক্ত শক্তির কিছু অংশও তার ভাগ্যে জুটেনা। হ্যাঁ, কতেক খোদার বান্দা উক্ত শক্তি তাঁদের দুনিয়াবী জিন্দেগীতে অর্জন করেন। আর উক্ত শক্তি দ্বারা তাঁরা মৃত প্রাণীকে জীবিত করা ও অন্যান্য কাজ যা ইচ্ছা হয় করতে পারেন। তাই তাবুক যুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

এঁর সময়কালে তা প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "তুমি আবু যর হয়ে যাও। অতঃপর তিনি তা হয়ে গেলেন।" আর কতেক খোদার বান্দা উক্ত শক্তি অর্জন সত্ত্বেও আল্লাহর দরবারের আদব করে থাকেন এবং জরুরী সময়ে আল্লাহর নামের উসিলা করে কাজ করে থাকেন এবং তখন নিজ দুনিয়াবী শক্তি ও সামর্থ থেকে পরিপূর্ণ বের হয়ে যান। তবে বেহেশতের মধ্যে এই বিষয়টি অতি সাধারণ বেহেশতীগণও প্রাপ্ত হবেন। আমাদের দেশের দুনিয়াদার আলেম; যারা মৃত প্রাণীর মাংস ভক্ষণকারী এবং সাধারণ ব্যক্তিগণ; যারা পশুবৎ তারা কশফ ও কারামত প্রকাশকে অতীব উত্তম কাজ মনে করে এবং মা'রেফত ও হাক্বিকতের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। এবং মনে মনে ইহা ভাবে যে, এই ব্যক্তিগণ যদি আহলুল্লাহ (আল্লাহওয়ালা) হতেন, তাহলে অবশ্যই অদৃশ্যের খবরাখবর রাখতেন। যখন তাঁদের এই রকম কোন খবর নাই; তাহলে খোদার রহস্যাদির ব্যপারে কি খবর দিবেন? এই রূপ কথা-বার্তা আগের যুগের মুনাফিকগণ হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সুমহান শানে বলে থাকত। আর এই সময়েও এই মূর্খ লোকগুলিও এই খারাপ খেয়ালের কারণে খোদার বন্ধুগণের ফয়জ বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে। আর এই কথা জানে না যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু স্বীয় বন্ধুদের ব্যপারে অধিক আত্মসম্মানবোধ করেন এবং তাঁদেরকে আত্মসম্মানবোধ থেকে মুক্ত রাখেন। যেমন হাদিসের নিম্নোক্ত বাণী সেই দিকে ইঙ্গিত করছে- "আর আল্লাহ আমার থেকেও অধিক আত্মসম্মানের অধিকারী।" (বুখারী, হাদিস নং-৬৮৪৬)।

পংক্তি

যা কিছু চাও কর বন্ধু, তবে তাঁর প্রেমে সাবধান থেকো,
খাঁটি প্রেমাস্পদের ব্যপারে তুমি সাবধানতা অবলম্বন কর।

কবিতাংশ

যতদিন বেঁচে থাকবো জগতে, আপনি থাকবেন আমার প্রাণের প্রাণ।
হে গাউছুল্লাহিল আজম! তাছাড়া অন্য বিষয় সম্পর্কে আপনি ভালো জানেন।
নিঃস্ব ও অসহায় মকবুল (গ্রন্থাকার) আপনার কাছে আপনাকে চাচ্ছি,
দুঃখ ও বিরহ বেদনায় আমি জর্জরিত, তাছাড়া অন্য বিষয় আপনি ভালো জানেন।

অদৃশ্য ব্যক্তি বা বস্তুর অবস্থা সম্পর্কে কশ্‌ফ (অন্তর্দৃষ্টি) রিয়াজতের (সাধনা) ফলশ্রুতিতে হয়ে থাকে। আর অলৌকিক ঘটনা ও কারামত বেলায়তের জন্য আবশ্যক নয় এবং ইহার জন্য শর্তও নয়। আর অধিক পরিমাণে অলৌকিকতা ও কারামত প্রকাশ হওয়া ফযীলত ও মর্তবার অধিকারী

হওয়ার কারণ হিসেবে গণ্য নয়। অনেক খোদার বান্দা, অলি উল্লাহ ও খোদার নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের থেকে অলৌকিকতা ও কারামত প্রকাশিত হয়নি। তাই, রাসূলে মুখতার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর অধিকাংশ বড় বড় সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে অলৌকিকতা ও কারামত প্রকাশ হয়েছে এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না। অথচ সাধারণ সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) অন্য আউলিয়া উল্লাহদের (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) থেকে ইমামদের ঐকমত্যে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। আমাদের হযরত গাউছে পাক মাইজভাণ্ডারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কারামতকে গোপন করার ব্যপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তা সত্ত্বেও এত পরিমাণ কারামত অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ হয়ে ছিল যে, যা গণনার বাইরে। মোটকথা, কিছু কারামত যেগুলো সাধারণের বোধগম্যে রয়েছে, তা স্মরণের উদ্দেশ্যে এখানে লিপিবদ্ধ করা হল।

হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর আপন ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত জনাব মওলানা শাহ সৈয়দ আমিনুল হক (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) বিশুদ্ধভাষী ও অলংকারপূর্ণ ভাষার অধিকারী ছিলেন। তিনি হৃদয়গ্রাহী ময়দানে এই তেজোদীপ্ত বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করেন যে, আমাদের হযরত গাউছিয়তের ধারক ও কুতুবিয়তের বাহক চল্লিশ বছর যাবৎ খোদার তৌহিদে পরিপূর্ণ নিমগ্ন ও আত্মহারা ছিলেন এবং সর্বদা আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ সাগরে বাস্তব দ্রষ্টা হিসেবে এভাবে নিমজ্জিত থাকতেন যে, কখনও আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন দিকে চক্ষু তুলে তাকাতেন না। সর্বদা নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মের নীতিতে বিদ্যমান ছিলেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন-" এবং দৃষ্টি টলেওনি আর অগ্রসর হয়নি।" (সূরা নজমঃ ১৭)। আর নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম মতে সর্বদা খোদায়ী নিয়ামতে ডুবে থাকতেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন," নিকটবর্তী হল অতঃপর দুই তীর ধনুকের পরিমাণ অথবা আরো নিকটবর্তী।" (সূরা নজমঃ ৯-১০)।

কবিতাংশ

এই সুশোভিত নুরের (আলো) ব্যপারে বেখবর হব না,
বন্ধুর গলি থেকে দূরে কোথাও যাব না।
স্থির দৃষ্টির সুরমা হতে সুরমা কর্ষনকারী থাকবো,
তজল্লীর (দীপ্তি) ঔজ্জল্য দ্বারা চক্ষু হবে না ভীত-সন্ত্রস্থ।

দূর দূরান্ত থেকে খোদার পথ তালাশকারী হেদায়তের শরাবখানার তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি, খোদার অন্বেষণে দগ্ধ ও প্রেম প্রেরণায় মত্তগণ হযরত গাউছ পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর সুমহান কামালিয়ত এবং সুউচ্চ মর্যাদার খ্যাতি শুনে

পতঙ্গের মত উক্ত প্রজ্জ্বলিত খোদায়ী প্রদীপে জান-প্রাণ উৎসর্গ করতে লাগল। বাতেনীভাবে এই পূর্ণ রহমতের ফুল বাগান থেকে খালি হাতে ফেরাতো অসম্ভব ছিল। অপর দিকে প্রকাশ্যভাবে যারা খোদা তালাশকারী তারা উদাসীন হওয়ার কারণে তাদের অন্তর সমূহ বিষন্ন ছিল।

কবিতাংশ

আমার প্রেমাস্পদের মুখের জ্যোতিতে যখন প্রতিটি ঘর উজ্জ্বল হল,
জগতের প্রেমিকদের প্রাণ উক্ত শিখার পতঙ্গ হল।
যে রহমতপূর্ণ এই বাগানে হাত পাতল,
কোনো ভিখারীকে তাঁর দ্বার হতে রিক্ত হস্তে ফিরতে হবে না।

একদিন এক খোদা তালাশকারী পাঞ্জাবী বংশোদ্ভূত, জানবাজ আশেক, পরিপূর্ণ নিবেদিত, বিরহের আগুনে পাগল, বিদগ্ধ রহস্যজ্ঞানী, প্রেমাস্পদের প্রেমে পাগল, মিলন শরাবের তৃষ্ণাতুর শেখ আহমদ নামক এক ব্যক্তি বনে জঙ্গলে ঘুরে ফিরে জল-স্থল অতিক্রম করতঃ পাগল পরা হয়ে পতঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত সাগ্রহে হযরত গাউছে পাকের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দরবারে হাজির হলেন।

গজল

হৃদয় দর্পণে কেমন যে কঠিন পাথর পতিত হল,
এতে আমার হৃদয় চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গেল।
বন-জঙ্গল ও শহরে খুঁজে ফিরেছি,
কিন্তু হৃদয়ের জানা নেই যে, হৃদয় কেমনে হারিয়ে গেল।
খঞ্জর তুল্য ভ্রুকুটি দ্বারা প্রাণে মারল,
হৃদয়ের অস্থিরতা আর তো সহ্য করা যায় না।
যখন আমার অন্তরে ইশকের আগুন লাগল,
তখন ভস্মের মত এই মন আমার জ্বলে পুড়ে উড়ে গেল।
প্রেমানলে হৃদয় অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হল,
এখনতো সবকিছু একসাথে জ্বালিয়ে চলে গেল।
সূর্য সদৃশ্য প্রিয়তমের সুদর্শন চেহারা যখন দেখলাম,
তখন থেকে আমার হৃদয় তারার মত হারিয়ে গেল।
প্রেমাস্পদের প্রেম আমার হৃদয়কে পাগল করে দিয়েছে,
কাঞ্চন নগরে মন আমার আর টিকে না।
হে পাগল মন! তুমি এখন মাইজভাণ্ডারে যাও,
সেখানেই তোমার প্রেমাস্পদের দেখা পাবে।

হে শ্রান্ত মন! এখন মকবুলের খবর নাও,
আপনার এই দ্বারে হয়েছি উপস্থিত, সাগ্রহে শুভ দৃষ্টি দান কর।

এবং পরিপূর্ণ এক সপ্তাহ পর্যন্ত এই ফয়েজপূর্ণ আস্তানায় খোদায়ী নেয়ামতের প্রত্যাশায় তিনি তাঁর ললাট ঘর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু গাউছিয়তের দয়ার সমুদ্র আন্দোলিত হয়নি। শেষ পর্যন্ত এক সপ্তাহ পর একদা দায়েরা শরীফে হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তশরীফ আনয়ন করলেন। সেই মুহূর্তে শায়খ আহমদ পতঙ্গের ন্যায় এই পরিপূর্ণ উজ্জ্বল প্রদীপে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে জান-প্রাণ উৎসর্গ করতঃ গাউছে পাকের পবিত্র পা মোবারক তাঁর উভয় হাত দ্বারা শক্ত করে ধরে ফেললেন। অত্যন্ত অনুনয়-বিনয়, কান্না এবং কাকুতি-মিনতি ও ব্যাকুলতা সহকারে বাঞ্ছিত মিলনের উদ্দেশ্য পেশ করলেন এবং অত্যন্ত নিবেদন সহকারে সুমহান দরবারে আরজ গুজার করতে লাগলেন।

গজল

সেই প্রাণপ্রিয় প্রেমাস্পদের নামের আদ্যাক্ষরের সদকায়,
মন-প্রাণ ও দ্বীন সে প্রভাবশালী সমুদ্রে উৎসর্গীত হোক।
মুর্শিদ আমার মালিক, আমার মওলা ও প্রভু,
প্রতিক্ষণে আমি আপনার অনুগ্রহ ও দয়ার মুখাপেক্ষী।
জোলায়খা বরণ আপনার প্রেমের বাজার,
আমি এসেছি, এখন লাজুকতার পর্দা উঠিয়ে তাড়াতাড়ি বের হোন।
আপনার আস্তানা অন্তরের বাঞ্ছিত কা'বা,
কোন হেরেমে কা'বার তাওয়াফ করবো না।
জান্নাতের বাগান থেকে আপনার গলি উত্তম,
আমার অন্তরে বাসনা নেই জান্নাতে যাবার।
আমার অন্তরে প্রতিক্ষণে ও প্রতিমুহূর্তে এই বাসনা জাগে,
যাতে আমি আপনার নুরী কদমে বিলীন হই।
শাহাদাতের বাসনা নিয়ে এই জগতে আমার আগমন,
সেই উম্মতদের ইমামের সম্মানের খঞ্জর দ্বারা যেন শাহাদাত প্রাপ্ত হই।
রাঙ্গা পুষ্পের মত কবর পর্যন্ত চিহ্ন নিয়ে যাব,
যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার নুরী কদমে উৎসর্গ না হই।
আপনার খেদমতে অস্থির প্রেমাকুল মকবুলের মাথা অবনত,
যাতে আপনার কদম তলে পদচিহ্ন হয়ে যাই।

সত্য কথা যে, প্রেমাস্পদদের থেকে প্রেমময় লাজুকতা কখনও কি ছুটে যায়? প্রেমিকদের থেকে প্রেমময়তার প্রয়োজনীয়তা কখনও কি আলাদা হয়? একদিকে রয়েছে সর্বদা প্রাণ উৎসর্গ, অপরদিকে রয়েছে সব অমুখাপেক্ষিতা। সেই দিকে রয়েছে প্রতিটি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে "হে প্রভু! আমাকে দর্শন দিন"- এই বাণীরই সূর। অপরদিকে রয়েছে সর্বদা 'আমাকে কখনো তুমি দেখবে না'- এই বাণীরই কলতান।

গজল

সেই দিন সমূহে ইশকের (প্রেমের) বাজার কেমন উত্তপ্ত ছিল,
আপনার সৌন্দর্য ও ইশকের শরাবে সবাই ছিল মাতাল।
কেমন সুমহান আপনার সৌন্দর্য ও ইশকের সরকার,
যেদিকে দেখি সেদিকে ইশকের সৌন্দর্য্যে সুশোভিত রাজ দরবার।
ঘুঘু, কোকিল ও তোতা পাখিরও এই চর্চা (ইশকের চর্চা) শুনা যাচ্ছে,
ফুল গাছের ডালে বুলবুলি পাখিও ইহাই আলোচনা করছে।
একদিকে সকাতর প্রার্থনা ও অপরদিকে আনন্দ উল্লাস,
একদিকে শহিদ এবং অপরদিকে তরবারি।
একদিকে "আমাকে কখনো দেখবে না, কখনো আমাকে দেখবে না" এই কথারই মান অভিমান,
একদিকে "হে আমার প্রভু! আমাকে দর্শন দিন" এই বাণী মতে দর্শন প্রত্যাশী।
একদিকে তপস্বী, জায়নামাজ, তসবীহ ও খিরকা (সুফী দরবেশদের পশমী পোশাক),
একদিকে প্রেম শরাবে মত্ত, প্রেম শরাব ও ইশকের শরাব পানকারী।
একদিকে মসজিদ, মেহরাব ও শায়খের মিম্বর,
অপরদিকে মন্দির, মূর্তি ও পৈতাধারী ব্রাহ্মণ।
একদিকে চিকিৎসক, ঔষধ ও অরোগ্য দানকারী ঔষধ,
অপরদিকে প্রেম রোগে অস্থির রোগী।
একদিকে অস্থির মকবুলের অস্থিরতা,
অপরদিকে গাউছে মাইজভাণ্ডারের শাহী প্রেমময়তা।

ঘটনাঃ কাকুতি মিনতি সহকারে আবেদনের পর হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এক টুকরা গুড় নিয়ে; যা কোন একজন ভক্ত হাদিয়া স্বরূপ তাঁর দরবারে এনেছিলেন অত্যন্ত চিত্তমুগ্ধকারক ও প্রেমমুগ্ধ অঙ্গভঙ্গিতে শেখ আহমদকে প্রদান করলেন। এবং তাঁকে ইরশাদ করলেন, আজ রাত আপনি আমাদের মসজিদে আরাম করবেন। শেখ সাহেব নির্দেশ অনুযায়ী মসজিদে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। রাত্রি বেলায় শেখ সাহেব যখনই মুরাক্বাবা

অবস্থায় গাউছুল আজম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর ক্বলবকে ধ্যান করে বসলেন, তখনি খোদায়ী কুদরতে শেখ সাহেবের সমস্ত শরীরে আগুন লেগে যায় এবং তাঁর সমস্ত শরীর জ্বলে সম্পূর্ণ ভস্ম স্তুপে পরিণত হয়।

পংক্তি

গাউছুল আজমের ইশকের ধন দ্বারা যে আগুন লেগেছে
তা সবকিছুকে ভস্ম করে দিয়ে অস্তিত্বহীন জগতে চলে গেল।

পরে ঐ ভস্ম পানিতে পরিণত হল এবং ঐ স্থানে বরফের কণার মত জমে রইল।

পংক্তি

কালনাগিনী কলিজায় দংশন করল ফলে তা পানিতে পরিণত হল,
শপথ সেই নির্ভীকতার।

ভোর রাতে যখন হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর মেঝভাই মৌলভী আব্দুল হামিদ ছাহেব নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে গমন করেন, শেখ সাহেবের এই করুণ অবস্থা দেখে ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে হযরত গাউছুল আজম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা খুলে বললেন। তিনি (গাউছে পাক) তাঁকে ইরশাদ করলেন, আপনি সেই স্থানে পুণরায় ফিরে যান যেখানে শেখ সাহেবের শরীর খোদা প্রেমের অগ্নিতে প্রথমে জ্বলে ভস্ম এবং পরবর্তীতে খোদার অনুগ্রহে পানিতে পরিণত হল। সেই স্থানকে আঁতর ও গোলাপ দ্বারা সুগন্ধময় ও সুবাসিত করে দিন। এবং উক্ত জমাটবদ্ধ পানিকে একটি সুরক্ষিত স্থানে দাফন করে দিন। আর খবরদার এই ব্যপারটি কাউকে অবহিত করবেন না। অতএব, হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর ইরশাদ অনুযায়ী মৌলভী সাহেব তাড়াতাড়ি হুকুম অনুযায়ী সবকাজ সেরে ফেললন এবং দ্রুত তা হযরতের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খেদমতে সংবাদ পৌঁছালেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, যে অলি "ফানায়ুল ফানা" (ফানার সর্বশেষ স্তর) স্তরে পৌঁছে যান, অতঃপর তাঁকে নশ্বর জগতে পুণরায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। কিন্তু দুই জন অলি ব্যতীত কেউ নশ্বর জগতে পুণরায় ফিরে আসেননি। তম্মধ্যে একজন হলেন সৈয়দ ইবনে রেফায়ি আহমদ কবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু); যিনি হযরত জনাব সুলতানুল আউলিয়া সনদুল আসফিয়া, মাহবুবে সোবহানী শায়খ মুহিউদ্দিন আবু মুহাম্মদ আব্দুল কাদের জিলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর ভাগিনা। আর দ্বিতীয় জন হলেন পূর্ববর্তী সময়ের একজন অলি; যাঁর উপরও এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। কী সৌভাগ্য ও ভাগ্যবান শেখ আহমদ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর যে, প্রাণেশ্বরের মিলন

মুহূর্তে প্রাণের পাখি প্রাণের প্রাণের উপর কুরবান হয়ে গেল। সুবহান আল্লাহ! কোন প্রেমিকের প্রেমময় হৃদয়ের এমনি শক্তি আছে যে, প্রেমাকাশের সূর্যের তাপ সইতে পারে? তিনি কেমন নিবেদিত প্রেমিক! তিনি কেমন বাঞ্ছিত আশেক যে, সুমহান জনাব গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর ইশক ও ভালবাসার তাপদাহে তাঁর বক্ষ কাবাব হয়ে গেল এবং প্রেমিকগণের অন্তর সমূহ সর্বদা অশ্রুসিক্ত পারদে পরিণত হল।

কবিতাংশ

আপনার ইশকের দৌলতে যে আগুন জ্বলল- দেখ! তবে এখন আমার মন ও কলিজা কাবাবে পরিণত হল।

হে প্রিয়তম! আমার অন্তরের অস্থিরতা সম্পর্কে তোমাকে কি বলব- যদি কোন নমুনা দেখতে চাও, তাহলে দেখ তা চুর্ণ-বিচুর্ণ।

গজল

যে সর্বদা আপনার কদম দেখে,
সে তার মন ও চক্ষুকে জ্যোতির্ময় দেখে।
গাউছে আজমের পা যে চুম্বন করেছে,
সে সর্বদা নিজেকে সৌভাগ্যবান দেখে।
গাউছে আজমের পা মোবারক হলো লাল গন্ধক,
যার কাছে এই পায়ের স্পর্শ লাগল সে কিমিয়া (পরশমনি) দেখে।
তাঁর জুতা মোবারকের ধূলাবালি সুরমাতুল্য,
যে তা লাগিয়ে দেখে তার চক্ষু জ্যোতির্ময় হয়।
কে জানে গাউছে খোদার কি মর্যাদা?
যে তাঁকে দেখে, সে যেনো খোদাকে দেখল।
যে খোদার ইশকে মিলন লাভ করল ও কামালিয়ত (পূর্ণতা) অর্জন করল,
সে খোদার সাথে তাঁকে মিলিত দেখে।
সে খোদার ইশকে "ফানা ফিল্লাহ" হল,
যে নিজেকে তাঁর পরে বিলীন করে দেয়।
যে ভালোবাসার সম্পর্ক তাঁর সাথে তৈরি করল,
সে আল্লাহর সাথে নিজেকে সম্পর্কিত দেখে।
সে নিমিষে খোদার সাথে মিলন লাভ করে,
যাকে তিনি দৃষ্টি তুলে দেখেন।
যে তাঁর কাছে গৃহিত হল,
সে নিজেকে খোদা ছাড়া সবকিছু থেকে মুক্ত দেখে

যে প্রতিক্ষণে ও প্রতি নিঃশ্বাসে তাঁর উপর ফানা (বিলীন) হল,
সে নিজেকে ফানার মাধ্যমে বাক্বা দেখে।
যখন থেকে মকবুল আপনার পদচুম্বন করল,
তখন থেকে সে নিজেকে আপনার উপর বিলীন দেখে।

হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর উছিলায় আব্দুল কাদের নামীয় এক ব্যক্তি মৃত্যুর পাঞ্জা থেকে প্রাণ রক্ষার বর্ণনা এবং পরে গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর কারামতপূর্ণ দরবারে হাজির হয়ে পদচুম্বন করতঃ দরবারের খেদমতে দাখিল হওয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গ

জনাব মৌলভী শাহ মুনীর উল্লাহ ছাহেব নাসেরাবাদী চাটগামী সুলতানুল আরেফিন হযরত আবু ইয়াজিদ বোস্তামী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর আস্তানা শরীফের দীর্ঘদিনের খাদেম; যিনি এই দরবারে গাউছিয়ার ছায়াতলে রয়েছেন, তিনি এই মনোমুগ্ধকর খোশ বর্ণনাটি উপস্থাপন করেন- আমাদের প্রতিবেশীর মধ্যে আব্দুল কাদের নামীয় এক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি দ্বীনী ভালবাসার খাতিরে তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক ও ভালবাসা ছিল। খোদায়ী ফয়সালায় একদা এই পূণ্যত্মা কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ যতই এই দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করতে লাগলেন, ততই দিন দিন ক্রমান্বয়ে এই রোগ বৃদ্ধি পেতে লাগল। এবং অবিরতভাবে আল্লাহ্‌র ফয়সালার আলোকছটা নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম মতে বিচ্ছুরণ ঘটতে থাকে। আল্লাহ্‌র বাণী "আল্লাহ আপন কর্মে বিজয়ী।"(সূরা ইউসুফ: ২১)।

মসনবী

সবই তকদীরের ফয়সালায় বশীভূত,
খোদার ফয়সালা ঔষধের প্রভাব বিদূরিত করে।
খোদার হুকুমে ডাক্তার হয়ে যায় বোকা,
সে খোদার হুকুম প্রতিহতের সাহস দেখাল।
(পিত্তের প্রতিষেধক) সিরকা পিত্ত বাড়িয়ে দেয়,
আল্লাহ্‌র হুকুমে বাদাম তৈলে (শুষ্কতা দূর করার ঔষধ) খুশকী দূর না হল।
(কোষ্ঠ পরিষ্কারের ঔষধ) আমলকি খেল কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করতে,
কোষ্ঠ তাতে ভালো হল না।
খোদার ফয়সালা রুখতে হল সে অপারগ,
খোদার ফয়সালা সবাইকে কবরে নিয়ে যায়।

মকবুলের প্রতি যদি খোদার ফয়সালা না হয়,
খারাপ অবস্থাকে সে ভাল অবস্থা হিসেবে পাবে।

শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞ ডাক্তারগণও এই দূরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ে বিফল মনোরথ হল এবং দেশের অভিজ্ঞ হাকিমগণও তাঁর চিকিৎসায় হাত গুটিয়ে নিল। ধীরে ধীরে খোদায়ী ফয়সালার মৃত্যু পরওয়ানার প্রহর গুনতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে পার্থিব জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং মৃত্যু যন্ত্রণার লক্ষণাদি দেখা দিল। আর প্রতি মুহূর্তে সজোরে ফোঁপানি আরম্ভ হল।

মসনবী

সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে সে প্রভুকে ভুলে গেল,
তাঁর স্মরণ থেকে তার মুখ নিরব ছিল।
যখন সকল প্রচেষ্টা বিফলে গেল,
তখন সে প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করল।

শেষ পর্যন্ত প্রজ্ঞাময় হাক্বিকী ডাক্তারের হুকুমের অপেক্ষায় থাকলেন। কেননা নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম অনুযায়ী যখন প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালা কোন হেকমতের কারণে রহমত স্বরূপ স্বীয় বান্দাহকে কোন কঠিন বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করেন, আল্লাহ ইরশাদ করেন- "এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে" (সূরা বাকারাঃ ১৫৪)। তখন বান্দা নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম অনুযায়ী প্রথম স্বীয় জোর তদবিরের মাধ্যমে ঐ খোদায়ী বালা-মুসিবত ও খোদায়ী ফয়সালাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। আল্লাহ ইরশাদ করেন- "মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে-যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়।" (সূরা মায়ারিজঃ ১৯-২১)। আর যখন নিজের প্রচেষ্টা দ্বারা তা প্রতিহত করতে পারে তখন সে অপরের মুখাপেক্ষী হয় না।

যখন স্বীয় তদবির দ্বারা খোদায়ী বিপদকে প্রতিহত করতে পারে না এবং সমাধানে অপারগ হয়ে যায়, তখন কাকুতি-মিনতি ও ক্রন্দন সহকারে দোয়ার হাত উত্তোলন করে। তখন অপরের মুখাপেক্ষী হয় এবং তার সাহায্য কামনা করে। অতঃপর যদি ঐ বিপদাপদ দুনিয়াবী মুয়ামালাত (পার্থিব লেনদেন) সংক্রান্ত হয়, তখন সেই অবস্থায় সে প্রতাপশালী ও সম্পদশালী ব্যক্তির শরনাপন্ন হয়। আর যদি তা রোগ ব্যাধি সংক্রান্ত হয়, তখন অভিজ্ঞ ডাক্তারের শরাণাপন্ন হয়। অতঃপর যদি তাদের চিকিৎসা ও তদবির দ্বারা সমস্যার সমাধান না হয় এবং মুক্তির কোন পথ খুঁজে না পায়, তখন জরুরী ভিত্তিতে

প্রকৃত (হাকিকি) বাদশাহর দরবারের দিকে মুখাপেক্ষী হয়। এবং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণকীর্তনকে নিজের মুখের অলংকার হিসেবে গ্রহণ করে। অতঃপর বান্দাহ যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় তদবির দ্বারা সমস্যার সমাধান করতে পারে ততক্ষণ অপরের মুখাপেক্ষী হয় না।

যতক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি জীবের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত স্রষ্টার প্রতি মুখাপেক্ষী হন না। যখন কোন তদবির কাজে আসে না এবং কোন উপায় উপায়ন্তর দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন সে অমুখাপেক্ষী আল্লাহ তায়ালার দরবারে কাকুতি-মিনতি ও ক্রন্দন সহকারে সকাতর প্রার্থনা করতে থাকে। এবং আশা ও ভীতির সাথে মুখাপেক্ষী হয়। তখন এ অবস্থায় অমুখাপেক্ষী আল্লাহ তায়ালাও স্বীয় অমুখাপেক্ষীতার শান তাকে প্রদর্শন করেন এবং তাকে প্রার্থনা, ক্রন্দন, কাকুতি-মিনতি ও অস্থিরতার মাধ্যমে অপারগ ও অক্ষম করে দেন। আর তিনি (আল্লাহ) প্রার্থনা ও ক্রন্দনকে কবুল করেন না। যতক্ষন না, সে সমস্ত উপায় ও তদবির থেকে অপারগ হয়ে যায় এবং স্বীয় ভাগ্যকে সর্বশক্তিমান বাদশাহর কাছে সোপর্দ করে। আর এই অবস্থায় তার ভরসা, প্রচেষ্টা ও তদবির অন্তরের প্রকোষ্ট থেকে বের হয়ে যায়। তখন শুধুমাত্র তকদিরে ইলাহীর (খোদায়ী ভাগ্যলিপি) উপর ঈমান গ্রহণ করে। এবং আল্লাহ পাকের উপরই তখন তার পূর্ণ ভরসা চলে আসে। অতঃপর এই অবস্থায় খোদায়ী তকদির (ভাগ্যলিপি) এবং খোদায়ী ফয়সালা ঐ বান্দার উপর বাস্তবায়ন হয়ে যায়। বান্দা সমস্ত উপায় ও তদবির থেকে পরিপূর্ণ ফানা (বিলীন) হয়ে যায়। আর তার অন্তরের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা চলে আসে এবং সমস্ত মানবীয় কলুষতা, সমস্ত প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে মুক্ত হয়ে খাঁটি রূহানিয়তের পথের যাত্রী হয়ে যায়। এবং বাহ্যিকভাবে মানব ও অভ্যন্তরীনভাবে ফেরেশতা হয়ে যায়।

আর প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র যিকিরের মাধ্যমে শক্তি পেতে থাকে। ইন্দ্রিয় অনুভূতি থেকে মুক্ত হয়ে খোদার যিকির ও স্মরণের মধ্যে ভালবাসা ও আরাম বোধ করে। আর তার রূহ রূহী জগতে আল্লাহ্‌র দরবারের ফেরেশতাদের সাথে পরিভ্রমন করে। যখন বাতেনী পরিচ্ছন্নতা ও অন্তরে আলোক অর্জিত হয়ে যায়, তখন রাজ রহস্যের হাকিকত তার কাছে উম্মুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর তখন সে বিনা দ্বিধায় দৃঢ় বিশ্বাসী ও একত্ববাদী হয়ে যায়। তখন সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে প্রকৃত তাছাররোফকারী ও প্রভাব বিস্তারকারী মনে করেন না। আর মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে যে, পৃথিবীর স্থিরতা ও ঘূর্ণাবর্ত অর্থাৎ ভাল, মন্দ, উপকার, ক্ষতি, নিষেধ, দান করা, সংকীর্ণতা, প্রশস্থতা,

জীবন-মৃত্যু, সম্মান, অসম্মান, দীনতা ও সম্পাদশীলতা সবকিছু আল্লাহ্‌র কুদরত ও খোদায়ী কর্মকাণ্ড দ্বারা পরিচালিত হয়।

সেই অবস্থায় ঐ বান্দা খাঁটি দুগ্ধপোষ্য শিশু হয়ে যান, তখন সে তার দয়ালু ধাত্রী মা ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পর্ক রাখেন না। অথবা সে মৃত ব্যক্তির মত হয়ে যায়। গোসল প্রদানকারীর হাতের উপর যেন সে নিজেই আপন ইচ্ছায় পরিপূর্ণ অসহায় হয়ে যায়। অথবা গোলা বা তীরের মতে হয়ে যায়। যেমন গোলা নিক্ষেপকারী তীরন্দাজের সামনে গোলা স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিহীন এবং তীর বা গোলা নিক্ষেপকারী যেই দিকে ইচ্ছা গোলা নিক্ষেপ করে। অতঃপর এই অবস্থায় বান্দা স্বীয় অস্তিত্বহীনতা ও আল্লাহ্‌র কর্মে ফানা (বিলীন) হয়ে যায় এবং মওলা ও আল্লাহ্‌র কর্মকাণ্ড ব্যতিত কোন কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হয় না। এই অবস্থায় 'আল্লাহ এবং তিনি ছাড়া আর কেউ নাই' ইহার বাস্তব অর্থ ফুটে উঠে। ইহাকে প্রচলিত অর্থে তাওহীদে আফয়ালি (কর্মসমূহে খোদায়ী একত্ব) বলা হয়। অতঃপর যখন সে কোন কিছু দেখে, তখন সেই দৃষ্টিতে দেখে যে, ইহা খোদায়ী কর্মকাণ্ড। আর যদি কোন কিছু শুনে, তখন এইভাবে শুনে যে, ইহা খোদার বাণী। আর যদি কোন কিছু জানে, তখন এই জন্য জানে যে, ইহা খোদায়ী জ্ঞান। আর ইহা নফল কাজ সমূহ দ্বারা খোদার নৈকট্য লাভের মর্তবা ও খোদায়ী সিফত (গুণ) এর কাছে ফানার (বিলীন) স্তর। ইহাকে তওহীদে শুহুদী বলা হয়।

মুহাক্কীক (প্রাজ্ঞ) আলেমদের নিকট মনসুর হল্লাজ (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর মত উচ্চারিত বাণী 'আনাল হক' এই স্তর থেকে বের হয়। এই স্তরে বান্দাহ খোদার নিয়ামত দ্বারা নিয়ামতপূর্ণ হয়ে যায়। আর খোদার নৈকট্যের অলংকার দ্বারা সুশোভিত হয়ে যায় এবং নৈকট্যের অঙ্গিকার দ্বারা খুশি হয় ও আরাম বোধ করে। তাঁর স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে এবং তাঁরই সাথে প্রেম ও আরাম বোধ করে। তিনি ভিন্ন অন্য কারো সাথে অস্বস্তি ও কষ্ট বোধ করে। আর তাঁর (আল্লাহ) স্মরণের দিকে আশ্রয় লাভ করে এবং অন্তর ঝুঁকে দেয়। আর তাঁর সাথে পরিপূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে যায় এবং তাঁর মা'রিফতের নুর দ্বারা পথ নির্দেশ পায়। আর তাঁর বিরল জ্ঞান ও কুদরতী রাজ-রহস্যের জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ হন।

গজল

জগতের প্রাণ-প্রেম পতি গুপ্ত-ব্যক্ত তুমি কে?
তুলনাহীন অভিব্যক্তিতে যে গুপ্ত তুমি কে?
হৃদয় সিংহাসনের তুমি বাদশাহ এবং বিশ্বভ্রহ্মাণ্ডের মূল্যবান মনি (প্রেমাস্পদ)

জগতের পর্দার অন্তরালে গুপ্ত দীপ্ত, তুমি কে?
চন্দ্র-সূর্যের উপর স্বীয় জ্যোতিকে প্রতিবিম্বিত করে সমগ্র জগতকে আলোকিত করে বিচ্ছুরিত নুর (আলোক) করেছ গুপ্ত, তুমি কে?
কাননে গিয়ে ফুল, শরাবখানায় গিয়ে শরাব, ফুলের ডালে গানকারী বুলবুল, তুমি কে?
মিম্বরে গিয়ে ওয়ায়েজ (উপদেশ দাতা), তাসবীহ হাতে শায়েখ, মন্দিরে রাম এবং কা'বায় যিনি রহমান, তুমি কে?
মাহফিলে প্রদীপ, প্রেমে প্রাণ পরীক্ষা, পতঙ্গ হয়ে প্রাণের দহনে জ্বললে, তুমি কে?
কাননে গিয়ে বৃক্ষ, খনিতে গিয়ে স্বর্ণ, সাগরে গিয়ে মুক্তা, সবখানে ব্যক্ত, তুমি কে?
আদম (আলাইহিস্সালাম) ও হাওয়া (আলাইহাস্সালাম) হয়ে বেহেশতে স্থান নিলে, প্রতারণার ফাঁদ (প্রেম ছলনা) পেতেছ হয়ে প্রাণের সখা, তুমি কে?
নুহ (আলাইহিস্সালাম), পাক পবিত্র খলিল (আলাইহিস্সালাম), ঐশ্বর্যশালী মুসা কালিম (আলাইহিস্সালাম) ও ঈসা মসীহ (আলাইহিস্সালাম) তুমিই এবং তুমিই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তুমি কে?
তুমি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী আহমদ (আলাইহিস্সালাম), তুমি শেষ পয়গাম্বর, তুমি উভয় জাহানের সুলতান এবং তুমিই প্রাণের প্রাণ, তুমি কে?
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু একের পর এক এসেছে, ইহা তোমার অতিব্যক্তির ঝলক ও তোমারই শান-মান, তুমি কে?
হে চন্দ্রমুখা প্রেমাস্পদ, হে গাউছে মাইজভাণ্ডার! এখনতো বিরহ-বিচ্ছেদের বেদনা সহ্য করা যায় না, তুমি কে?
মকবুল তোমাকে দ্বারে দ্বারে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে যায়, হে মন-প্রাণ! জগতময় ঘুরে ফির, তুমি কে?
হে তুমি ব্যক্ত, হে তুমি গুপ্ত, হে তুলনাহীন, হে নিদর্শনের অধিকারী, স্বীয় নির্দশন এখন বলে দাও, হে তুলনাহীন! তুমি কে?

ঘটনা: সে রোগাক্রান্ত আহত হৃদয়ের অধিকারী, অসহায় নিরাশায় নিমজ্জিত অস্থির ব্যক্তি এই দরবারের ছত্র ছায়ায় মাথা ঘঁষতে ঘঁষতে ক্রন্দন অবস্থায় অশ্রু সজলে এই নিবেদন করতে লাগল যে, হে ভাই! মৃত্যুর আহবানকারী উচ্চ আওয়াজে বলছে "যাওয়ার জন্য আস" কথাটি প্রতি মুহূর্তে আমার অনুভূতির কর্ণকুহরে গর্জন করছে। আর সেই মৃত্যুর আহবানে সাড়া দেওয়া থেকে বিরত থাকা কি কোন ব্যক্তির উপায় আছে?

এমন অবস্থায় তাঁর পাঁকড়াও থেকে মুক্তি পাওয়ার কি কোন উপায় আছে? আর এই তীব্র আক্রমণকারী ব্যঘ্র থেকে পৃথিবীর মধ্যে কে বাঁচতে পেরেছে? শেষ পর্যন্ত ইহা (মৃত্যু) সবাইকে পিষে মেরেছে। আমাকেও অবশ্যই ইহার পাঞ্জার শিকার হতে হবে। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক এই ঘাট পাড়ি

দিতে হবে। এই মায়াবী নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে অনিবার্যভাবে চলে যেতে হবে এবং খোদা তায়ালা ও মওলা হাকিকির সাথে মিলতে হবে। কিন্তু আমি স্বীয় খারাপ কর্মের কারণে লজ্জিত। এই মুহূর্তে সমাধান ও পাপ মোচনের প্রচেষ্টা করণে অক্ষম। আমি মহান আল্লাহকে কি জবাব দিব? তাঁর সামনে এই কুৎসিৎ চেহারা কিভাবে দেখাব? এইরূপ অসহায় অবস্থায় আমাকে সাহায্য করুন। যদি পরকালে মুক্তির কোন উপায় থাকে, যেটা আপনি জানেন, আমাকে অবহিত করুন।

মসনবী

পাপ কর্মের কারণে আমি লজ্জিত,
এখন সংশোধনে তা অক্ষম।
খোদাকে অবশেষে আমি কি উত্তর দিব,
আমার সব কাজ তো খারাপ।
আমার বন্ধুগণ! এখন সাহায্য কর,
মুক্তির পন্থা বাতলিয়ে দাও।
আমি পাপ সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি, আমাকে আশ্রয় দাও,
এই নিমজ্জন অবস্থা থেকে এখন বাঁচিয়ে নাও।
হে গাউছে খোদা! পাপীদের সুপারিশকারী,
তুমি ছাড়া আমার কোন সুপারিশকারী নাই।
হে গাউছে খোদা! তোমার মকবুলের উপর সর্বদা কৃপা দৃষ্টি রাখ।

তখন আমি (বর্ণনাকারী) তাঁকে বললাম, ভাই সমাধানের পথ তো শেষ হয়ে গেছে। এখন কিভাবে এই সংকীর্ণ সময়ে ক্ষতিপূরণ করবে? আর আখিরাতের জন্য কিভাবে সম্বল জোগাড় করবে? আমার কাছে এই বিষয়টি ছাড়া অন্য কোন তদবির বা উপায় চিন্তায় আসছে না। তাহল- আপনি সত্য ও পবিত্র নিয়তে, প্রশান্ত চিত্তে, স্বচ্ছ বিশ্বাস নিয়ে, অশ্রুসজল নয়নে হুজুর পুরনুর, ফয়জে গন্‌জুর, জনাব আরশে রেকাবে সুলতানুল মুকারেরবীন, মাখ্‌খুল আরেফিন, সাইয়েদুল কওনাইন, গাউছুছ সাকলাইন, কুতুবুল আফখম, গাউছুল্লাহিল আজম মাইজভাণ্ডারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর ফয়েজপূর্ণ দরবারের দিকে মনে মনে মনোনিবেশ করুন এবং ঐ আল্লাহ তায়ালার ফয়জের উৎস থেকে কাকুতি-মিনতি ও ক্রন্দন সহকারে সাহায্য কামনা করুন।

পংক্তি

অলিদের আল্লাহ প্রদত্ত এমন শক্তি আছে যে,
তাঁরা নিক্ষিপ্ত তীরকে ইহার গতিপথ থেকে ফিরাতে পারেন।

বিশেষ করে যিনি কুতুবুল আলম গাউছুল আজম হন, তিনি কি না করতে পারেন? তিনি লাওহে মাহফুজে (সংরক্ষিত ফলক) লিখিত ভাগ্যলিপিকে মুছতে পারেন এবং খোদার ফয়সালাকেও পরিবর্তন করতে পারেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রহস্যের গুপ্ত খনি। তকদির লেখনীর কলমের কালি তাঁরই কুদরতি ভাষ্যকার মুখের গুপ্ত রহস্য।

গজল

হে মন! প্রতিক্ষণে গাউছে আজমের নাম জপ কর,
প্রেমাকূল ও গাউছে আজমের কদমে প্রাণ উৎসর্গকারী হও।
হে মন! তাঁর নাম মুখে যতবারই আসে,
সত্য অন্তরে তুমি পাবে গাউছে আজমের নেয়ামত।
তাঁর পাক নামের বরকতে প্রফুল্ল থাকবে মনোপ্রাণ,
গাউছে আজমের নামের বরকতে ইয়াকীনের (দৃঢ় বিশ্বাস) স্বাদ পাবে।
দুঃখ-দুর্দশার কবলে কখনো সহায়হীন হবে না,
যদি তুমি পাও গাউছে আজমের অনুগ্রহ।
তাঁর পবিত্র কথায় তকদীরের লিখন খণ্ডিবে,
তকদীরের দুর্দশা খণ্ডিবে গাউছে আজমের ক্ষমতায়।
হে অন্তর! তাঁর কেরামতের শান কি জান তুমি?
গাউছে আজমের দয়ায় প্রভুর মিলন লাভ হবে।
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য,
মকবুল মনোপ্রাণে নিশ্চিতভাবে গাউছে আজমের পদচিহ্ন হল।

শেষ পর্যন্ত এই দূর্বল শক্তিহীন মৃত্যু পথের যাত্রী এই সোভাগ্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী কথা অনুভূতির কর্ণে শ্রবণ করতঃ খুশিতে উদ্বেলিত হল। স্বীয় সমস্ত বেদনা, হতাশা অন্তর থেকে একেবারে ভুলে গেলো। আর অত্যন্ত খাঁটি অন্তরে ও দৃঢ়পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে গাউছুল আজমের দরবারে অনুনয়-বিনয়, অস্থিরতা ও কাকুতি-মিনতি সহকারে আরজি করতে লাগল। বার বার অশ্রু সজল নয়নে প্রার্থনা ও নিবেদন করতে লাগল। প্রত্যেক বারে কাকুতি মিনতি সহকারে প্রার্থনা করতে লাগলেন। এই দিকে মহান প্রতিপালক আল্লাহ্‌র হুকুমে তাঁর উপর মূর্ছা ভাব ও বেহুশী অবস্থা সৃষ্টি হল। শেষ পর্যন্ত বেহুশি ভাব প্রবল হয়ে গেল। বেচারা একেবারে নিরুপায় হয়ে গেল। তাঁর আত্মীয়-স্বজন যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই কাঁদতে লাগল। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে শোরগোল শুরু হল। পূর্ণ এক ঘণ্টা পর তাঁর হুশ ফিরে এল। তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে লাগলেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে ভাই! কি অবস্থা? কি ব্যপারে আপনি এমন শুকরিয়া ও প্রশংসা কীর্তন করছেন? তিনি

উত্তর দিলেন, হে প্রিয় বন্ধু! যেই সময় হযরত গাউছুল্লাহিল আযম মাইজভাণ্ডারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর সুমহান নাম স্মরণ করতে করতে বেহুশ হয়ে গেলাম। ঐ বেহুশি অবস্থায় দেখছিলাম যে, হযরত মালাকুল মাউত আজরাঈল (আলাইহিস্সালাম) তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারি নিজ হাতে নিয়ে উপস্থিত; যার চমক ধমক দেখলে প্রাণ পাখি দেহ পিঞ্জর থেকে বিনা ইচ্ছায় উড়ে যায়। ভয়ানক আকৃতিতে; যা কিতাবে উল্লেখ আছে আমার বক্ষে চেপে বসলেন। আমাকে যবেহ করার অভিপ্রায়ে তরবারি আমার গলার উপর চালাতে লাগলেন। এই মুহূর্তে হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্বয়ং নিজেই আগমন করলেন এবং হযরত আজরাঈল (আলাইহিস্সালাম) কে আমাকে হত্যা করা থেকে বাঁধা দিলেন। এবং তরবারি তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তাঁকে বললেন, যেই ব্যক্তি আমার নাম নিয়েছে ও আমার কাছে নিরাপত্তা চেয়েছে আপনার কি দুঃসাহস আছে তাকে হত্যা করবেন? এই ব্যক্তিকে আমি আপন রাজ দরবার হতে আরো ষাট বছর হায়াত দান করলাম। আপনি ফিরে যান। যখন মৃত্যু দূত হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে এমন এরশাদ শুনলেন, তখন সবিনয় আরজ করলেন, "হে হযরত! আমি আল্লাহর হুকুমে প্রত্যেক প্রাণীর জান কবজ করে থাকি, এখন আহকামুল হাকেমীন আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া ফিরে যাব না। ফিরে যাবার ব্যাপারে মৃত্যু দূত ও হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর মধ্যে বেশ কয়েকবার তর্ক হল। কিন্তু মৃত্যু দূত ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় না দেখে প্রস্থান করলেন। ইহার পর হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে এরশাদ করলেন, "তুমি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে আমার খেদমতে হাজির হবে। আমি তোমার জন্য যিয়াফতের খাবার রেখেছি। আর ইহাও বললেন, "এক সপ্তাহ পর অমুক তারিখ তোমার পিতা এই নশ্বর পৃথিবী থেকে অবিনশ্বর জগতে গমন করবেন"। ইহা বলে গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমার দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর আমারও বেহুশ অবস্থা থেকে হুশ এসে গেল।

মোট কথা, মৃত্যুপথের ঐ যাত্রীর পরিপূর্ন হুশ ফিরে এল এবং তিনি মৃত্যুর বিছানা থেকে উঠে বসলেন। দিন দিন সুস্থতা বোধ করতে লাগলেন। এক সপ্তাহ পর তাঁর পিতা; যিনি পূর্ণ সুস্থ ছিলেন মাথা ঘুরিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং এক-আধ ঘন্টা পর মৃত্যুবরণ করলেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন। এক মাস পর এই মৃত্যু পথের যাত্রী পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন এবং গাউছুল আজম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর আস্তানার সেবকদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে উভয় জাহানের নেয়ামত দ্বারা ধন্য হলেন।

গজল

গাউছে আজম হলেন সর্বশক্তিমান প্রভুর খলিফা,
তিনি করে দেখাতে পারেন, প্রত্যেক কাজ করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে।
গাউছে আজম হলেন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র বিশেষ উকিল,
গাউছে আজম হলেন আহমদ মুখতার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর প্রতিনিধি।
গাউছে আজম হলেন পৃথিবীতে খোদার বিশেষ ছায়া,
তিনি খোদার সকল সরকারের মালিক।
গাউছে আজম হলেন দ্বীন (ধর্ম) ও দুনিয়ার উজ্জ্বল প্রদীপ,
তিনি সুমহান আল্লাহ্‌র নুরের খানি।
গাউছে আজম পূর্ণতা লাভকারী ফুল বাগানের অনুপম পুষ্প,
তিনি সুশোভিত ফুলবাগানের পুষ্পিত ফুল।
গাউছে আজম জগত সমুদ্রের গুপ্ত রত্ন,
কে বুঝবে সেই দুষ্প্রাপ্য মোতির শান-শওকত?
গাউছে আজম খোদার গুপ্ত রহস্যের আধার,
তিনি জগতে এক গুপ্ত রহস্যের খনি।
গাউছে আজম জগতে রক্ষক ও সমস্যা সমাধানকারী,
তাঁর এক দৃষ্টিতে সব কাজের সমস্যা সমাধান হয়ে যায়।
যে ব্যক্তি সেই দ্বারের ভিখারী, সে প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ,
যারা এই দরবারের কুকুর তারা নিশ্চিতভাবে ব্যঘ্র।
তাঁর ভ্রূকুটির তরবারি দ্বারা শহিদ হও, হে মন উভয় জগতে,
ঐ তরবারি দ্বারা শাহাদাত প্রাপ্ত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে অমরত্ব লাভ করে।
গাউছে মাইজভাণ্ডারের দ্বারের ধূলাকণা,
এই দরবারের সেই ধূলিকণার মর্যাদা আকাশের তারকা সদৃশ।
যে মনে প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাসে তাঁর নাম নেন,
তবে হাশরে দোযখের শাস্তির তার কি ভয়?
তোমার অধম মকবুলের জান্নাতের কোন গরজ নেই,
শুধু মাত্র তোমার দিদারের (সাক্ষাত) দৌলতের প্রত্যাশী।

জনাব শাহ সৈয়দ মুহাম্মদ হাশেম ছাহেবের (দামাত বারাকাতুহু) সাথে এক দুষ্ট জিনের ঘটনা

তাঁর (গাউছে পাক) সম্মানিত ভ্রাতুষ্পুত্র জনাব শাহ মুহাম্মদ হাশেম ছাহেব (দামাত বারাকাতুহু) বর্ণনা করেন, একদা আমি জ্বরের কারণে খুবই দূর্বল হয়ে

গেলাম। আমার বড় ভাই জনাব শাহ গোলাম সোবহান ছাহেব (দামাত বারাকাতুহু) বিলে গরুর জন্য ঘাস কেটে এক স্থানে জমা করে রাখেন। তখন অন্য একটি গরু এসে উহা খেয়ে ফেলে। তাতে তিনি ক্ষুদ্ধ হয়ে আমাকে বকা দিলেন। তাঁর বকুনি খেয়ে আমার রাগ হল। আমাদের বাড়ি থেকে পশ্চিম দিকে বিনাজুরি খালের নিকটে একটি জায়গায় ঝিলের মধ্যে সবুজ লম্বালম্বা অনেক ঘাস ছিল। ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় একটি বড় টুকরি ও কাঁচি নিয়ে ঘাস কাটার উদ্দেশ্যে সেই দিকে গমন করছিলাম। তখন হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অন্দর মহল থেকে দায়রা শরীফে তশরীফ আনয়ন করেন। এবং আমাকে সামনে দেখে ডাকলেন।

আমি তৎক্ষণাৎ কদমবুচি করে খেদমতে রত হলাম এবং পাখা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে হুক্কার চিলম তৈরি করতে বললেন। আমি পাখাটি অন্য একজনকে দিয়ে অন্দর মহলে গিয়ে চিলম তৈরি করে নিয়ে আসলাম। হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হুক্কা পানে রত হলেন। আমি পাখাকারীকে সাবধান করে দিলাম যে, সাবধান! আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি পাখা করতে থাকবে। এই কথা বলে সিজদায়ে তাহিয়া আদায় করতঃ ঝিলের দিকে ঘাস কাটার উদ্দেশ্যে চলে গেলাম। ওখানে গিয়ে ঘাস কাটায় রত হলাম। কি যেন দেখতে পেলাম যে, আমি যতটুকু ঘাস কেটে টুকরির মধ্যে জমা করছিলাম ঘাসগুলো কে যেন খেয়ে ফেলছিল। এই রূপ কাণ্ড কয়েকবার ঘটল। এই ঘটনা দেখে আমি সতর্ক হলাম। ওখানে একজন দুষ্ট জীন সর্বদা অবস্থান করত এবং মানুষদের কষ্ট দিত। আমি বাস্তব ঘটনা বুঝে বলে উঠলাম, হে দুষ্টুজীন! তুমি গাউছুল্লাহিল আযমের সাথেও বেয়াদবি করছ? সাবধান! আবার যদি এইরূপ কর, তাহলে তুমি এর প্রাপ্য শাস্তি পাবে। ইহা বলে আমি গাউছিয়তের তরবারি মনের হস্তে ধারণ করে রীতিমত ঘাস কাটায় রত হলাম। এই সময় ঐ জীন দূর থেকে আমার এক প্রতিবেশীর ছদ্মবেশ ধারণ করে আমাকে দেখা দিল। আমাকে সম্বোধন করে আমার সাথে তর্ক শুরু করে দিয়ে বলল, তুমি গাউছিয়তের তরবরি হস্তে ধারণ করেছ, নতুবা তোমার সাথে যুদ্ধ করতাম। আমি তাকে অনেক গালমন্দ করলাম। যতটুকু ঘাস কেটেছিলাম সবগুলো নিয়ে ওখান থেকে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আর যেই রাস্তা দিয়ে ওখানে গিয়েছিলাম, সেই রাস্তায় তার (জীন) প্রভাব ও জবরদস্তির প্রবল সম্ভাবনা ছিল। আর উক্ত জীন সেই পথ দিয়ে পুণরায় আসার জন্য বলছিল। আমি সেই পথ ছেড়ে অন্য একটি পথ ধরে আমার বাড়ির দিকে একটি পুকুরের পাড় দিয়ে আসছিলাম। একজন মহিলা আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, আপনার পিছনে পিছনে শুকরের আকৃতিতে

ইহা কি আসছে? এই কথা বলে, মহিলাটি স্বীয় ঘরে চলে গেল। আমি ঘাস ভর্তি টুকরিটি সেখানে রেখে যখন পিছনের দিকে ফিরে দেখলাম তখন কিছুই দেখতে পেলাম না।

অতঃপর তখন ঘাসের টুকরিটির দিকে দৃষ্টি দিলাম, তখন দেখলাম যে, আমি যতুটকু ঘাস কেটেছিলাম এবং ঐ জীন যা চুরি করেছিল সবটাই সে সেখানে রেখে দিল। আমি এই ঘটনা দেখে ঘাসের টুকরিটি উঠিয়ে চলে আসার ইচ্ছা করলাম। তখন দেখলাম যে, ঘাসের টুকরিটি এতই ভারি হল যে, উঠানো সম্ভব হচ্ছিল না। যেনতেন করে ওখান থেকে টুকরিটি নিয়ে এক জায়গায় রেখে দিলাম। এবং তাড়াতাড়ি পবিত্রতা অর্জন পূর্বক হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন দেখলাম যে, হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এখনও পর্যন্ত ঐ চিলম যা আমি তৈরি করে দিয়েছিলাম তা পান করছিলেন। যখন আমি কদমবুচি করলাম, তখন জিজ্ঞেস করলেন, ওকি বাঁচা মিয়া? তখন আমি আরজ করলাম, হ্যাঁ, হুজুর, আমি বাঁচা মিয়া (হযরত গাউছিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাহ মুহাম্মদ হাশেম ছাহেবকে বাঁচা মিয়া ডাকতেন)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলে; এত ঘাম কেন হল? এই কথা বলে ফরমালেন, হারামজাদা বৈরাগী আমার ছেলেকে কষ্ট দিতে চায়। অতঃপর হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অন্দর মহলে চলে গেলন এবং উপস্থিত খাদেমরাও চলে গেলেন।

গজল

মনে প্রাণে যে তাঁর আস্তানায় এসেছে- অতল গহ্বর থেকে আকাশে উঠেছে।
জগতে প্রসিদ্ধ হবে সেই ব্যক্তি- যে স্বচ্ছ অন্তরে তোমার নাম মুখে রেখেছে।
ঐ ব্যক্তির কিসের ভয় যে তাঁর নিরাপদ দ্বারে আশ্রয় নিয়েছে।
যে দুঃখে-কষ্টে তোমার নাম নিয়েছে-তোমার কৃপা দৃষ্টিতে তাঁর প্রফুল্লতা এসেছে।
তোমার দরবারের সুমহান আদেশ মানব-দানব সবার পরে জারি হয়েছে।
তোমার আদেশ প্রকৃতপক্ষে খোদারই আদেশ- তোমার মত কোন বাদশাহ নেই জগতে।
যে আপনার শাহী দরবারে আহাজারী করেছে- সে সকল কর্মে সফলতা লাভ করেছে।
তোমার অস্থির প্রাণহারা মকবুল তোমার সুমহান সত্তা; প্রাণের প্রাণের কাছে এসেছে।

গাউছুল আজম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর দরবারে বিশ্বাসী একজন হিন্দু পান বিক্রেতা; যার লাশ মৃত্যর পর আগুনে দগ্ধ না হওয়ার ঘটনা

আমি লেখক (গ্রন্থকার) পরিপূর্ণ অনুসন্ধান করে নিশ্চিত হলাম যে, কাঞ্চন নগর নিবাসী একজন হিন্দু পান বিক্রেতা মনে প্রাণে হযরত গাউছুল্লাহিল

আকবর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর দরবারের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাসী ও ভক্তি রাখতেন। তার জীবদ্দশায় অধিকাংশ সময় গাউছুল আজমের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দরবারে হাদিয়া তোহফা পেশ করতেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হঠাৎ তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল। মৃত্যুর সংবাদ বহনকারী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মৃত্যু পরওয়ানা পৌঁছিয়ে দিল। মৃত্যু রোগের অবস্থা সৃষ্টি হল। কয়েকদিন পর একদা তার মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হল।

পংক্তি

মৃত্যু থেকে বাঁচতে কারো কোনো উপায় নেই,
মৃত্যুর পাঞ্জা থেকে বাঁচার কি উপায়।

অনিচ্ছাকৃতভাবে তার মুখ থেকে কলমায়ে শাহাদত ও তাওহীদ উচ্চারিত হল। তার আত্মীয়-স্বজন রাম রাম বলে তাকে ঘর থেকে বের করে দিল। আর চুপ থাক! চুপ থাক! বলে উক্ত বিষয়টি অপরের থেকে গোপন করে রাখল। কিন্তু এই অনাদি সৌভাগ্যবান এই ঈমানের কলমাকে কখনো ভুলেনি এবং সর্বদা এই কলেমা শরীফ উচ্চারণ করতে করতে তার জান আল্লাহ্‌র কাছে চলে গেল।

কবিতাংশ

অন্যদিকে যাকে আল্লাহ দিয়েছেন সৌভাগ্য,
সে কখনো কি ভুলবে কালমায়ে শাহাদত?
সৌভাগ্য হল খোদা তায়ালার দান,
বাহুবলে এই সম্পদ লাভ হবে না।

তার আত্মীয়-স্বজন অকর্মা কুফরি রীতিতে তার লাশ দাহ করার উদ্দেশ্যে চিতায় নিয়ে গেল। দাহ করার জন্য প্রস্তুত করে তার লাশ লাকড়ির উপর রাখল এবং আগুন ধরিয়ে দিল। আর তৈল ও ঘৃতও সামান্য ঢেলে দিল। যিনি দৃশ্যত হিন্দু হলেও দেহ ও মনে মুসলমান এবং হযরত গাউছুল আযম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর দরবারের আশেক বান্দা ছিলেন। তাই তার প্রত্যেক অঙ্গের উপরিভাগের চামড়ার কিছু কিছু অংশ আগুনে জ্বললেও কিন্তু বক্ষে সামান্য দাগও লাগেনি। কাফেরগণ এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত ঘাবড়ে গেল এবং আগুনে তৈল ও ঘৃত আরো বাড়িয়ে দিল। তারপরও নিম্নোক্ত বাণীর হুকুম মর্মে আগুনে কোন প্রকার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। আল্লাহ ইরশাদ করেন, "আমি বললাম, হে আগুন! শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও ইব্রাহীমের উপর"।

পংক্তি

গাউছে মাইজভাণ্ডারের পদচিহ্নের স্বাদ যে গ্রহণ করেছে,
উভয় জগতে কবে তার দোযখের শাস্তির ভয় আছে।
তাঁর আস্তানায় যে রাত-দিন কপাল ঘর্ষণ করে,
নিশ্চিতভাবে সে আল্লাহর দরবারের প্রিয়ভাজন।

যখন অকর্মা কাফিরগণ স্বীয় তদবির ও কুটকৌশল দ্বারা ব্যর্থ হল, তখন তারা ইচ্ছা করল যে, লাশটিকে আগুন থেকে বের করে এনে অচেনা কোন নদীর কিনারায় ফেলে দিবে। যেখানে এই লাশটি বীভৎস তিমি ও মাছের খাদ্যে পরিণত হবে। অবশেষে এই ধারণা অন্তরে পোষণ করে ধুরুং নদীতে লাশটি ফেলে দিল। সুবহান আল্লাহ! যে ব্যক্তি জনাব ফলকে রেকাব কুতুবে আফখম গাউছিল্লাহিল আজম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর দৃষ্টিতে গৃহিত হয়েছে আগুনের কি সাধ্য তাকে জ্বালাবে এবং পানির কি ক্ষমতা তাকে গলাধকরণ করবে? এই লাশটি ভাসতে ভাসতে ধুরুং নদীর এক জায়গায় আটকে গেল। কেউ কেউ বলে যে, ঐ এলাকার লোকদেরকে গাউছুল আজম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর দরবারের পক্ষ থেকে স্বপ্ন দেখানো হয় যাতে তারা লাশটিকে গোসল দিয়ে জানাযা নামাজ আদায় করতঃ দাফন করিয়ে দেয়। কেউ কেউ বর্ণনা করেন, পুলিশ এসে এই লাশটিকে উদ্ধার করে কবরস্থ করেন।

আহমদি সৌন্দর্য্যের প্রেমিকগণ ও দরবারে গাউছুল আজমের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ভক্তগণ! সুসংবাদ যে, যখন ঐ পান বিক্রেতা শুধুমাত্র শান-শওকত পূর্ণ গাউছুল আজম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর দরবারের প্রতি ভাল ধারণা ও সরল বিশ্বাসের কারণে স্থায়ী সম্পদ ঈমান দ্বারা সুশোভিত এবং স্থায়ী নেয়ামত, ক্ষমা ও নিরাপত্তা দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত হলেন। পরিপূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, খাঁটি প্রেমিক ও সুদৃঢ় ভালবাসা প্রদর্শনকারী; যিনি মনে প্রাণে পতঙ্গের ন্যায় তাঁর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যরূপী প্রদীপে জীবন উৎসর্গ করেন, অবশ্যই তিনি স্বীয় দর্শনের দৌলত ও সাক্ষাতের নিয়ামত দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করে উভয় জাহানে সুশোভিত ও সমৃদ্ধশালী করবেন। আর ইহ ও পরকালীন সমস্যা এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য বিপদাপদ হতে মুক্তি প্রদান করবেন।

গজল

গাউছুল আজম যার উপর একবার কৃপাদৃষ্টি করেন,
তাকে সদা খোদা ও মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও ভালবাসেন।
জনাব গাউছুল আজম যার উপর দৃষ্টির ঝলক নিক্ষেপ করেন,
আকাশের তারকাতুল্য নুরের উদয়স্থলে পরিণত করেন।

যে মনে প্রাণে গাউছে পাকের দরবারে বন্দী হয়,
যদিও সে কাঁটা হয়, তাকে ফুল বাগানের সুশোভিত পুষ্পে পরিণত করেন।
কেউ যদি হযরতের দরবারের ক্ষুদ্র কণিকা ও ধূলাকণাও হয়,
তাকে এমন ঝর্ণায় পরিণত করেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত ।
উভয় জগতে তাঁর ভালবাসার সমুদ্রে নিমজ্জনকারী যে হবে,
যদি সে বিন্দুও হয় তাকে দূষ্প্রাপ্য মোতিতে পরিণত করেন।
যে খাঁটি মনে তাঁর দ্বারের ক্ষুদ্র কণা হয় তবে সে মণি-মুক্তা,
যদি হয় সে পাথর তাকে মুক্তাবর্ষী বাদল করেন।
যে তাঁর আস্তানায় ফকির হয়, নিঃসন্দেহে সে বাদশাহ,
যে তাঁর দ্বারের অনু হয় তাকে নুরের রশ্মি বিচ্ছুরক করে।
আক্বিদা বিশ্বাসে যে তাঁর দ্বারে মাথা রাখে,
স্বীয় কৃপা দৃষ্টিতে তাকে সর্দারে পরিণত করেন।
উভয় জগতে কেউ যদি মকবুলের মত তাঁর পদচিহ্ন হয়ে যায়,
তবে অনুগ্রহে তাকে দিদারের (সাক্ষাত) দৌলত দান করেন।

জনাব হুজুর পুর নুর গাউছিয়া (রাদিয়াল্লাহু) এঁর দরবারের জন্য নজরানা (হাদিয়া) এর সাথে বেয়াদবী করার কারণে একজন প্রসিদ্ধ অলির বেলায়ত চ্যুতি ও লাঞ্ছিত অপমানিত হওয়ার বর্ণনা

উক্ত ঘটনার সত্যবাদী বর্ণনাকারীগণ ও সৎ বক্তাগণ এই হৃদয়স্পর্শী ঘটনাটি বর্ণনা করেন যে, একজন ফানা ফিল্লাহ আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও বেলায়ত প্রাপ্ত অলি বাহারুল্লাহ শাহ নামীয় ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত শাহ নগর (রায়পুর) গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। যিনি খোদার দরবারের উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সুউচ্চ মকাম সম্পন্ন ও সম্মানিত ছিলেন। স্বীয় সময়কালে তিনি অন্য কোন অলিকে নিজের সমান মনে করতেন না। একদিন কাঞ্চন নগর নিবাসী এক ব্যক্তি; যিনি জনাব হযরত গাউছিয়ত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর ভক্ত ছিলেন। এক হাঁড়ি বাজার বাছা মহিষের দই ক্রয় করে গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর জন্য হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে যাচ্ছিলেন। বাহারুল্লাহ শাহ ছাহেব সেই সময় রাস্তার উপর বসা ছিলেন। যখন হাদিয়া নিয়ে গমনকারী ব্যক্তিকে দেখলেন, আল্লাহই ভাল জানেন যে, ঐ ব্যক্তির (বাহারুল্লাহ শাহ) মনে কি খেয়াল আসল? তখন সে জিজ্ঞেস করল, তুমি এই দই হাদিয়া আমার সামনে দিয়ে কোন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য নিয়ে যাচ্ছ? তিনি উত্তর দিলেন, হুজুর এই হাদিয়া-নজরানা হযরত কুতুবুল্লাহিল আফখম গাউছুল্লাহিল আজম মাইজভাণ্ডারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর জন্য। এই কথা শুনা মাত্রই

অহমিকা বশতঃ উল্লেখিত শাহ ছাহেব স্বীয় বসার জায়গা থেকে উঠে ঐ দইয়ের হাঁড়ি জোর পূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে বলল, এই যমানায় আমার চেয়ে বড় হাদিয়া গ্রহণকারী কে আছে? ইহা বলে, সে হযরত গাউছিয়ত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর হাদিয়ার মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে উপরের অংশ থেকে কিছু খেল এবং বাকি অংশে থুতু দিয়ে ঐ হাদিয়া সমেত গমণকারী ব্যক্তিকে দিয়ে দিল। তিনি অত্যন্ত সংকীর্ণ মন ও পেরেশান অবস্থায় অশ্রুসজল নয়নে ঐ বিয়াদব ব্যক্তির বিরুদ্ধে নালিশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ দইয়ের হাঁড়িসহ নিজ হাতে নিয়ে হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর সুমহান দরবারে উপস্থিত হলেন। তখনও এই ব্যক্তি সুমহান দরবারে আস্তানার আঙ্গিনায় পর্যন্ত পৌঁছেননি, তখন হযরত গাউছুল্লাহিল আজম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর জালালিয়তের সমুদ্রের তরঙ্গ উত্তোলিত হয়ে বলে উঠলেন, "সাবধান! আমার দরবার পর্যন্ত কেউ ঐ দইয়ের হাঁড়ি আনবে না, হারামজাদা বাহারুল্লাহকে বল যে, দইয়ের হাঁড়ি গুহ্যদ্বারে দিতে"। সেই ব্যক্তি হযরতের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জালালিয়ত দেখে সামনে গিয়ে নিবেদন করার সাহস হয়নি। ভয়ে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। হুযুর পুর নুর হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর অবশ্য পালনীয় হুকুম অনুযায়ী ঐ দইয়ের হাঁড়ি বাহারুল্লাহ এর সামনে রেখে ঐ ব্যক্তি নিজ বাড়িতে চলে গেলেন।

সেই দিন থেকে বাহারুল্লাহ থেকে বেলায়তের নিয়ামত রহিত হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র দরবারে যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছিল তা একেবারে তিরোহিত হয়ে গেল এবং আল্লাহ্‌র দরবার থেকে বহিস্কৃত হয়ে গেল। ভদ্র- অভদ্র সবার সামনে লাঞ্চিত ও অপমানিত ব্যক্তিতে পরিণত হল। সে যেখানে যেত অপমান ও লাঞ্চনা ছাড়া কিছুই দেখত না। কিছুদিন পর এই দূর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় সে মারা যায়। অলিদের সাথে বেয়াদবী থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সত্য কথা যে, যখন দূর্ভাগ্য উপস্থিত হয়, তখন এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। যখন কারো দূর্ভাগ্য এসে যায়, তখন সে তার থেকে উচ্চ স্তরের বুজুর্গ ব্যক্তির সাথে বেয়াদবি করে। নিম্নোক্ত কথাগুলোতে উক্ত ঘটনার মর্ম পরিদৃষ্ট হয়। "যখন তকদীরের ফয়সালা উপস্থিত হয়, তখন বিস্তৃত পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে যায়।" এবং "যখন ভাগ্যের লিখন বাস্তবায়িত হয়, তখন চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়"।

মসনবী

আল্লাহ্‌র পথে যে বেয়াদব হল,
সে প্রতিপালকের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হল।
বেয়াদব সেতো নপুংসক,
বেয়াদব কবে পেয়েছে ইশক ও বিচ্ছেদের বেদনা।

শয়তানের লাঞ্ছনা ও অপমান বেয়াদবীর কারণে,
লাঞ্ছনা ও অপমান সেতো বেয়াদবী থেকে উৎপত্তি।
প্রত্যেক পূতঃপবিত্র ব্যক্তির উন্নতি আদবের কারণে,
অসতর্কতার কারণে জুটে পশ্চাদপদতা।
দেখ, আদবের কারণে আকাশের আলোকবর্তিকা হয়,
যে আদব দেখায় সে হয় পুলকিত।
আল্লাহ্‌র বন্ধু অলীদের সাথে যারা বেয়াদবী করে,
আল্লাহ্‌র নিয়ামত তার থেকে রহিত হয়ে যায়।
সেই কারণে হযরত মৌলভী রুমী বলেছেন,
নিশ্চিত হতে মসনবী পড়ে দেখ।
খোদার কাছে আদবের শক্তি চাই,
বেয়াদব আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হয়।
আদবের কারণে এই আকাশ নূরে পূর্ণ,
আদবের কারণে ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ ও পূতঃপবিত্র হল।
যে তরিকতের রাস্তায় বেয়াদবী করে,
সে ধ্বংস স্তুপের মধ্যে পতিত হয়।
আউলিয়াদের সাথে যে বেয়াদবী করে,
নিঃসন্দেহে সে পথভ্রষ্টতার কূপে পতিত হয়।
আউলিয়াদের সাথে যে বেয়াদবী করে মৃত্যুবরণ করে,
তবে তার শেষ পরিণতি খারাপ হওয়ার আশংকা রয়েছে।
হে খোদার গাউছ! মকবুল তোমার দ্বারের ভিখারী,
তুমি তাকে আদবের তৌফিক (শক্তি) দিও।

গজল

যে গাউছে মাইজভাণ্ডারের আস্তানার মাটি হয়ে যায়,
আল্লাহ্‌র শপথ, নিশ্চিতভাবে সে উভয় জগতে সর্দার হয়ে যায়।
খোদা তায়ালা এমন উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন যে,
আকাশের সূর্যও ঘোমটা তুলে নেয়।
গোলাকার তারার মত তাকে করে দেন আলোকিত,
যে খাঁটি মনে তাঁর দরবারের ক্ষুদ্র কণা হয়ে যায়।
যে গাউছুল আজমের কাছে গৃহিত, সে আল্লাহ্‌র কাছে গৃহিত,
যে সরকারে গাউছুল আজম থেকে বঞ্চিত, সে খোদার কাছে বঞ্চিত।
যে এই সুমহান দরবারের প্রতি মনে মনে বেয়াদবী পোষণ করে,
খোদার রোষানল দ্বারা সে ভোতা তরবারি হয়ে যায়।

যে তাঁর সাথে বেয়াদবী করে, সে বেলায়ত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়,
সে মহাপ্রতাপশালীর রোষ দ্বারাও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।
যে তাঁর সাথে বেয়াদবী করে, সে ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়,
যেখানে যাবে নিশ্চিতভাবে সে লাঞ্ছিত-অপমানিত হবে।
যে তাঁর সাথে বেয়াদবী করে, সে নিশ্চিতভাবে দূর্ভাগা হবে,
হাশরের ময়দানে সে জাহান্নামের শাস্তিযোগ্য হবে।
ইহুদী হোক এবং খ্রীস্টান হোক, প্রকৃতপক্ষে সেই দূর্ভাগা,
যে গাউছে খোদার প্রতি সামান্যতম অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করে।
দূর্ভাগা ও পাপিষ্ট ব্যতিত কেউ তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী হবে না,
যে খোদার পক্ষ থেকে আদি হতভাগা হবে।
আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চিতভাবে উভয় জগতের সম্পদ দ্বারা সে সমৃদ্ধশালী হবে,
যে মনে মনে কখনো গাউছুল আজমের স্বীকৃতী প্রদানকারী হবে।
হীন মকবুল মনে প্রাণে গাউছুল আজমের প্রতি উৎসর্গীত,
আশ্চর্যের বিষয় হবে না, যদি তাঁর দিদার নসীব হয়ে যায়।

হযরত জনাব গাউছিয়ত মা'আব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে স্মরণ করার কারণে বাঘের পাঞ্জা থেকে এক ব্যক্তির মুক্তি লাভের বর্ণনা প্রসঙ্গ

এক ব্যক্তি বরিশাল নাকি ফরিদপুর নিবাসী এই অধমের (গ্রন্থকার) নিকট সঠিক মনে আসছে না। লোকটি স্বয়ং হুযুর পুরনুর গাউছিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর দফতর খানায় বসে ঘটনাটি বর্ণনা করছিলেন এবং এই অধম (গ্রন্থকার) বন্ধু-বান্ধব সহ তা শ্রবণ করছিলাম। লোকটি বলেন, "আমি বহুদিন ধরে ফয়জপূর্ণ দরবারে গাউছিয়ায় চুম্বন ও ললাট ঘর্ষনের আকাঙ্খায় দিনাতিপাত করছিলাম। কিন্তু এই শঠ দুনিয়ার সম্পর্ক ও ক্ষণস্থায়ী কালের ঘূর্ণাবর্তনের কারণে হুজুর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর ফয়জপূর্ণ আস্তানা শরীফে হাজির হতে পারিনি। দীর্ঘ সময়ের পর দরবারে আসার প্রবল আগ্রহ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। যার কারণে এক মুহূর্তও আমি স্বীয় বাড়িতে অবস্থান করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত পতঙ্গের ন্যায় দরবারে পাকে সফর করার মনস্থ করি। তাই আমার বাড়ি থেকে বের হয়েছি আজ চার দিন হল এবং হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর অনুগ্রহ ও কৃপা দৃষ্টির কারণে এখানে আসতে পেরেছি। আমি বাড়ী থেকে বের হয়ে আকাংখিত বাহন যোগে পথ অতিক্রম করছিলাম। পথিমধ্যে আমার মল ত্যাগের প্রয়োজন হয়। নিকটে একটি জঙ্গল ছিল। একটি ঝাড়ের আড়ালে প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য বসে

গেলাম। এমতাবস্থায় একটি প্রতাপশালী বাঘ আমার উপর হামলা করল। হঠাৎ কি দেখলাম যে, একজন বুজুর্গ ব্যক্তি তার বরকতময় হাতে পবিত্রতার পাত্র (লোটা) নিয়ে অদৃশ্য থেকে আবির্ভূত হলেন। আর সজোরে ঐ বদনাটি বাঘের নাকের উপর এমনভাবে মারলেন যে, এতে বাঘটি পালিয়ে গেল এবং আমিও প্রাণ নিয়ে সেখান থেকে দ্রুত পালালাম। ঐ বুজুর্গ ব্যক্তিও সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমার জানা নেই যে, ঐ বুজুর্গ কে ছিলেন। তাড়াতাড়ি ঐ স্থান থেকে আমার গন্তব্যস্থলে রওনা হয়ে গেলাম। আর আজ খোদায়ী ফয়েজপূর্ণ দরবারে এসে উভয় জাহানের সৌভাগ্য অর্জন করলাম । যখনই জগতের সৌন্দর্য সূর্যের আলোর প্রতিবিম্ব হুযুর পুর নুর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর কৃপা দৃষ্টিতে অন্তরের চক্ষু উন্মেলিত হয়ে গেল, (তখন বুঝতে পারলাম) এই বুজুর্গ আমাদের হযরত কুতুবুল্লাহিল আফখম গাউছুল আজমই (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন।

সুবহান আল্লাহ! বেলায়তের প্রদীপের পতঙ্গ ও গাউছিয়তের সৌন্দর্য্যে প্রাণ উৎসর্গকারীদের জন্য সুসংবাদ যে, গাউছিয়তের দয়া ও অনুগ্রহের ছায়া যখন ব্যথা ও হতাশার মরুপ্রান্তরে ভ্রমণকারীদেরকে প্রতি নিঃশ্বাসে ও পদে পদে প্রকাশ্য শত্রু ও হিংস্র প্রাণী থেকে রক্ষা করে স্বীয় সুরক্ষিত ছত্র ছায়ায় সুরক্ষা ও সুরক্ষিত দূর্গে আশ্রয় দেন। আমাদের দৃঢ় আশা ও প্রবল ভরসা যে, আসন্ন ক্বিয়ামত দিবসেও তাঁর বিচ্ছেদ বিরহে তটস্থ, দরদ-মহববতের পানির তৃষ্ণার্থদেরকে প্রতি ক্ষণে ও মুহুর্তে মনজিলে মাকসুদে ও পথের শত্রু থেকে মুক্ত করে সুদৃঢ় শামশাদ বৃক্ষের ছায়াতলে আশ্রয় দান করতঃ মহামিলনের দৌলত দ্বারা প্রশান্ত করবেন।

গজল

আজব উচ্চ মর্যাদা, আজব ক্ষমতা ও আজব মান-সম্মান তোমার-আজব সম্মান,
আজব মঞ্জিল (ঘর) এবং আজব তোমার দরবার।
আজব শান-শওকত এবং আজব মর্যাদা বাদশাহ তোমার,
প্রকৃতপক্ষে তোমার আস্তানার ক্ষুদ্রকণা সূর্য ও চন্দ্রতুল্য।
সুশোভিত রাজ্যের তুমি সে উচ্চ মর্যাদাবান সম্রাট,
অন্তরে ও নয়নে পেতেছি তোমার সিংহাসন।
তুমি দান ও বদান্যতার উৎস, তুমি রহমতের খনি,
তোমার দানশীলতা ও অনুগ্রহ তোমার পক্ষে স্বাক্ষ্য প্রদান করে।
সে প্রফুল্লতার আকাশের কক্ষপথে নক্ষত্রের মত চমকাতে থাকবে,
যে আক্বিদা-বিশ্বাসে তোমার পথের ধূলাবালি হবে।
যে ফেতনা-ফ্যাসাদ ও বিপদের সময় তোমার নাম নিবে,

তবে তোমার অনুগ্রহে সব ফেতনা দূরীভূত হবে।
যে মনে-প্রাণে তোমার সুমহান আস্তানার ফকির হবে,
তোমার অনুকম্পায় ফকির বাদশাহ হয়ে যাবে।
যদি সে পানিবিন্দু হয় এক পলকে সে সিন্ধু হবে,
তোমার রহমতের দ্বারে অনুগ্রহের প্রত্যাশী হয়ে যে আসবে।
পালকহীন পিঁপড়া যদি তোমার শাহী দরবারে আসে,
তোমার শুভ দৃষ্টিতে মুহূর্তেই হুমা পাখিতে পরিণত হবে।
তোমার সুমহান দ্বারের গোলামদের আমল যদি হয় পাপে পূর্ণ,
তোমার অনুগ্রহে মন্দ আমলসমূহ ভাল আমলে পরিণত হবে।
হে বাদশাহ! এরূপ জগতে বিপদাপদের কোনো ভয় থাকবে না,
যে খাঁটি অন্তরে তোমার দামানে নিজেকে সপে দিবে।
কেউ যদি তোমার আস্তানার আঙ্গিনার খড় হয়ে যায়,
তোমার অনুগ্রহে নিশ্চিতভাবে খড়ের পাহাড় হয়ে যাবে।
হে গাউছুল আজম! তোমার অধম মকবুলেরও তোমার দরবারের ফকির হয়ে
অনুগ্রহের প্রত্যাশা রাখি।

বিষধর সাপের আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়া এক লোকের বর্ণনা হতে

হযরত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পবিত্র নামের বরকতে বিষাক্ত সাপের ছোবল থেকে রক্ষা পাওয়া এক লোকের বর্ণনাঃ কাঞ্চন নগর নিবাসী আব্দুছ্ ছোবহান নামক এক ব্যক্তি হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) এঁর দরবারে বর্ণনা করেন যে, আমি একবার বিশেষ প্রয়োজনে জঙ্গলে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফেরার সময় বিরাট এক বিষাক্ত সাপ রাগান্বিত অবস্থায় দংশন করার উদ্দেশ্যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হয়ে যায়। আমার চারদিকে ঘন জঙ্গল হওয়াতে সেখান থেকে পালানোর কোন রাস্তা ছিল না। এবং এক আঙ্গুল ব্যবধানের দূরত্বে এক ঘন্টা দণ্ডায়মান হয়ে রইল। আর আমি হুঁশ হারা অবস্থায় রয়ে গেলাম । শেষ পর্যন্ত হযরত আকদাসের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাম মোবারক আমার স্বরণে এসে যায়। আমি বললাম, হে হযরত ! এমন অসহায় অবস্থায় আমাকে প্রাণ সংহারক শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করুন। এই আরজ করা মাত্র ঐ বিষধর সাপ মাথা নিচু করে জঙ্গলের একদিকে চলে গেল এবং আমি সেখান থেকে পালিয়ে চলে এলাম।

গজল

গাউছুল আজম! যে ব্যক্তি তোমার নাম অন্তর থেকে নিল,
যত বড় শক্ত মুশকিল হোক না কেন তার আছান হয়ে গেল ।

প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য দুশমন তাকে কখনো পরাস্ত করতে পারেনি,
যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে তোমার নাম স্মরণ করেছে।
চোখের পলকেই উভয় জগতের মুশকিল আছান হয়ে যায়,
যে ব্যক্তি তোমার মত সাহায্যকারী রক্ষকের শরণাপন্ন হয়।
তোমার উচ্চ মর্যাদার সঠিক অবস্থান কি করে বুঝাব,
তোমার মত এমন মর্তবা আল্লাহ আর কাকে দিয়েছেন।
তোমার দৃষ্টি বহির্ভূত হলে এক সেকেণ্ডের মধ্যেই দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে-
সমগ্র দুনিয়া হলো দেহ আর তুমি হলে তার প্রাণ ।
বিপদগ্রস্থতা এই ইহকাল ও পরকালে কভু কি থাকে?
যার কাছে তোমার মত মুশকিল আছানকারী রক্ষক আছে।
পাপের দুঃখের সমুদ্রে কিভাবে আমলের নৌকা ডুববে?
তোমার মত উভয় জগতে যার নৌকার মাঝি আছে।
গাউছুল আজম তুমি মকবুলের মালিক,
যে আন্তরিকভাবে তোমার দ্বারের ভিখারী এবং তুমি তার মওলা, এটাই যথেষ্ট।

ধুরঙ্গখাল হালদা নদীর দিকে গতি পরিবর্তনের বর্ণনা

আল্লাহ্‌র নৈকট্য তালাশীদের আশ্রয়স্থল, দয়ার ভাণ্ডার, নৈকট্যের জ্ঞান ভাণ্ডার জনাব হযরত মওলানা শাহ্ ছৈয়্যদ আমিনুল হক ওয়াদ্দীন, ছাহেবে ইলমুল ইয়াকীন (আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর রহস্যকে পবিত্র করুন) ও আরো অন্যান্য সত্যবাদী বর্ণনাকারীগণ এই অতুলনীয় হৃদয়গ্রাহী গোলাপের প্রসাধনের মত ঘটনাটি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেন ।

গাউছুল আজম, কুতুবুল আক্‌তাব, হযরত আক্‌দাছ মাঝে মধ্যে মুহাম্মদ দায়েম নাজিরহাটের দিকে সফরের উদ্দেশ্যে বের হতেন। এ সময় তাঁর সহযাত্রী হিসেবে তাঁর কিছু অনুসারীও থাকতেন। এ রকম এক সময় খোদায়ী ধন ভাণ্ডারের তত্তাবধায়ক হুজুর গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর অনেক বুজুর্গ সহযাত্রীদের সাথে নিয়ে উল্লেখিত নাজিরহাটের দিকে তশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে বিশ্রাম নেয়ার পর চিত্তাকর্ষক ভূমিকায় এমনভাবে চরণ চালনা করতেছেন যেন প্রতিটি পদক্ষেপ প্রেমিকদের তৃষিত নয়নে ধারণ করা হচ্ছিল। এবং প্রেমিকদের লক্ষ্যবস্তু 'রাঙাচরণ' যেন প্রেমিকের হৃদাসনে রেখে চলেছেন ।

কবিতাংশ

হে বন্ধু! তোমাকে কোথায় বসাব?
আমার চোখে নাকি আমার প্রাণে বসাব?

লাজুকতা ও কমনীয় ভঙ্গির সাথে তোমার পানে যখন দেখি,
প্রেমের আনন্দে তোমার প্রতি মনে প্রাণে উৎসর্গ হই।

চলতে গিয়ে যখন তিনি ধুরং নদীর সামনে আসলেন এবং নদী পার হওয়ার সময় হযরত গাউছুল আজম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর পবিত্র লুঙ্গি মোবারক ভিজে গেল। তখন হযরত আক্‌দাছ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্বাভাবিক স্বভাবের মধ্যে জালালিয়ত এসে গেল। এবং নদীর কিনারায় পায়ের পবিত্র পাদুকা দ্বারা আঘাত করতে করতে ইহা বলতে লাগলেন যে "হারামজাদী তুই এখনো এখান থেকে গেলি না? খবরদার তোকে যেন আমি এখানে পুণরায় দেখতে না পাই।" এই আদেশ দিয়ে হযরত আক্‌দাস ওখানে থেকে চলে গেলেন। এ বছরই ধুরংনদী সেখান থেকে তার গতি পরিবর্তন করে এবং বাশাঁঘাট দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হালদা নদীর সাথে মিলে যায়।

পংক্তি

আরশ হতে জামিন পর্যন্ত প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি আদেশ জারী করার ক্ষমতা যার
রয়েছে তিনিই হলেন সুলতান (বেলায়তের মুকুটধারী বাদশাহ); যাঁর
মহিমান্বিত আদেশ পালনে প্রতিটি সৃষ্টি উৎসর্গিত।

নদীর গতি পরিবর্তনের মাধ্যমে যেহেতু সাধারণ মানুষ বাহ্যিকভাবে প্রচুর ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছিল তাই লোকজন তাদের সকল কৌশল ও পরিশ্রমের সর্বশক্তি শেষ করে চেষ্টা করে চাইল যে, বর্তমান যেদিক দিয়ে নদী প্রবাহিত হচ্ছে সেদিকের গতি বন্ধ করে পূর্বের দিক দিয়ে প্রবাহিত করতে। এবং এ ব্যপারে অনেক টাকা পয়সাও ব্যয় করে। 'কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যেটা, সেটাই তিনি বাস্তবায়ন করে থাকেন। তবে অধিকাংশ লোক সেটা অবগত নয়' (সূরা ইউসুফ)। বর্তমান চলমান প্রবাহ তারা বন্ধ করতে সক্ষম হয়নি এবং বর্তমান প্রবাহ চালু রয়ে গেল।

পংক্তি

প্রত্যেকের চাহিদার পন্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে,
কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহাই হয়ে যাবে, যা আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করেন।

কবিতা

আওলিয়াদের নিকট আল্লাহ্‌র এমন শক্তি রয়েছে যে, তাঁরা যা চাহেন তা করতে পারেন,
দুনিয়াবাসীর এমন কী সাধ্য রয়েছে যে, তাঁর আদেশ রুখতে পারে।

লোকজন তাদের সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত গাউছে পাকের আলীশান দরবারে রীতিমত হাদীয়া তোহফা অর্পন করে নদীর বর্তমান চলমান

গতি রোধ করে পূর্বোক্ত অবস্থায় গতি প্রবাহিত করার আরজি পেশ করেন। হযরত গাউছুল আজম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খোদায়ী ইচ্ছা শক্তির শান অনুযায়ী দৃষ্টিপাত করলেন এবং খোদায়ী রহস্যপূর্ণ বাণী ফরমালেন, "কলম যা লিখার ছিল তা লিখে চুপ হয়ে গেল।" এই কথা বলে নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং মনিমুক্তা ভরা কোন আদেশ নিষেধ বা রহস্যপূর্ণ বাক্যের কোন ব্যাখ্যা ও ফরিয়াদিদের 'হ্যাঁ বা না' বাচক কোন কথা নূরানী জবান থেকে উচ্চারণ করেননি। কেননা, আল্লাহ্‌র জাতে বিলিন হয়ে যাওয়া ও আল্লাহ্‌র জাতে স্থিতিশীল থাকা সকল আওলিয়াগণ এঁর তাসার্‌রুফাত যা সৃষ্টিজগতের মধ্যে করে থাকেন, তা মহান আল্লাহ তায়ালার আলীশান ফরমান অনুযায়ী হয়ে থাকে। তাঁদের জীবন যাপন, চলাফেরা, স্বভাবের চাহিদা, সবকিছু নফছের কু-প্রবৃত্তি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁদের তাসার্‌রুফাত (কর্মক্ষমতা) প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ জাল্লাশানুহুর তাসার্‌রুফাত। তাঁদের কথা-বার্তা, কাজকর্ম সবই খোদায়ী হেকমতে পরিপূর্ন। তাঁদের তাসার্‌রুফাত ও আদেশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। তাঁর আদেশ প্রতিহত করা বা লংঘন করার শক্তি পৃথিবীতে কারো নেই। তাঁর গুপ্ত রহস্যপূর্ণ তসার্‌রুফাত বোধগম্যের বাইরে। সাধারণ জ্ঞান ও চিন্তা বা কল্পনা শক্তি তা উপলব্ধি করতে অপারগ ও ব্যর্থ।

যেমন হযরত খিজির আলাইহিছ্‌ছালাম কর্তৃক নৌকা ভেঙ্গে দেয়া আল্লাহ ছোবাহানাহু তায়ালার আদেশ মোতাবেক ছিল। কিন্তু হযরত মুছা আলাইহিচ্ছালাম উলুল আজম (দৃঢ় প্রত্যয়ী) নবী হওয়া সত্ত্বেও এর রহস্য তাঁর নিকট গোপন ছিল। কেননা আউলিয়ায়ে কেরামগণ দু'ভাগে বিভক্ত। যথা (১) মুছাবী তরীকা (২) খিজরী তরীকা । মুছাবী তরীকার আউলিয়াগণ (রহমতুল্লাহে আলাইহিম) এঁর চাল-চলন জাহেরা শরীয়ত অনুসারে হয়ে থাকে। তাঁদের কথা-বার্তা ও কাজ কর্ম সাধারণ মানুষের বোধগম্যের আওতাভুক্ত। আল্লাহ্‌র রাজ-রহস্য ও ইচ্ছা শক্তির সাথে সংযোগ স্থাপনের যোগ্যতা তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিতে রয়েছে স্বল্প পরিমান। এবং খিজিরী ত্বরীকতের মহাত্মাগণের অন্তর্দৃষ্টি শরীয়তের মূলতত্ত্ব বা নির্যাসের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাঁদের হেকমত (কার্যাদি) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছানুসারে হয়ে থাকে। তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিতে আল্লাহ ছোবহানুহু তায়ালার সকল রাজ-রহস্য পরিপূর্নভাবে উদ্ভাসিত। যেমন বুলবুলে সিরাজ হাফেজ শামসুদ্দীন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলতেছেন,

পংক্তি

খোদায়ী গুপ্ত রহস্য খোদা প্রেমিকদের নিকট তালাশ কর।
কেননা এ অবস্থা সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের সুফীগণও জ্ঞাত নন।

এ সমস্ত বুজুর্গ ব্যক্তিদের অবস্থা বাহ্যিক (স্থুল দৃষ্টি) দৃষ্টিতে ভাল মনে না হলেও গুপ্তভেদে আল্লাহর রাজ-রহস্যের নূরে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। ঐ সকল বুজুর্গ ব্যক্তিদের গুণান্বিত অবস্থা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ উদ্দীন সা'দী সিরাজী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) প্রাঞ্জল ভাষায় বলেন,

পংক্তি

পবিত্র ঘর (প্রেমিকের অন্তর) ভেতরে যখন প্রেমানলে প্রজ্জলিত,
তখন বাইরের প্রাচীর (দেহ) ধ্বংস বা নষ্ট হওয়ার চিন্তা থেকে মুক্ত বা স্বাধীন।

তাঁদের খোদায়ী শক্তি ও রহস্য সম্পর্কে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট তুল্য সাধারণ মানুষ কি করে বুঝবে? মুছাবী তরীকার উচুঁ স্তরের সূফীগণের পক্ষেও ইহা উপলব্ধি করা সুদূর পরাহত। এসব মহৎগুণ অর্জনকারী ঐ হযরত কেরামদের সত্তা ও বৈশিষ্ট্য আপাদমস্তক আল্লাহ্‌র দর্শন রহস্যে পরিপূর্ণ। যেভাবে হযরত মুছা (আলাইহিস্‌সালাম) উলুল আজম পয়গাম্বর হওয়া সত্ত্বেও হযরত খিজির (আলাইহিস্‌সালাম) এঁর কাজের রহস্য অনুধাবন করতে পারেননি। অনুরূপভাবে, মূছাবী তরীকার জনগণ খিজরী তরীকার বুজুর্গদের তাসার্‌রোফাত রহস্য অনুধাবন করতে অপারগ। এই সকল বুজুর্গ হযরত কেরামগণ স্বীয় প্রবৃত্তির সকল ইচ্ছা আকাঙ্খাকে বিনাশ করে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাঁরা সব সময় আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর স্থিতিশীল থাকেন। এ সকল মহান ব্যক্তিগণ আল্লাহর খলীফা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর প্রতিনিধি। তাঁদের চলাফেরা, বিশ্রাম, পানাহার, উঠা-বসা,আনন্দ-পেরেশানি ও সুখ-দুঃখ সহ যাবতীয় কার্যক্রম আল্লাহ জাল্লাশানুহুর ইচ্ছানুযায়ী সম্পাদন হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী; যা হযরত খিজির (আলাইহিস্‌সালাম) এঁর ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেন, "এটা আমি আমার নিজের ইচ্ছায় করিনি।"(সূরা কাহাফ)- ঐ কথারই সুস্পষ্ট দলিল।

মসনবী

আউলিয়াগণ খোদার সত্তায় ফানা (লয় প্রাপ্ত),
কোন মুহূর্ত আল্লাহ থেকে তাঁরা পৃথক হন না।
আউলিয়াগণ খোদার সত্তাতে 'বাক্বা' অর্জনকারী,
তাঁদের কথা ও কাজ খোদার নিদর্শন।
আউলিয়ার হাত খোদার কুদরতী হাতের স্থলাভিষিক্ত,
আউলিয়ার আকৃতি খোদার অস্তিত্বেরই প্রকাশমানতা।
বাহ্যভাবে সব কাজকর্ম তাঁদের নিজেদের মনে হয়,

গুপ্তভাবে ঐ সবকিছু সৃষ্টিকর্তারই কাজ।
বাঁশিওয়ালার বাঁশি থেকে সুরেলা সুর বের হয়,
বাঁশির সূরে খোদার রাজ-রহস্য লুকায়িত।
'আল্লাহ্‌র হাত তাঁদের হাত সমূহের উপর' কোরআনে বর্ণিত হয়েছে,
কোরআন হতে উহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।
'নিক্ষেপনি তুমি যবে নিক্ষেপিলে' আল্লাহ্‌র বাণী,
অন্তরে ইমান রাখ, কেন রাখ শংকা?
নবীদের বাণী হল প্রকাশ্য কুরআন,
যদি তা সত্য বাণী হিসেবে না মান, তাহলে কুফরি।
তাঁরা আল্লাহ্‌র হুকুমে জগতের কাজ সমূহ পরিচালনা করেন,
সাধারণ লোকদের থেকে ইহার হেকমত বা রাজ-রহস্য রাখেন গোপন।
আউলিয়াগণ খোদার রহস্যের আধার,
সাধারণ লোকেরা তাঁদের রহস্য কি করে জানবে?
'আমি নিজ থেকে উহা করিনি' কুরআনের বর্ণনা,
হযরত মুসা (আলাইহিস্‌সালাম) ও হযরত খিজির (আলাইহিস্‌সালাম) এঁর
কাহিনী দ্বারা তা প্রতীয়মান।
হে খোদার পক্ষ থেকে নিযুক্ত ইমাম, হে সৃষ্টিকূলের গাউছ,
নিশ্চিতভাবে তুমিই খোদার প্রতিনিধি।
তোমার কাজসমূহ খোদারই কাজ,
কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কেবল তোমার নাম বটে।
এসব কিছু যা আমি বলেছি, ইহা আমার কথা নয়,
আমার আকৃতিতে ইহা তোমারই কথা।
আমার দেহ, আমার প্রাণ, পা ও মস্তক,
আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চিতভাবে ইহা সবকিছু তুমি।
নিজ গুণ তুমি নিজে কর বর্ণনা- ব্যক্তে মকবুল গুপ্তে তুমি।
কি করিব আমি তোমার কাছে আর্জি- গুপ্তে-ব্যক্তে তুমি কেবলই গরজ।
মকবুলের দাবি সম্পর্কে তুমি জ্ঞাত-মনে-প্রাণে সে তোমার মধ্যে লুপ্ত।

উক্ত নদীর গতি উল্লেখিত পথে প্রত্যাবর্তন হওয়ায় যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে লোক জনের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু বাতেনীভাবে তার মধ্যে কী কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা একমাত্র খোদাওয়ান্দ জুলজালালই ভাল জানেন।

গজল

গাউছুল আজম আউলিয়া প্রধান ও সর্দার,
গাউছুল আজম খোদার সকল সম্রাজ্যের মালিক।

গাউছে আজম খোদার প্রতিনিধি এবং তিনি সবার মালিক,
গাউছে আজম খোদার গুপ্ত ধনাগার।
গাউছে আজম হলেন বাদশাহ ও খোদার জাতের ছায়া,
তাঁর সকল কাজ নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই কাজ।
যার ব্যপারে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন
"সুলতান আল্লাহ্‌র ছায়া"
পৃথিবীতে তাঁর রহমতের ছায়া বিরাজমান, তিনিই মুখতার (মালিক)।
তিনি খোদার সত্তা ও গুণে পূর্ণ বিলীন,
তিনি হলেন খোদার নুর এবং নুরের খনি।
'তাঁদের হাতের উপর আল্লাহ্‌র হাত' এই বাণীর মর্মমতে সুশোভিত তাঁদের পবিত্র হাত,
'নিক্ষেপনি তুমি যবে নিক্ষেপেলি' এই বাণী এক সুন্দর রহস্যে ভরা।
প্রকৃতপক্ষে তোমার নির্দেশ খোদারই নির্দেশ,
যদিও প্রকাশ্যে মিষ্টি মুখে বান্দার হুকুম।
তোমার সব কথা ও কাজ খোদায়ী রহস্যে ভরপুর,
জগতের সাধারণ লোকেরা তোমার রহস্য কিভাবে বুঝবে?
প্রতি যুগে প্রভুত্ব বিকাশের কারণ,
তোমার সুমহান সত্তা এবং খোদার রাজ-রহস্য বিকাশের কারণ।
কে বুঝবে তোমার সম্মান ও মর্যাদা যথাযথ?
উভয় জগত তোমার চেহারার একটি ঝলক।
তোমার আস্তানায় ক্ষুদ্র কণা পূর্ণ সূর্য সদৃশ্য,
যে তোমার দরবারের কুকুর, সে প্রকৃতপক্ষে বাঘ।
ফয়জপূর্ণ ফুল থেকে প্রকৃতির বুলবুলি পাখি আমারই গান গাহিয়া চলে,
নতুবা কিভাবে এই গান সে গাহিবার যোগ্য।
গাউছে আজম তুমি নিজেই তোমার প্রশংসা গীতির গীতিকার,
ব্যাকুল মকবুলের মুখ থেকে তোমারই কথা বের হয়।

প্রয়োজনের সময় হাদীয়া পৌঁছার বর্ণনা

বাগানের মিষ্টি সুরের সুকণ্ঠি তোতাপাখি উচ্চসিত হয়ে উক্ত কাহিনীর ব্যাখ্যা সজ্জিত করতে গিয়ে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, খোদায়ী সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করার দর্পন হযরত আক্‌দাছ খোদায়ী ধনে ধনী হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রতা গ্রহণ করেছিলেন নিম্নোক্ত বাণীর মর্মানুযায়ী "দরিদ্রতা আমার গৌরব"। অনেক সময় সিয়াম সাধনা ও সংযমের মাধ্যমে মউতে আব্‌য়্যাজের (সাদা মৃত্যু) জ্যেতিতে জ্যেতির্ময় থাকতেন। এক সময় ফয়জে আ'ম বর্ষণকারী হযরত আক্‌দাসের পূণ্যবতী মহিয়সী আম্মাজানের প্রচেষ্টায় ঘরের ছাউনী মেরামতের

চার জন লোক নিয়োজিত করেছিলেন। ঐ সময় খোদায়ী প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হযরত হুজুর গাউছুল আজমের ঘরে মেহমানদের মেহমানদারী করার মত প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন মোরগ, তরকারী ও অন্যান্য আসবাবপত্র মওজুদ ছিল না। কাজের লোকেরা কাজ করতে করতে দুপুর হয়ে গেল এবং দুপুরের খানার সময় হয়ে এল। ইতিমধ্যে হযরতের মহিয়সী আম্মাজ্জান হযরতকে বললেন, বাবাজান! কাজের লোকজন দরবারের ছাউনি মেরামতের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। তাদের মেহমানদারীর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দরকার। তখন হযরত আক্‌দাছ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হাসি হেসে বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে আম্মাজান"। এ কথা ফরমায়ে তিনি পূণরায় দেখাদেখি'র জগতে অতুলনীয় খোদার অনুপম সৌন্দর্য অবলোকনে আত্মনিয়োগ করে পার্থিব দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।

পংক্তি

যার অন্তরের সম্পর্ক বন্ধুর সাথে বাঁধা আছে,
কে কি করছে তার কি দরকার?

হযরত কেবলায়ে আলমের দয়াময়ী আম্মাজান এভাবে কয়েকবার তাগাদা দিলেন। হযরত আক্‌দাছ পূর্বের মত উত্তর দিয়ে মহামহিম সত্ত্বার সৌন্দর্যের লীলা দর্শনে আত্মনিয়োগ করলেন। যখন দুপুর হল এবং কাজের লোকগুলো তাদের কাজ শেষ করে ঘরের চাল (ছাদ) থেকে নেমে আসলেন, তখন হযরত আক্‌দাছ (কাদ্দাসাল্লাহু সির্‌রাহু) মেহমানদের খাবারের জন্য বিছানা বিছানোর জন্য এবং খাবারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য স্বীয় মহিয়সী আম্মাজানের প্রতি অনুরোধ জানালেন। এদিকে বিছানা তৈয়ার করা হচ্ছিল এমনি মূহুর্তে আকস্মাৎ আল্লাহ্‌র কুদরতে একজন লোক একটি মোটা তাজা ছাগল জবেহ করে কোর্মা পোলাও পাকিয়ে চারটি টুকরীতে সাজিয়ে দু'জন ভারবাহীর কাঁধে করে মর্যাদাপূর্ণ দরবারে উপস্থিত হলেন। হযরত আক্‌দাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিজ ক্ষমতায় সকল মেহমানদের পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করালেন এবং অবশিষ্ট খাবার গ্রামবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

গজল

যে খোদার জন্য, খোদা তার জন্য,
খোদা স্বয়ং তোমার প্রেমে আকূল, তুমি খোদার তরে।
সেই উভয় জাহানের বাদশাহর তরে আমার মনোপ্রাণ উৎসর্গীত,
যিনি হলেন চোখের মনি আমরা ভিক্ষুকদের জন্য।
সাধারণ লোকেরা রাত-দিন তোমার দ্বারে কেন মাথা ঠুঁকবে না?

তোমার দ্বার প্রত্যেক প্রেমিক দাবিদারদের জন্য কেবলা।
তোমার দ্বারের মাটি তজল্লী প্রাপ্ত তুর পাহাড়ের সুরমা,
তোমার দ্বারের কিমিয়ায় (পরশমনি) রয়েছে প্রকৃত অমরত্ব।
সুউচ্চ পাইন গাছের ছায়ায় যে আশ্রয় নিল,
সে হুমা পাখির ছায়ার অপেক্ষায় থাকবে না।
দৃঢ় বিশ্বাসে তোমার কদমের ধ্যানই যথেষ্ট,
প্রেমিকদের হৃদয়ের দর্পনের স্বচ্ছতার জন্য।
হে গাউছে পাক! রাত-দিন, সকাল-সন্ধ্যায় প্রতিক্ষারত,
তোমার অধম মকবুল একটি দর্শনের অপেক্ষায়।

হযরত গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর দয়ায় বাঘের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া এক লোকের বর্ণনা

একবার এ গোনাহগার (লেখক) আরশতুল্য দরবারে কপাল ঠেকানোর মর্যাদা হাসিলের উদ্দেশ্যে আলীশান আস্তানা পাকে উপস্থিত ছিলাম। পরিত্রানের আশ্রয়স্থল হযরত কেবলা একদিন পুকুর পাড়কে আলোকিত করে জালালী অবস্থায় অজু করতে ছিলেন এবং দরবারের গোলামগণ দীপ্তমান চন্দ্রের চতুর্পাশে গোলাকার বৃত্তের ন্যায় পরিবেষ্টিত ছিলেন। এমন সময় হযরত গাউছুল আজম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত জালালী অবস্থায় এসে 'হারামজাদা! তুমি এখনো এখান থেকে পালাওনি' এ কথা বলে অজুর বদনাটি কেরামতপূর্ণ হাত থেকে পুকুরে নিক্ষেপ করলেন। ঐ সময় হুজুর পুর নূর হযরত আক্‌দাছের অজুক্রিয়া সমাপ্ত হয়নি। ডান পা মোরারক ধোঁয়ে ছিলেন কিন্তু বাম পা মোবারক ধোঁয়া বাকি ছিল। মর্যাদার্পূণ আস্তানা শরীফের খেদমতগারগণ তাড়াতাড়ি অন্য একটি বদনা এনে হযরতের মহান খেদমতে উপস্থিত করলেন। হযরত কেবলা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু অযু শেষ করে পূর্ণ তাহারাত অর্জন শেষে দায়রা শরীফে তশরীফ এনে আস্তানা শরীফের সমাবেশকে উজ্জল করে আসন মোবারক আলংকৃত করলেন। এবং হাজত মকছুদ নিয়ে আসা ফরিয়াদীদের প্রতি মনোনিবেশ করলেন।

গজল

প্রেমাস্পদের সব শর্ত তোমাতে পূর্ণতা পেল,
তোমার সনে সকল প্রেমাস্পদ হল হতবাক।
খোদার সাম্রাজ্যে প্রেমিকত্বের দাবিদার যত আজ,
হে প্রিয়! সবার মস্তক তোমার কদমে অবনত।
হে দুই জাহানের সুলতান! জগতে যত সৃষ্টি আছে,

সবার সমস্যার সমাধান তোমার দয়ার উপর নির্ভরশীল।
জগতে আজ যত জন খোদার ইশকে মতোয়ারা,
হে শরাব পরিবেশনকারী! নিশ্চয় সবার মত্ততা তোমার শরাব পরে।
খোদার কুতুব তুমি, খোদার গাউছ তুমি,
সবার ভরসা তোমারই দয়া ও অনুগ্রহের পরে।
তুমিই মুর্শিদ, তুমিই মওলা, আমার মালিক তুমি,
আমাদের যে অনুগ্রহ করেছ তার শুকরিয়া কি করে আদায় করব?
মকবুল তোমার আস্তানায় নগন্য দাস,
ছায়ার মত চুমিতে পারি যেন তোমার পদচিহ্ন।
তোমার দয়া ও অনুগ্রহ যেমন মর্জি তাই হোক,
আমার আশা তোমারই দয়া ও অনুগ্রহের তরে।

এ দিকে অবিরাম ফয়জ উৎসরিত হওয়া হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর দরবারের প্রাণ উৎসর্গকারী খাদেমগণ হযরতের পবিত্র বদনাটি অনেক অনুসন্ধান পূর্বক তালাশ করলেন, কিন্তু পুকুরের কোথাও বদনার কোন নাম নিশানা পাওয়া গেল না। সর্বাঙ্গ ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ এ নগন্য (লিখক) দু'দিন পর সৌভাগ্য অর্জনের লক্ষ্যে আস্তানা শরীফে চুম্বন করে অনুমতি নিয়ে বাড়িতে চলে আসি। অতঃপর বিশ বা বাইশদিন পর গাউছিয়তের ফয়েজ দাতার পদচুম্বন করার উদ্দেশ্যে যখন দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন উল্লেখিত বদনাটি হযরত গাউছুল আজমের সামনে দেখতে পেলাম। এবং বদনাটির পেটের অংশ ভিতর দিকে টেক পড়ে গেছে (দেবে গেছে) ও ভগ্নাবস্থায় দেখে পরম সম্মানিত শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মীর হাছান মিয়া সাহেব [যিনি হযরত গাউছুল আজমের বড় নাতি] (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এঁর নিকট জানতে চাইলাম যে, ভাই সাহেব! হযরত আক্‌দাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর এই বদনাটি পুকুরের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল পরিপূর্ণ অনুসন্ধানের পরও তা খোঁজে পাওয়া যায়নি। এখন কোথা হতে পাওয়া গিয়েছে ? জনাব মরহুম মীর হাসান মিয়া সাহেব উক্ত হারিয়ে যাওয়া বদনার সমস্ত ঘটনার স্থান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, রাঙ্গুনিয়া পরগনা নিবাসী একজন লোক হযরত গাউছে পাকের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জন্য নাস্তা উপঢৌকন দেয়ার মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু হযরত গাউছুল আজমের নাস্তা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমান লাকড়ি তার ঘরে ছিল না বিধায় তিনি লাকড়ির জন্য জঙ্গলে গিয়েছিলেন। লোকটি লাকড়ি কেটে বোঝা বাঁধার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এমন সময় এক জবরদস্ত বাঘ এসে তাকে হামলা করল। বাঘটি তাকে ধরে ফেলার জন্য কাছাকাছি আসলে হঠাৎ নিরাপত্তা দাতা হযরত গাউছুল আজম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর এ বদনাটি